আধুনিক ও দ্রুত রেল পরিষেবা

মোদী সরকারের গ্যারান্টি

৪১০০০ কোটি টাকা ব্যয়ে
অমৃত ভারত স্টেশন স্কিমের অন্তর্গত ৫৫৪টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশ
এবং ১৫০০টি রোড ওভারব্রিজ/আন্ডারপাস-এর
শিলান্যাস / উদ্বোধন / জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ

পশ্চিমবঙ্গে

৪৫টি স্টেশনের পুনর্বিকাশ

ব্যান্ডেল জংশন	বাঁকুড়া	উলুবেড়িয়া	পাঁশকুড়া জংশন	দীঘা	ঝালিদা	বার্ণপুর
খড়গপুর জংশন	বাগনান	বারাসাত	চন্দননগর	সুইসা	খাগড়াঘাট রোড	সাঁইথিয়া জংশন
মেদিনীপুর	বিষ্ণুপুর	শিলিগুড়ি জংশন	আন্দুল	মধ্যমগ্রাম	দমদম জংশন	জয়চণ্ডী পাহাড় জংশন
আদ্রা	জঙ্গীপুর রোড	বালুরঘাট	গেদে	হরিশ্চন্দ্রপুর	কুমেদপুর জংশন	
মেচেদা	বালি	হিজলী	ধুলিয়ান গঙ্গা	ডানকুনি	কল্যাণী	
তমলুক	বনগাঁও জংশন	বেলদা	পানাগড়	তুলিন	নৈহাটী জংশন	
ঝাড়গ্রাম	পুরুলিয়া জংশন	হলদিয়া	ভালুকা রোড	মালদা কোর্ট	সোনারপুর জংশন	

- স্টেশনগুলিকে সিটি সেন্টারের মতো করে পুনরুন্নয়ন করা হবে, যেখানে থাকবে রুফ প্লাজা, শপিং জোন, ফুড কোর্ট, শিশুদের খেলার জায়গার মতো বেশ কিছু সুযোগ-সুবিধা
- পৃথক প্রবেশ ও নির্গমন পথের ব্যবস্থা, মাল্টি-লেভেল পার্কিং, লিফ্‌ট, এস্কালেটর, ট্রাভেলেটর, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, ওয়েটিং এরিয়া, দিব্যাঙ্গজন-সহায়ক সুযোগ-সুবিধা
- মাল্টিমোডাল কানেক্টিভিটি সহযোগে পুনর্বিকশিত স্টেশন হয়ে উঠবে সেই অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক প্রগতির কেন্দ্রস্থল

এবং

৪৮টি রোড ওভার ব্রিজ / আন্ডারপাস নির্মাণ

- রেল ও সড়কযানের অবাধ চলাচল
- স্থানীয় বাসিন্দাদের রেললাইন পারাপারের সুবিধাজনক ও নিরাপদ ব্যবস্থা
- যানজট কমার ফলে যাত্রার সময় হ্রাস

নরেন্দ্র মোদী

প্রধানমন্ত্রী

দ্বারা

২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ | বেলা ১১টা থেকে

(ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে)

গৌরবময় উপস্থিতি

অশ্বিনী বৈষ্ণব	রাওসাহেব পাটিল দানভে	দর্শনা জারদোশ
কেন্দ্রীয় রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী	কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, রেল, কয়লা ও খনি মন্ত্রক	কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রমন্ত্রী, রেল ও বস্ত্র মন্ত্রক

DD NEWS এ অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার দেখুন

দাঁড়িয়ে ছিল কাঠুয়া স্টেশনে চালক ছাড়াই ছুটল ট্রেন

কাঠুয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দাঁড়িয়ে ছিল পঞ্জাবের কাঠুয়া স্টেশনে, চালক ছাড়াই আচমকা ছুটতে থাকে ফ্রেইট ট্রেনটি। ঢাল থাকার কারণে ট্রেনটি এগিয়ে যেতে থাকে, তবে ব।স। দুর্ঘটনা ঘটার আগেই ট্রেনটি থামিয়ে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রবিবার সকালে জম্মুর ডিভিশনাল ট্রাফিক ম্যানেজার বলেছেন, কাঠুয়া স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ফ্রেইট ট্রেন আচমকাই পাঠানকোটের দিকে এগিয়ে যেতে থাকে, ঢালের কারণে চালক ছাড়াই চলতে শুরু করে ট্রেনটি। মুকেরিযান পঞ্জাবের উচি বাসির কাছে ট্রেনটি থামানো হয়। বিষযটি নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে।

ছত্তিশগড়ে সুরক্ষা বাহিনীর এনকাউন্টারে নিহত ৩ মাওবাদী

রায়পুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ে মাওবাদীদের বিরুদ্ধে অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। রবিবার সকালে ছত্তিশগড়ের মাওবাদী অধ্যুষিত কাঙ্কের জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ মাওবাদী। পুলিশ সুপার ইন্দিরা কল্যাণ এলেসেলা বলেছেন, জেলা রিজার্ভ গার্ড এবং বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্সের একটি যৌথ দল নকশাল বিরোধী অভিযানে যাওয়ার সময় কোয়ালিবেদা এলাকার জঙ্গলে এনকাউন্টার শুরু হয়। মাওবাদী ও সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে উপর্যুপরি গুলির লড়াই চলতে থাকে, এনকাউন্টারে ৩ মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছেন পুলিশ সুপার। ওই এলাকায় এখনও তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে। বাকি মাওবাদীরা সম্ভবত পালিয়ে গিয়েছে।

গুরুগ্রাম ম্যারাথন ২০২৪-এর সূচনা, অংশ নিলেন মুখ্যমন্ত্রী খাট্টার

গুরুগ্রাম, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গুরুগ্রাম ম্যারাথন ২০২৪-এর সূচনা করলেন হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার। রবিবার সকালে হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার ও ক্রিকেটার শিখর ধবন গুরুগ্রাম ম্যারাথন ২০২৪-এর সূচনা করেছেন। বিপুল সংখ্যক মানুষ এই ম্যারাথনে অংশ নেন। হরিয়ানার মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল খাট্টার বলেছেন, ৫০ হাজারের বেশি মানুষ ম্যারাথনে অংশ নিয়েছেন। আমরা ঘোষণা করেছি, প্রতি বছর হরিয়ানায় এমন ম্যারাথনের আয়োজন করা হবে। ক্রিকেটার শিখর ধবন বলেছেন, এখানে উপস্থিত থাকতে পারে আমি আনন্দিত। শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এই ম্যারাথন এই বার্তাই দিচ্ছে।

পূর্ব রেলওয়ে তার পরিকাঠামো উন্নয়নে জোর দিয়েছে

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভিক্সিট রেল, ভিক্সিত ভারত ২০৪৭'-এর প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ২৭টি রাজ্যে 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প'-এর অধীনে ৫০৮টি স্টেশনের পুনঃউন্নয়নের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন ৬ই আগস্ট, ২০২৩-এ। এই দিকে আরও, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৪ তারিখে ৭০৪ কোটি টাকা ব্যয়ে পূর্ব রেলওয়ের ২৮টি স্টেশনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করতে চলেছেন। ৩০৭ কোটি আনুমানিক ব্যয়ে সমস্ত আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সহ বিশ্বমানের স্টেশন। পূর্ব রেলওয়ে তার এখতিয়ারের উপর পরিকাঠামো উন্নয়নে একটি বড় জোর দিয়েছে। নতুন লাইন থেকে রোড আন্ডার ব্রিজ, রোড ওভার ব্রিজ এবং নির্মাণ পর্যন্ত বিস্তৃত। অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে স্টেশনগুলির পুনঃউন্নয়ন, পূর্ব রেলের উপর একটি বিশাল কাজ চলছে। পরিকাঠামোর উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে, পূর্ব রেলওয়ে রামপুরহাট মুরারাই ৩য় লাইন (২৯.৪৮ কিমি) সফলভাবে সম্পন্ন করেছে এবং ইতিমধ্যেই ২১.১২.২০২৩ তারিখে চালু হয়েছে। এই অর্থ বছরে একটি ২-লেন সেকশন (কুমারডুবি মুগমা) এবং ১৩টি ROB খোলা হয়েছে। ইস্টার্ন রেলওয়ে বৈশ্বিক মানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে যাত্রীদের প্রশিক্ষণের জন্য আধুনিক সুযোগ-সুবিধা এবং বিশ্বমানের সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই দৃষ্টিভঙ্গির সাথে সামঞ্জস্য রেখে, পূর্ব রেলওয়ে তার শিয়ালদহ, হাওড়া, আসানসোল এবং মালদা বিভাগ জুড়ে বেশ কয়েকটি স্টেশনের পুনর্বিন্যাসের কাজ হাতে নিয়েছে। রেল মন্ত্রক ভারতীয় রেলে স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য 'অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্প' চালু করেছে। এই স্কিমটি একটি দীর্ঘমেয়াদী পদ্ধতির সাথে অবিচ্ছিন্ন ভিত্তিতে স্টেশনগুলির বিকাশকে কল্পনা করে। এতে মাস্টার প্ল্যান তৈরি করা এবং স্টেশানে সুযোগ-সুবিধার উন্নতির জন্য পর্যাযক্রমে তাদের বাস্তবায়ন জড়িত, যেমন স্টেশন অ্যাক্সেসের উন্নতি, পরিচলন এলাকা, ওয়েটিং হল, টয়লেট, লিফটএসকেলেটর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, ফ্রি ওয়াই-ফাই, স্থানীয় পণ্যের জন্য কিয়স্ক। 'ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট'-এর মতো স্কিম।

মহারাষ্ট্রের থানেতে বাসে আগুন, কোনওক্রমে প্রাণে বাঁচলো যাত্রীরা

থানে, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মহারাষ্ট্রের থানে শহরে একটি রাষ্ট্রীয় পরিবহণকারী বাসে আগুন লেগে বিপত্তির সৃষ্টি হয়। রবিবার সকালে ৪০-৪৫ জন যাত্রী নিয়ে একটি বাস আসছিল। আচমকাই বাসের ইঞ্জিনটি আগুন ধরে ফেটে যায়। থানে মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বাহিনীর প্রধান ইয়াসিন তাদভি জানিয়েছেন, কালওয়া থানা সংলগ্ন ভিটাওয়া সেতুর কাছে সকাল ৮.১৮ নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। মহারাষ্ট্র স্টেট রোড ট্রান্সপোর্ট কর্পোরেশন (এমএসআরটিসি)-এর বাসটি ৪০-৪৫ জন যাত্রী নিয়ে খোপাট বাস ডিপো থেকে পার্শ্ববর্তী রায়গড় জেলার পালি যাচ্ছিল। রাস্তায় বাসের ইঞ্জিনটি হঠাৎ আগুনে ফেটে যায়। দুর্ঘটনার পর এক পুলিশ কনস্টেবল অবিলম্বে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে খবর দেয়। পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, স্থানীয় দমকল বাহিনীর কর্মীরা এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে বাস থেকে যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনেন। তাতেই প্রাণে রক্ষা পান যাত্রীরা। বাসটি অল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আগুন লাগার কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সিলিন্ডার বিস্ফোরণে আগুন, নয়ডায় আহত একই পরিবারের ৪ জন

নয়ডা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের নয়ডায় একটি বাড়িতে আগুন লেগে একই পরিবারের ৪জন আহত হয়েছেন। রবিবার সকালে নযড়ার থানা ফেজ-থ্রি এলাকার মামুরা গ্রামের একটি বাড়িতে আগুন লাগে। এক পুলিশ আধিকারিক সূত্রে এই তথ্য জানা গিয়েছে। পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, এলজিপি সিলিন্ডার বিস্ফোরণের কারণেই আগুন লাগে। যদিও দমকলের কর্মীরা অনেকক্ষণ চেষ্টার ফলে আগুন নেভাতে সক্ষম হয়েছে। নয়ডা পুলিশ জানিয়েছে যে রবিবার সকাল সাড়ে ৬টা নাগাদ মামুরা গ্রামের একটি বাড়িতে আগুন লাগার খবর তাঁরা পায়। তারপরই দমকল বিভাগকে খবর দেওয়া হয়। দমকল বিভাগ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ শুরু করে। মামুরা গ্রামের একটি বাড়ির একতলায় আগুন লাগে। তাতে আহত হন, আতর সিং (৩৫), মিথিলেশ (৩২), কৃষ্ণা (১৫) এবং গৌরী (১০)। পুলিশ আধিকারিক আরও জানিয়েছেন, পুলিশ আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডাবল ইঞ্জিন সরকার স্বচ্ছতার সঙ্গে তরুণদের চাকরি দিতে বদ্ধপরিকর

লখনউ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ ১,৭৮২ জন চাকরি প্রার্থীর হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিয়েছেন। রবিবার উত্তর প্রদেশের লোক ভবনে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে যোগী এই নিয়োগপত্র বিতরণ করেন। উত্তরপ্রদেশ পাবলিক সার্ভিস কমিশন, সাবঅডিনেট সার্ভিস সিলেকশন কমিশন এবং বিদ্যু পরিষেবা কমিশনের জন্য নিয়োগপত্র প্রদান করেন তিনি। নিয়োগপত্র প্রদানের পর নির্বাচিত যুবকদের অভিনন্দনও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। মুখ্যমন্ত্রী যোগী এদিন বলেন, আজ আমি আনঃিদত যে কর্মসংস্থান মিশনের আওতায় রাজ্যের যুবকদের বিভিন্ন বিভাগে চাকরি করার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে।

বেট দ্বারকা মন্দিরে পূজার্চনা প্রধানমন্ত্রীর, জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন সুদর্শন সেতু

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন গুজরাটের সুদর্শন সেতু। ওখা মূল ভূখণ্ড এবং বেট দ্বারকা দ্বীপকে (গুজরাটে) সংযুক্ত করেছে এই সুদর্শন সেতু। রবিবার সকালে বেট দ্বারকা মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী, এরপরই সুদর্শন সেতু জাতির উদ্দেশ্যে উসর্গ করেছেন তিনি। উদ্বোধনের পরই সেতুতে হাঁটাচলা করেন প্রধানমন্ত্রী, সেতুতে দাঁড়িয়ে দুই দিকের সৌন্দর্য্যও উপভোগ করেন মোদী। এই সেতু প্রায় ৯৮০ কোটি ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২.৩২ কিলোমিটারের এই সেতুই দেশের দীর্ঘতম কেবল-সেতু। সুদর্শন সেতু একটি অনন্য ডিজাইনের জন্য মানুষের নজর কাড়বে, যেখানে শ্রীমদ ভগবদ্গীতার শ্লোক এবং উভয় পাশে ভগবান কৃষ্ণের ছবি দিয়ে সাজানো ফুটপাথ রয়েছে। এতে ফুটপাথের উপরের অংশে সোলার প্যানেল বসানো হয়েছে, যা এক মেগাওয়াট বিদ্যু উৎপাদন

করে। এই সেতুটি পরিবহন সহজ করবে এবং দ্বারকা এবং বেট-দ্বারকার মধ্যে ভক্তদের ভ্রমণের সময় উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস করবে। মাদকের ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মাদক এমনই এক বিপদ, যা নিয়ন্ত্রণ না করলে জীবন ধ্বংস করে দেয়। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, মাদক একটি বিপদ, যা নিয়ন্ত্রণ না করলে জীবন ধ্বংস করে। আমাদের সরকার ৩-৪ বছর আগে প্যান-ইন্ডিয়া ডেডিকেশন ক্যাম্পেইন শুরু করেছিল। এখনও পর্যন্ত, ১১ কোটি মানুষ এই অভিযানে যোগ দিয়েছেন... গায়ত্রী পরিবারও এই ক্যাম্পেইনের সাথে যুক্ত। প্রধানমন্ত্রী আরও বলেছেন, গায়ত্রী পরিবারের অশ্বমেধ যজ্ঞ সামাজিক সংকল্পের একটি মহান অভিযানে পরিণত হয়েছে। এই অভিযানের মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ যুবককে মাদক থেকে রক্ষা করা হবে, তরুণরাই আমাদের দেশের ভবিষ্য। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমরা আমাদের দেশের যুব সমাজকে যত বড় লক্ষ্যের সঙ্গে যুক্ত করব, ততই তাঁরা ছোট ছোট ভুল এড়াবে। এখন দেশ উন্নত ভারতের লক্ষ্যে কাজ করছে। দেশ এখন আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

ব্যাস বললেন সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে

সংন্দেশখালিরভোজেরহাটে থামিয়ে দেওয়া হল তথ্যানুসন্ধানী টিমকে

সন্দেশখালি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সন্দেশখালি যাওয়ার পথে এবার তথ্যানুসন্ধানী টিমকেও আটকে দিল পুলিশ। রবিবার সকালে সন্দেশখালি যাচ্ছিলেন তথ্যানুসন্ধানী টিমের সদস্যরা। কিন্তু, ভোজেরহাটে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্যরা। ও পি ব্যাস বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। তথ্যানুসন্ধানী কমিটির সদস্য ও পি ব্যাস বলেছেন, আমরা এখানে বাধ্য হয়েই আছি, কারণ তাঁরা (পুলিশ) আমাদের বেআইনিভাবে থামিয়েছে যা আমাদের অধিকারের বিরুদ্ধে। আমরা এটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-র কাছে অভিযোগ করব। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। রাম নবমীর সময়, তারা একই কাজ করেছিল এবং আমাদের থামিয়েছিল, কারণ তারা কিছু লুকিয়েছিল... আমি বুঝতে পারছি না এই রাজ্য সরকার বিশ্বের সামনে কী ধরনের ছবি তুলে ধরতে চায়... সাংবিধানিক কাঠামো

ভেঙে পড়েছে রাজ্যে। দুর্ভাগ্যবশত, পুলিশ বেআইনি নির্দেশ পালন করছে এবং আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। আমরা সন্দেশখালির আক্রান্তদের সাথে দেখা করতে চাই। তথ্যানুসন্ধানী টিমের অপর এক সদস্য চারু ওয়ালি খান্না বলেছেন, পুলিশের জবাব দেওয়া উচিত কেন তারা আমাদের আটকে রাখার চেষ্টা করছে?... যেভাবে নারীদের ওপর নৃশংসতা করা হয়েছে, আমি ভাবছি পুলিশ কী করত? আমাদের থামানোর কোনও কারণ উল্লেখ না করে, তারা শুধু তাই করছে যা করতে বলা হয়েছে।

ভাঙন ধরল মায়াবতীর বিএসপিতে

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাঙন ধরল মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টিতে। রবিবার বিএসপি থেকে পদত্যাগ করেছেন রিতেশ পান্ডে, তিনি উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগর লোকসভা আসনের সাংসদ ছিলেন। রবিবার বিএসপি থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন তিনি। এদিন দিল্লিতে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক ও অন্যান্য বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রিতেশ পান্ডে। বিজেপিতে যোগ দেওয়ার পর রিতেশ বলেছেন, আমি বিএসপি-তে গত ১৫ বছর ধরে কাজ করছিলাম, আমি তাঁর (মাযাবতী) চিন্তাভাবনা এবং কার্যকলাপ নিয়ে মন্তব্য করতে চাই না। পদত্যাগপত্রে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছি। আমার নির্বাচনী এলাকায় যা হয়েছে তা গত পাঁচ বছরে হয়েছে। নির্বাচনী এলাকার দু'টি শিল্প এলাকা, পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে, গোরক্ষপুর লিঙ্ক এক্সপ্রেসওয়ে, স্কুল, আম্বেদকর নগরকে অযোধ্যার রাম মন্দিরের সঙ্গে সংযুক্ত করে এমন চার লেনের রাস্তা যা কিছু ঘটছে তার মূল্যায়ন করে আমি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মানুষ, কৃষক, মহিলা, দলিতদের অর্থনৈতিক অবস্থা যেভাবে পরিবর্তিত হয়েছে এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করেছে।

ফের জয় ডোনাল্ড ট্রাম্পের, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় হারালেন নিক্কি হ্যালিকে

ওয়াশিংটন, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার লড়াইয়ে দ্বিতীয় বারের জন্য নামছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। প্রাথমিক ভাবে একের পর এক ধাপ পেরিয়েও চলেছেন, এবার তিনি দক্ষিণ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান প্রেসিডেন্টের প্রাথমিক পর্যায়ে জয়ী হয়েছেন। তাঁর প্রতিপক্ষ ছিলেন নিক্কি হ্যালি। নিক্কি দক্ষিণ ক্যারোলিনারই বাসিন্দা। সেখানকার প্রাক্তন গভর্নরও বটে। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দক্ষিণ ক্যারোলিনার রিপাবলিকান প্রার্থী নিকি হ্যালিকে পরাজিত করেছেন। আমেরিকার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আসন দক্ষিণ ক্যারোলিনা। সেখানে প্রাথমিক নির্বাচনে জয়ের ফলে রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট পদের জন্য মনোনয়ন পেতে সুবিধা হবে ট্রাম্পের। ট্রাম্পের কাছে হারের পর নিক্কি বলেছেন, আমি এই সপ্তাহের শুরুতে বলেছিলাম, দক্ষিণ ক্যারোলিনায় যাই ঘটুক না কেন, আমি প্রেসিডেন্ট

পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালিয়ে যাব। আমি এককথার মহিলা। নিক্কিকে কত ভোটে ট্রাম্প হারিয়েছেন, এখনও সেই সংক্রান্ত স্পষ্ট পরিসংখ্যান প্রকাশ্যে আসেনি। তবে, ট্রাম্প এবং নিক্কির প্রাপ্ত ভোটের ব্যবধান অনেক। উল্লেখ্য, নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরুর পর থেকে একে একে গুরুত্বপূর্ণ জয় পেয়ে চলেছেন ট্রাম্প। এই নিয়ে পর পর চারটি জয় পেলেন তিনি। রিপাবলিকান প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে তাঁর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী নিকি হ্যালি। কিন্তু প্রাথমিক নির্বাচনে তাঁর ফলাফল শোচনীয়। দক্ষিণ ক্যারোলিনার একদা গভর্নর ছিলেন তিনি। রিপাবলিকান প্রার্থীদের মধ্যে হ্যালিই একমাত্র মহিলা প্রার্থী, যিনি লড়াইয়ে টিকে রয়েছেন। কিন্তু এহেন হ্যালিও ট্রাম্পের কাছে হেরে গিয়েছেন। রিপাবলিকান প্রার্থী হিসেবে তাঁরা দুজনই রয়েছেন। কিন্তু ৭৭ বছরের ট্রাম্প ক্রমশই এগিয়ে চলেছেন। তবে ওয়াকিবহাল মহল বলছে, নিকি হ্যালি আসলে ২০২৮ নির্বাচনকে মাথা রেখেই এগোচ্ছেন। তাঁর অনুরাগী এক রিপাবলিকান ভোটারের বক্তব্য, নিকি হ্যালি একজন অসাধারণ রোল মডেল। উনি হাল ছাড়েন না। এদিকে ট্রাম্প স্বাস্থ্য ও আইনি ঝামেলায় শেষ মুহূর্তে ছিটকে গিয়ে হ্যালির সম্ভাবনা ফের উজ্জ্বল হবে, এই আশাও রয়েছে।

বাইপাসের ধারে বস্তিতে আগুন

কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় ফের অগ্নিকাণ্ড! এবার আগুন লাগল বাইপাসের ধারে আনন্দপুরের বস্তিতে। আগুন লাগার পর একের পর এক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সিলিন্ডার ফেটে ঘটছে বিস্ফোরণ। অন্তত ৫০টি ঝুপড়ি ঘর, দোকান পুড়ে ছাই। চার দিক ঢেকেছে ধোঁয়ায়। ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন। প্রায় এক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন কিছুটা নিয়ন্ত্রণে। রবিবার সকাল থেকে কলকাতায় হাওয়ার গতি ছিল খুব বেশি। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে দ্রুত। সকাল ১০টা ৫৫ মিনিট নাগাদ দমকলে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় দমকলের চারটি ইঞ্জিন। আগুন নেভানোর কাজে নামেন দমকল কর্মীরা। আগুন যেখানে লেগেছে, তার কাছেই রয়েছে একটি বেসরকারি হাসপাতাল। ঝুপড়িতে আগুন লাগার ফলে উচমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের বইপত্র পুড়ে গিয়েছে।

মানসিক ভাবে ভালো থাকার উপায়

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ গরু আমাদের দুধ দেয় না, আমরা কেড়ে নি। গাধাও মোট বয় না, ধোপারা এককালে বয়াত জোর করে। হিসেব মত সিংহীও দুধ দেয়, সিংহও ওজন বইতে সক্ষম। কিন্তু সিংহকে দিয়ে ওসব করানো মানুষের অকাতের বাইরে।ওই জন্য একটু বোকা আর ভালো মানুষদের গরু কিংবা গাধার সাথে তুলনা করা হয়। এই দুটো প্রাণীর নামে কোনো মানুষকে ডাকা মানে সেটা অপমান করা। কিন্তু কাউকে সিংহ বললে সে উল্টে গর্ববোধ করবে। সেই সিংহ, যে আজ অবধি মানুষের উপকার করল না, যার সামনে মানুষ গেলে মুহূর্তের মধ্যে পরপারে চলে যাবে, সেই সিংহ হচ্ছে মানুষের চোখে রাজা। উপকারী গাধা হচ্ছে হাসির বস্তু।অতিরিক্ত ভালো হওয়ার সমস্যাই এটা। অতিরিক্ত ভালো মানুষরা কারোর কাছে গুরুত্ব পায় না। তুমি নিঃস্বার্থভাবে ত্যাগ করতে থাকো, ভালো মনে কারোর ক্রমাগত উপকার করতে থাকো, আঘাতের পর আঘাত সহ্য করেও হাসিমুখে কাউকে ভালোবাসতে থাকো, তুমি তার চোখে 'গাধা' ছাড়া আর কিছুই হবে না। যদি মনে করো সে একদিন এগুলোর মূল্য বুঝবে, তাহলে তুমি সত্যিই গাধা। কারুর কাছে নিজের দাম পেতে গেলে একবার অন্তত সিংহের মত হতেই হয়।

মৃত্যুর পরও ব্যাংকে আপনার টাকা রয়ে যায়। অথচ আমরা আমাদের জীবদ্দশায় খরচ করার জন্য প্রয়োজনীয় টাকা পাই না। নিরেট সত্যটি হচ্ছে-অধিক ধনবান হওয়ার চেয়ে দীর্ঘ জীবন লাভ করা বেশি জরুরি। তাই অধিক ধনবান হওয়ার জন্য অবিরাম শ্রম না দিয়ে দীর্ঘ এবং সুস্থ্য জীবন যাপন করার চেষ্টা করা উচিত এবং নিজেকে সেভাবে গড়া উচিত।আমাদের জীবনের নানা ঘটনাতেই এই সত্যটি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করা যায়। দামি এবং অনেক সুবিধা সম্পন্ন একটি মোবাইল ফোনের ৭০ অব্যবহৃতই থেকে যায়।একটি মূল্যবান এবং দ্রুতগতি গাড়ির ৭০ গতির কোনো দরকারই হয় না।প্রাসাদতুল্য মহামূল্যবান অট্টালিকার ৭০ অংশে কেউ বসবাস করে না।কারো কারো এক আলমারি কাপড়-চোপড়ের বেশির ভাগ কোনদিনই পরা হয়ে উঠে না।সারা জীবনের পরিশ্রমলব্ধ অর্থের ৭০ আসলে অপরের জন্যই। আপনার জমানো অর্থ যাদের জন্য রেখে যাবেন, বছরে একবারও আপনার জন্য প্রার্থনা করার সময় তাদের হবে না। এমনকি বেঁচে থাকতেই আপনার অর্থের প্রাচুর্যে বেড়ে ওঠা মানুষগুলো আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে ছুড়ে আসতে পারে। তাই বেঁচে থাকতেই ১০০ এর সুরক্ষা এবং পূর্ণ সদ্ব্যবহার করাই শ্রেয়।

করণীয় কী? ১) অসুস্থ না হলেও মেডিকেল চেকআপ করুন। ২) অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা করবেন না। ৩) মানুষকে ক্ষমা করে দিন। ৪) রাগ পুষে রাখবেন না। মনে রাখবেন কেউ-ই রগচটা মানুষকে পছন্দ করে না। আড়ালে-আবডালে পাগলা বলে ডাকে। ৫) পিপাসার্ত না হলেও জল পান করুন। ৬) সিদ্ধান্তটি সঠিক জেনেও কখনো কখনো ছাড় দিতে হয়। ৭) যতই বয়স হোক না আর ব্যস্ত থাকুন না কেন, জীবনসঙ্গীকে মাঝে মাঝে নিরিবিলি কোথাও নিয়ে হাত ধরে হাঁটুন, হোটেলে খাওয়াতে না পারলে বাদাম বা ঝালমুড়ি খান। আর তাকে বুঝতে দিন, সেই আপনার সবচেয়ে আপন। কারণ, আপনার সবরকম দু ঃসময়ে সেই পাশে থাকে বা থাকবে। ৮) ক্ষমতাধর হলেও বিনয়ী হোন। ৯) আর্থিক সঙ্গতি থাকলে আর সুযোগ পেলেই পরিবার পরিজন নিয়ে নিজের দেশ এমনকি ভিন্নদেশকে দেখতে বেড়িয়ে পড়ুন। ১০) ধনী না হলেও তৃপ্ত থাকুন। ১১) মাঝে মাঝে ভোরের সূর্যোদয় রাতের চাঁদ এবং সমুদ্র দেখতে ভুল করবেন না। বৃষ্টির জলে বছরে একবার হলেও ভিজবেন। আর দিনে ১০ মিনিট হলেও শরীরে রোদ লাগাবেন। ১২) মহাব্যস্ত থাকলেও নিয়মিত ব্যায়াম করুন আর ৩০ মিনিট হাঁটুন। আর মহান সৃষ্টিকর্তাকে নিয়মিত স্মরণ করুন। ১৩.সর্বদা হাসিখুশি থাকুন। সুযোগ পেলেই কৌতুক পড়বেন। পরিবারের সবার সঙ্গে মজার ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন। মাঝে মাঝে প্রাণবন্ত ভাবে হাসবেন। ১৪) সবার সাথে মিশবেন ছোটো বড় ভাববেন না। দিনটা বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস, সবই ভালো থাকবেন।

মন-কি-বাত-এ বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সরকারের প্রচেষ্টায়.গত কয়েক বছরে দেশে বাঘের সংখ্যা বেড়েছে। রবিবার মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মহারাষ্ট্রের চন্দ্রপুরের টাইগার রিজার্ভে বাঘের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়েছে। এখানে গ্রাম ও বনের সীমান্তে ক্যামেরা বসানো হয়েছে। যখনই কোনও বাঘ গ্রামের কাছাকাছি আসে তখনই স্থানীয় মানুষজন এআই (কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার)-এর সাহায্যে তাদের মোবাইল ফোনে সতর্কতা পায়। প্রধানমন্ত্রী এদিন মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে আরও বলেছেন, উত্তরাখণ্ডের রুরকিতে, ভারতের বন্যপ্রাণী ইনস্টিটিউটের সহযোগিতায় 'রোটার প্রিসিসন গ্রুপস' একটি ড্রোন তৈরি করেছে যা কেন নদীতে অ্যালিগেটরদের ট্র্যাকিং করতে সাহায্য করছে। প্রধানমন্ত্রী আরও জানান, বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থা 'বাঘিরা' এবং 'গরুড়' নামের অ্যাপ তৈরি করেছে। 'বাঘিরা' অ্যাপের সাহায্যে জঙ্গল সাফারির সময় যানবাহনের গতি এবং অন্যান্য ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী যোগ করেছেন, আমরা হাজার হাজার বছর ধরে প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণীর সঙ্গে সহাবস্থানের চেতনায় বসবাস করছি। আপনারা নিজেই এটি অনুভব করতে সক্ষম হবেন। আপনি যদি কখনও মহারাষ্ট্রের মেলঘাট টাইগার রিজার্ভে যান। এই বাঘ সংরক্ষণের কাছাকাছি খাটকালি গ্রামে বসবাসকারী উপজাতীয় পরিবারগুলি রয়েছে। সরকারের সহায়তায় তাদের বাড়িগুলোকে হোমস্টে রূপান্তরিত করা হয়েছে।

ফের উত্তরপ্রদেশে বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ

কৌশাম্বী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ও আগুন। এ বার উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বীতে। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের, এছাড়াও ৫-৬ জন আহত হয়েছেন। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কৌশাম্বীর ভারওয়ারি শহরে, কোখরাজ থানা এলাকায় অবস্থিত বাজি কারখানায় রবিবার বিস্ফোরণ হয়। পুলিশ সুপার (এসপি) ব্রিজেশ শ্রীবাস্তব বলেছেন, ভারওয়ারিতে একটি বাজি কারখানায়.আগুন লেগেছে। তথ্য অনুযায়ী, ৪ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হযেছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কারখানাটি থেকে আবাসিক এলাকা থেকে অনেক দূরে। এই কারখানার উপাদন ও বিক্রির লাইসেন্স ছিল। ৫-৬ জন আহত হয়েছেন।

কেজরিওয়ালের তোপ বিজেপির বিরুদ্ধে

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জলের বিলের প্রতিবাদে রবিবার দিল্লিতে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল আম আদমি পার্টি (এএপি)। রবিবারের এই বিক্ষোভ কর্মসূচি থেকে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী তথা এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, দিল্লি জল বোর্ড প্রকল্পটি পাস করেছে। এখন এই প্রকল্পটি মন্ত্রিসভায় পাস করতে হবে। বিজেপি দিল্লির উপ-রাজ্যপালকে এই প্রকল্প বন্ধ করতে বলেছে। অফিসারদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, তাঁরা কান্নাকাটি করছে...যখন সৌরভ ভরদ্বাজ এবং অতিশী অফিসারদের ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন, কেন তারা বিল আনছেন না, অফিসাররা বলেছেন, তাঁদের হুমকি দেওয়া হয়েছে, এই প্রকল্পটি মন্ত্রিসভায় এলে তাদের সাসপেন্ড করা হবে। মনীশ সিসোদিয়া এবং সত্যেন্দ্র জৈন যেমন জেলে, আপনারা ইডি, সিবিআই-এর মিথ্যা মামলা করে অফিসারদেরও জেলে ঢোকাবেন। বিজেপির বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়ে কেজরিওয়াল আরও বলেছেন, তাঁরা (বিজেপি) দিল্লিতে স্কুল ও হাসপাতাল নির্মাণ বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। তাঁরা চায় না গরিবদের সন্তানরা সমান শিক্ষা লাভ করুক...শুধু আমি জানি, আমি কীভাবে দিল্লিতে সরকার চালাচ্ছি, এ জন্য আমার নোবেল পুরস্কার পাওয়া উচিত। দিল্লির মন্ত্রী সৌরভ ভরদ্বাজ বলেছেন, জনগণ নিজেদের মুখ্যমন্ত্রীকে বেছে নিয়েছে এবং মুখ্যমন্ত্রী যদি মানুষের কল্যাণের জন্য কিছু পরিকল্পনা নিয়ে আসছেন, তাতে হস্তক্ষেপ করছে বিজেপি, কেন উপ-রাজ্যপাল হস্তক্ষেপ করছেন?

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

আজ ১২ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, রবিবার, ইংরেজী ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০২৪, ৫৩৭ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৪, সৌর ১৩ ফাল্গুন, চান্দ্র ১৬ গোবিন্দ মাস, ১৯৪৫ শকাব্দ ২০৮০ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৭ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ১২ ফাল্গুন ১৪৩০, ভারতীয় সিভিল ৬ ফাল্গুন ১৯৪৫, মৈতে ১৬ ফাইরেন, আসাম ১২ ফাগুন, মুসলিম ১৫-শা'বান-১৪৪৫ হিজরী। সূর্য উদয় সকাল ০৬০৪০৬ এবং অস্ত বিকাল ০৫৩৫১৪।চন্দ্র উদয় বিকাল ০৬২২২৭(২৫) এবং অস্ত সকাল ০৭০১৩০(২৬)।কৃষ্ণ পক্ষ । তিথি প্রতিপদ (নন্দা) রাত্রি ০৭০১৪৭ দং ৩২২৩৫৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্র পূর্বফাল্গুনী রাত্রি ১২০৮৫২ দং ৪৫১৩৪০ পর্যন্ত পরে উত্তরফাল্গুনীকরণ কৌলব রাত্রি ০৭০১৪৭ দং ৩২২৩৫৭.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল যোগ সুকর্মা দুপুর ঘ ০২৪৩৫৪ দং ১৯১৯৫ পর্যন্ত পরে ধৃতি অমৃতযোগ দিন ০৬৫০১৬ থেকে-০৯৫৪৩৫ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭১৫১১ থেকে - ০৮৫৫০২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৬০৪১২ থেকে - ০৬৫০১৬ পর্যন্ত, তারপর ১২৫৮৫৩ থেকে - ০১৪৪৫৭ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৬২৫১৫ থেকে-০৭১৫১১ পর্যন্ত, তারপর ১২১৪৪৪ থেকে-০৩৩৪২৫ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ০৪০৩১১ থেকে-০৪৪৯১৫ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ০৩৩৪২৫ থেকে-০৪২৪২১ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১০২৩২২ থেকে- ১১৪৯৪৬ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ১১৪৯৪৬ থেকে-০১১৬০৯ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০১২৩২২ থেকে-০২৫৬৫৯ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)রবি ১০১২৩০১৫ (২৪) ২ পদ, চন্দ্র ৪২৮৫১৫৪ (১২) ১ পদ।,মঙ্গল ৯১২৪২২০ (২২) ১ পদ, বুধ ১০১৩৪১৪৮ (২৪) ৩ পদ, বৃহস্পতি ০১৬৪৪১৪ (২) ২ পদ, শুক্র ৯১৬৫৪৫ (২২) ৩ পদ, শনি ১০১২১৭৫৪ (২৪) ২ পদ, রাহু ১১২৬০৩৩ (২৭) ৩ পদ, কেতু৫২৬০৩৩ (১৪) ১ পদ। লগ্ন কুম্ভ রাশি সকাল ০৭০১১২ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ০৮৩২১৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি সকাল ১০১২৪৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি সকাল ১২১১১২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি দুপুর ০২২৪৩১ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৪৪০১৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি বিকাল ০৬৫১৩৫ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্র ০৯০১৪৫ পর্যন্ত। তুলা রাশি রাত্র ১১১৫৫৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০১৩১৪০ পর্যন্ত। ধনু রাশি শেষ রাত্রি ০৩৩৬৫৯ পর্যন্ত। মকর রাশি শেষ রাত্রি ০৫২৩৫৩ পর্যন্ত।

রাশিফল

মেষ-গুরুজনের শরীর নিয়ে একটু চিন্তিত হতে হবে আপনাকে। চাকুরিজীবীদের আয়ের বাড়তি উস থাকবে। সঞ্চিত সম্পদ বৃদ্ধি হবে।

বৃষ-আজ শুরুটা খুব শুভ হতে চলেছে। এই সময়ে, আপনার পরিকল্পিত কাজ সময়মতো হয়ে যাবে।

মিথুন-সাফল্যের সময় শুরু হবে। পরিকল্পিত কাজ শেষ করার জন্য আপনাদের অলসতা দূর করতে হবে।

কর্কট- শুরুতে কাউকে এমন কোনোও প্রতিশ্রুতি দেবেন না। যা ভবিষ্যতে পূরণ করতে সমস্যায় পড়তে হবে।

সিংহ-কোনোও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায়. দীর্ঘদিন ধরে অমীমাংসিত কাজ সম্পন্ন হবে। যার কারণে আপনার মন খুব খুশি হবে। জমি ও বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের ইচ্ছা পূরণ হতে পারে।

কন্যা-সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় আপনাকে অপ্রয়োজনীয় সমস্যার সম্মুখীন হতে হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে আপনার কর্মক্ষেত্রে কারোর সঙ্গে তর্ক করা এরিয়ে চলতে হবে।

তুলা-কিছু সমস্যা নিয়ে শুরু হতে পারে, কিন্তু শেষার্ধে তারা কাঙ্খিত সুখবরে ভালো ফল পাবেন। এমন পরিস্থিতিতে, কোনোও অবস্থাতেই আপনার ধৈর্য ও বিচক্ষণতা হারাবেন না।

বৃশ্চিক- অন্যথায় এই তিনটিই আপনার মাথাব্যথার কারণ হতে পারে। সপ্তাহের শুরুতে, আপনাকে বাড়ির মেরামত বা বিলাসবহুল জিনিসগুলিতে পকেট থেকে আরও বেশি অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে।

ধনু-আপনি পেশা এবং ব্যবসা সম্পর্কিত কিছু ভালো খবর শুনতে পারেন। যারা চাকরি খুঁজছেন তারা কাঙ্ক্ষিত সুযোগ পাবেন।

মকর-শুভানুধ্যায়ীদের সাহায্যে পরিকল্পিত কাজ সময়মতো শেষ হবে। কর্মক্ষেত্রে সিনিয়র ও জুনিয়র উভয়ই আপনার প্রতি সদয়.হবেন।

কুম্ভ-শুরুটা কিছু সমস্যা দিয়েই কাটবে। এই সপ্তাহে আপনাকে পারিবারিক-সম্পর্কিত সমস্যার সমাধান খুঁজতে একটু বেশি দৌড়াতে হতে পারে।

মীন-কোনও কাজে তাড়াহুড়ো করা এড়িয়ে চলুন এবং কোনও কাগজে সঠিকভাবে না পড়ে এবং না বুঝে সই করবেন না।

চালু হল
‘দুরন্ত বার্তা’
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

৩ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 87 Monday, 26 February, 2024 ❋ ২৯ বর্ষ, ৮৭ সংখ্যা ❋ ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০, সোমবার, ২৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৪ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

অমৃত ভারত প্রকল্পে পূর্ব এবং দক্ষিণ পূর্ব রেলের অধীনে থাকা স্টেশনগুলির উন্নয়নের কাজের শিলান্যাস করবেন প্রধানমন্ত্রী। কয়েকটি রয়েছে বাংলায়।...বিস্তারিত পাতা ৭

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম শুভ আবির্ভাব তিথি ও মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে কাকদ্বীপে পালিত হল প্রণব রথযাত্রা মহোৎসব।..বিস্তারিত পাতা ৫

স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আগাগোড়াই অগ্রাধিকার দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই লক্ষ্যে এবার ৫টি নতুন এইমস দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী।...বিস্তারিত পাতা ৬

বাকি মরশুমের জন্য আইএসএল থেকে ছিটকে গেলেন সন্দেশ জিঙ্ঘান। বড় চোটের কবলে পড়েছেন ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বাঁকুড়ায় আসছেন মুখ্যমন্ত্রী, সফর ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে

বাঁকুড়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাঁকুড়া সফর ঘিরে তৎপরতা তুঙ্গে। প্রকাশ্য সভা না হলেও মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক সভা করবেন বলে জানা গেছে। আগামী ২৭ ফেব্রুয়ারি তিনি পুরুলিয়ায় প্রশাসনিক সভা সেরে সন্ধ্যা নাগাদ বাঁকুড়া আসবেন। বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে তিনি রাত্রি যাপন করবেন। পরদিন ২৮ তারিখে খাতড়ায় তিনি প্রশাসনিক সভা করবেন। জেলা প্রশাসন থেকে পুলিশ এবং তৃণমূলের দলীয় স্তরে তৎপরতা তুঙ্গে উঠেছে। জেলা শাসক সিয়াদ এন ইতিমধ্যেই জেলা প্রশাসনের বিভিন্ন বিভাগের প্রধানদের সাথে বৈঠক সেরে ফেলেছেন, তাছাড়াও দফায় দফায় আলোচনা ও প্রস্তুতি পর্ব খতিয়ে দেখা হচ্ছে। রবিবার দুপুরে হেলিকপ্টার বাঁকুড়া স্টেডিয়ামে নির্মিত হ্যালিপ্যাডে মহড়া করে। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর বাঁকুড়া সফর ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার করা হচ্ছে বলেও জানা গেছে। তৃনমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বিধায়ক অরূপ চক্রবর্তী জানান, এখনও পর্যন্ত বিস্তারিত কিছু জানা যায়নি, তবে ২৭ তারিখে বাঁকুড়ায় পৌঁছনোর কথা মুখ্যমন্ত্রীর, সন্ধ্যা নাগাদ। বাঁকুড়া সার্কিট হাউসে রাত্রিবাস করে পরদিন তিনি খাতড়া যাবেন। সেখানেই হবে প্রশাসনিক সভা।

তৃণমূল নয়, শাহজাহানকে আড়াল করছে বিচারব্যবস্থাই’ দাবি অভিষেকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শেখ শাহজাহানের গ্রেপ্তারি নিয়ে এবার হাই কোর্টকেই দায়ী করলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, হাই কোর্টের নির্দেশের কারণেই রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না শাহজাহানকে। দাবি করলেন, তৃণমূল নয়, শাহজাহানকে আড়াল করছে বিচারব্যবস্থাই।

পেরিয়েছে ৫২ দিন। এখনও অধরা শেখ শাহজাহান। তাঁর গ্রেপ্তারির দাবিতে ফুঁসছে সন্দেশখালির মহিলা-সহ সকলেই। বিরোধীরা বারবার কাঠগড়ায় তুলছে শাসকদলকে। দাবি করা হচ্ছে, তৃণমূলই আড়াল করছে শাহজাহানকে। পাল্টা দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। মহেশতলা থেকে তিনি দাবি করলেন, তৃণমূল নয়, শাহজাহানকে আড়াল করছে বিচার ব্যবস্থা। এদিন অভিষেক বলেন, কাশ্মীর থেকে সুদীপ্ত সেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কে শাহজাহান? তৃণমূল কাউকে আড়াল করছে না। ওকে আড়াল করছে বিচারব্যবস্থা। এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, হাই কোর্টের নির্দেশের কারণেই রাজ্য পুলিশ গ্রেপ্তার করতে পারছে না শাহজাহানকে। মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাখ্যাও দেন তিনি। ইডির মামলার পরিপ্রেক্ষিতে তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ ও পরিবর্তিতে তাতে স্থগিতাদেশের প্রসঙ্গও তুলে ধরেন তিনি। সব মিলিয়ে তাঁর দাবি, আইনি জটের কারণে আটকে শাহজাহানের গ্রেপ্তারি। বিবারও সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। রবিবার সন্দেশখালির মানুষের অভাব ও অভিযোগের কথা শোনেন মন্ত্রী সুজিত বসু ও পার্থ ভৌমিক।

ঘর গোছাচ্ছে ইন্ডিয়া, এনডিএ কোথায়? বিজেপিকে পাল্টা খোঁচা

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ উত্তরপ্রদেশে আসনরফা চূড়ান্ত। আপের সঙ্গে দিল্লি, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, গুজরাট, গোয়ায় রফা হয়ে গিয়েছে। তামিলনাড়ু, বিহার, ঝাড়খণ্ডে জোট শরিকদের সঙ্গে কোনও সমস্যা নেই কংগ্রেসের। মহারাষ্ট্র এবং বাংলা নিয়েও কথা চলছে। মোট কথা লোকসভা ভোট ঘোষণার ১৫-২০ দিন আগেই বেশ গোছানো মনে হচ্ছে ইন্ডিয়া জোটকে। কিছুদিন আগেই যে জোটের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল, সেই জোট এখন বেশ সংঘবদ্ধ শক্তি। অথচ এর ঠিক উলটো ছবি এনডিএতে। বিজেপি নেতৃত্ব এখনও কোনও জোটসঙ্গীর সঙ্গেই রফা চূড়ান্ত করতে পারেনি। বা চূড়ান্ত হলেও সেটা ঘোষণা হয়নি। অধিকাংশ রাজ্যেই বিজেপি জোট সঙ্গীদের সঙ্গে আলোচনা করেছে। কিন্তু চূ।ান্ত কোনও ফয়সলা হয়নি। সেটা নিয়েই এবার কটাক্ষ ছুঁ।ল কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক কে সি বেণুগোপাল বলছেন, এনডিএতে হচ্ছেটা কী? কেন ওই দুর্নীতিগ্রস্ত, দিশাহীন দলগুলি নিজেদের মধ্যে চুক্তি করতে পারছে না। কেন এখনও বিহারে আসনরফা ঘোষণা হয়নি? মহারাষ্ট্রে যেখানে কিনা ওরা গণতন্ত্রকে পদদলিত করে রেখেচে সেখানেই বা কেন আসনরফা হল না? নাকি জোটসঙ্গীরা বিজেপিকে পণবন্দি করে ফেলেছে? আসলে বিজেপি অধিকাংশ রাজ্যেই পরস্পর বিরোধী শিবিরকে জোটে ভি।য়েছে। ফলে ওই রাজ্যগুলিতে অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্টের অবস্থা। যেমন মহারাষ্ট্রে বিজেপি, শিব সেনার শিণ্ডে শিবির এবং এনসিপির অজিত পওয়ার শিবিরের মধ্যে আসনরফা নিয়ে বিবাদ তুঙ্গে। আবার বিহারে নীতীশ কুমারের এনডিএতে প্রত্যাবর্তনে অখুশি চিরাগ পাসওয়ান, জিতন রাম মাঝিরা। তাঁরা নীতীশকে বেশি আসন ছা।তে রাজি নয়। ফলে সেরাজ্যেও রফাসূত্র বেরোয়নি। অন্ধ্রেও জগনমোহন রেড্ডি না চঃদ্রবাবু নায়ডু, দুই শিবিরকে নিয়ে সংশয়ে গেরুয়া শিবির। একই ছবি উত্তরপ্রদেশেও।

আবার পাঞ্জাব, তামিলনাড়ুতে বিজেপির জোট শরিকদের অতীত অভিজ্ঞতা ভালো নয়। ফলে বহু আলোচনাতেও পাঞ্জাবে অকালি দল এবং তামিলনাড়ুতে এআইএডিএমকের সঙ্গে আসনরফা হয়নি। তাছা।া এবার ৪০০ আসন জয়ের লক্ষ্যে নিজেরা অনেক বেশি আসনে ল।তে চায় গেরুয়া শিবির। সেকারণেও সমস্যা হচ্ছে আসনরফায়। সব মিলিয়ে ভাঙাচোরা অবস্থা এনডিএর। সেটাকেই কটাক্ষ করল কংগ্রেস।

হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা

লোকসভা ভোটের আগে ব্রিগেডে সভা ডাকলেন অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ভোটের আগে বাংলার শাসকদলের হাতিয়ার কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। ১০০ দিনের কাজ, আবাস যোজনার বকেয়া টাকা কেন্দ্রের কাছ থেকে আদায়ের জন্য লাগাতার কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস। দিল্লি, কলকাতায় একাধিক ধরনার পর এবার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে ‘জনগর্জন সভা’ ডাকলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১০ মার্চ ব্রিগেড ময়দানে এই সভা হবে। এই সভায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও প্রধান বক্তা হিসেবে থাকার কথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখবেন তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা। তবে বক্তা তালিকা এখনও চূড়ান্ত হয়নি বলে তৃণমূল সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

রবিবার নিজের সোশাল মিডিয়া পোস্টে ১০ তারিখ ব্রিগেডে ‘জনগর্জন সভা’র কথা ঘোষণা করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাতে লেখা- লেখা হবে। পাশাপাশি সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া পেজের প্রোফাইল ছবিও বদলে ফেলা হয়েছে। ‘জনগর্জন সভা’র ছবি রেখে নিচে লেখা-২০২৪-এর যুদ্ধ শুরু। তাতেই স্পষ্ট, ১০ মার্চ ব্রিগেডের মেগা সভা থেকেই কার্যত লোকসভা ভোটের প্রচার শুরু করে দিচ্ছে তৃণমূল। এনিয়ে দলের মুখপাত্র তথা রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ জানান, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বেই ব্রিগেডে সভা হবে, ১০ মার্চ। কেন্দ্রীয় বঞ্চনা, বাংলার অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে, বহিরাগত জমিদাররা অত্যাচার করেছে। এর প্রতিবাদে সভা হবে।

এর আগে ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটের আগেও ব্রিগেড সমাবেশ করেছিল তৃণমূল-সহ বিজেপি বিরোধী দলগুলি। কলকাতার ‘ইউনাইটেড ইন্ডিয়া’র মেগা সভায় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছাড়াও হাজির ছিলেন তিন বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী-আপের অরবিন্দ কেজরিওয়াল, কর্ণাটকের তকালীন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামী, অন্ধ্রের টিডিপি নেতা চন্দ্রবাবু নায়ডু। সেখানে মোদির বিরুদ্ধে একত্রে লড়াইয়ের অঙ্গীকার করেছিলেন সকলে। যদিও ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে ৩৫৩ আসন পেয়ে ফের দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় আসে এনডিএ সরকার। তবে চব্বিশের ভোটে তৃণমূলের ইস্যু মূলত কেন্দ্রীয় বঞ্চনা। ১০০ দিনের কাজের টাকা, আবাস যোজনার টাকা না পাওয়ার অভিযোগে বার বার দিল্লিতে দরবার করেছে তৃণমূল। কিন্তু কাজ হয়নি। তাই এবার সেই ইস্যুকে সামনে রেখেই লোকসভা ভোটের লড়াইয়ে নামছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল।

১০০ দিনের বকেয়া দেওয়ার কাজ আজ থেকে শুরু

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার আগামীকাল থেকে কেন্দ্রের ১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে রাজ্যের শ্রমিকদের বকেয়া টাকা ফেরত দেওয়ার কাজ শুরু করতে চলেছে। ২৩ টি জেলার মোট ২৪ লক্ষ ৫০ হাজার জব কার্ড থাকা শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি মেটাতে প্রথম দফায় ২ হাজার ৬৫০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বেশি অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে বলে পঞ্চায়েত এবং গ্রাম উন্নয়ন দপ্তর সূত্র জানা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ৩৪৬ কোটি ১২ লক্ষ ৭৪ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার জন্য। এরপরে ২৮১ কটি ১৩ লক্ষ ৯ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর এবং উত্তর ২৪ পরগনা জেলার জন্য বরাদ্দ টাকার পরিমাণ ১২৬ কোটি টাকা। আগামী পয়লা মার্চ পর্যন্ত শ্রমিকদের বকেয়া মজুরি কয়েকটি ধাপে সরাসরি তাদের ব্যাঙ্ক একাউন্টে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। তার আগেই সকলের থেকে ব্যাঙ্কের বিস্তারিত নিয়ে নিয়েছে সরকার। কোনও শ্রমিক যাতে টাকা না পেয়ে থাকেন তা দেখবে সরকার।

সন্দেশখালিতে দুই মন্ত্রী শুনলেন মানুষের অভাব-অভিযোগের কথা

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবারের পর রবিবারও সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন রাজ্যের দুই

মন্ত্রী। রবিবার সন্দেশখালির মানুষের অভাব ও অভিযোগের কথা শোনেন মন্ত্রী সুজিত বসু ও পার্থ ভৌমিক। সুজিত বলেছেন, আমরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে কথা বলছি, এবং আমরা তাঁদের সমস্যাগুলি লিখিতভাবে নিয়েছি। দ্রুত সমাধানের আশ্বাসও দিয়েছি। মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক বলেছেন, আমি জনগণের সঙ্গে কথা বলছি এবং তাঁদের অভিযোগ শুনছি। তাঁদের সমস্যার সমাধান করা আমাদের দায়িত্ব। প্রসঙ্গত, বিগত বেশ কিছু দিন অশান্ত সন্দেশখালি। শেখ শাহজাহান ও তার দলবলের বিরুদ্ধে উঠছে একের পর এক অভিযোগ। শেখ শাহজাহান এখনও অধরা, এই পরিস্থিতিতে শনিবারের পর রবিবারও সন্দেশখালির বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখলেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী। সন্দেশখালি যাওয়ার পথে এবার তথ্যানুসন্ধানী টিমকেও আটকে দিল পুলিশ। রবিবার সকালে সন্দেশখালি যাচ্ছিলেন তথ্যানুসন্ধানী টিমের সদস্যরা। কিন্তু, ভোজেরহাটে তাঁদের আটকে দেওয়া হয়। পুলিশ ও প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিয়েছেন তথ্যানুসন্ধানী দলের সদস্যরা। ও পি ব্যাস বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গের সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে। তথ্যানুসন্ধানী কমিটির সদস্য ও পি ব্যাস বলেছেন, আমরা এখানে বাধ্য হয়েই আছি, কারণ তাঁরা (পুলিশ) আমাদের বেআইনিভাবে থামিয়েছে যা আমাদের অধিকারের বিরুদ্ধে। আমরা এটি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী, রাজ্যপাল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী-র কাছে অভিযোগ করব। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কাছেও। রাম নবমীর সময়, তারা একই কাজ করেছিল এবং আমাদের থামিয়েছিল, কারণ তারা কিছু লুকিয়েছিল... আমি বুঝতে পারছি না এই রাজ্য সরকার বিশ্বের সামনে কী ধরনের ছবি তুলে ধরতে চায়... সাংবিধানিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে রাজ্যে। দুর্ভাগ্যবশত, পুলিশ বেআইনি নির্দেশ পালন করছে এবং আইন হাতে তুলে নিচ্ছে। আমরা সন্দেশখালির আক্রান্তদের সাথে দেখা করতে চাই। তথ্যানুসন্ধানী টিমের অপর এক সদস্য চারু ওয়ালি খান্না বলেছেন, পুলিশের জবাব দেওয়া উচিত কেন তারা আমাদের আটকে রাখার চেষ্টা করছে?... যেভাবে নারীদের ওপর নৃশংসতা করা হয়েছে, আমি ভাবছি পুলিশ কী করত? আমাদের থামানোর কোনও কারণ উল্লেখ না করে, তারা শুধু তাই করছে যা করতে বলা হয়েছে।

কংগ্রেস ক্ষমতা ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র বাজেট লুট করতে ঃ প্রধানমন্ত্রী

দ্বারকা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তাঁর কথায়, কংগ্রেস ক্ষমতা ব্যবহার করেছে শুধুমাত্র বাজেট লুট করতে, নিজেদের কেলেঙ্কারি লুকানোর জন্য। রবিবার গুজরাটের দ্বারকায় বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমি যখন নিউ ইন্ডিয়া তৈরির গ্যারান্টি দিয়েছিলাম, বিরোধীরা তা নিয়ে উপহাস করেছিল। এখন সবাই চোখের সামনে নতুন ভারত গঠন দেখছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, যারা দীর্ঘদিন দেশ শাসন করেছেন তাদের ইচ্ছাশক্তি ছিল না। সাধারণ মানুষকে সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যকে হেয় করা হয়েছে। কংগ্রেসের সমস্ত ক্ষমতা শুধুমাত্র একটি পরিবারকে সমৃদ্ধ করার জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল। দেশের জন্য কিছু করার কথা তারা কীভাবে মনে রাখবে? তাদের সমস্ত ক্ষমতা ব্যবহার করা হয়েছিল কীভাবে সরকারকে ৫ বছর স্থায়ী করা যায়, কীভাবে কেলেঙ্কারিগুলি আড়াল করা যায়। কংগ্রেস ২জি কেলেঙ্কারি, কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারি, হেলিকপ্টার এবং সাবমেরিন কেলেঙ্কারি করেছে... কংগ্রেস দেশের প্রতিটি প্রয়োজনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মাদকের ঝুঁকি নিয়ে সতর্ক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, মাদক এমনই এক বিপদ, যা নিয়ন্ত্রণ না করলে জীবন ধ্বংস করে দেয়। রবিবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিশ্ব গায়ত্রী পরিবারের উদ্যোগে আয়োজিত অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠানে অংশ নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভারতের নারী শক্তি প্রতিটি ক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন উচ্চতা স্পর্শ করছে। রবিবার ১১০-তম মন-কি-বাত অনুষ্ঠানে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কয়েকদিন পরই ৮ মার্চ, আমরা নারী দিবস উদযাপন করব। এই বিশেষ দিনটি দেশের উন্নয়ন যাত্রায় নারী শক্তির অবদানকে অভিনন্দন জানানোর একটি সুযোগ। মহান কবি ভারথিয়ার জি বলেছেন, পৃথিবী তখনই সমৃদ্ধ হবে যখন নারীরা সমান সুযোগ পাবে।’ প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কয়েক বছর আগে কে ভেবেছিল আমাদের দেশে গ্রামে বসবাসকারী মহিলারাও ড্রোন ওড়াবেন। কিন্তু এখন তা সম্ভব হচ্ছে। এখন প্রতিটি গ্রামে ড্রোন দিদি নিয়ে এত আলোচনা, ’নমো ড্রোন দিদি, নমো ড্রোন দিদি’ সবার মুখে মুখে।

মোদীজির ১০ বছর উন্নয়ন, দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল ঃ শাহ

খাজুরাহো, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ১০ বছর ভারতের উন্নয়ন, দরিদ্রদের কল্যাণের জন্য নিবেদিত ছিল। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রটি অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, ভারতকে সুরক্ষিত রাখতে, সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করতে ছিল মোদীজির ১০ বছর। অমিত শাহ বলেছেন, আমরা লোকসভা এবং বিধানসভায় মহিলাদের ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দিয়ে মহিলাদের সম্মান প্রদান করেছি। মোদীজির ১০ বছরে অনেক উন্নযন কাজ হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রবিবার মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহিতে ’বুথ সমিতি সম্মেলনে’ বক্তব্য রাখেন।

তিনি বলেছেন, বিজয়ের অঙ্গীকার নিয়েই এই সম্মেলন। এটি নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে ১৮-তম লোকসভায় ৪০০টিরও বেশি আসন নিয়ে বিজয়ের অঙ্গীকার। বিগত ১০ বছরে মোদী সরকার কী কী প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছে, তা তুলে ধরেন অমিত শাহ। তিনি বলেছেন, মোদীজির ১০ বছরে আমরা আমাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি...আমরা অযোধ্যায় রাম মন্দির নির্মাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা তা পূরণ করেছি। আমরা বলেছিলাম জম্মু ও কাশ্মীর থেকে ৩৭০ ধারা সরানো হবে...আমরা তা সম্পন্ন করেছি। আমরা সেনা কর্মীদের ’এক পদ, এক পেনশন’ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম ... আমরা তা পূরণ করেছি। আমরা তিন তালাক থেকে মুসলিম মহিলাদের মুক্তি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম, আমরা একটি আইন এনে তা পূরণ করেছি। একইভাবে, আমরা প্রতিটি বাড়িতে জল সরবরাহ, দরিদ্রদের আবাসন প্রদান, ধোঁয়া থেকে নারীদের মুক্তির মতো সমস্ত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছি। ভবিষ্যতেও তাই করব। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে সরকার দেশের সাধারণ মানুষের জন্য যা যা প্রয়োজন তাই করতে প্রস্তুত। যাতে দেশের মানুষের কোনও রকম অসুবিধা না হয়। সরকার সব সময়েই তাদের পাশে রয়েছে বলে তিনি জানিয়ে দেন।

১৯ এপ্রিল গোটা দেশে একদফায় লোকসভা ভোট,ফল ঘোষণা ২২ মে, মুখ খুলল কমিশন

২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ১৯ এপ্রিল গোটা দেশে একদফায় লোকসভা ভোট। ফল ঘোষণা হবে ২২ মে। সোশাল মিডিয়ায় সম্প্রতি এমনই এক তথ্য ভাইরাল হয়েছে। সরাসরি নির্বাচন কমিশনের টুইটের স্ক্রিনশট নিয়ে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করা হচ্ছে মেসেজ। নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ওই নির্বাচনী নির্ঘণ্ট সম্পূর্ণ ভুয়ো।

কী ছিল ওই ভুয়ো মেসেজে। ওই মেসেজে দাবি করা হয়েছে, আগামী ১২ মার্চ ভোট ঘোষণা হবে। ২৮ তারিখ মনোনয়নের শেষদিন। ১৯ এপ্রিল গোটা দেশে একদফায় হবে ভোট। ২২ মে ফলপ্রকাশ। ওই বার্তা পাওয়ার পর অনেকেই অবাক হন। প্রশ্ন উঠতে থাকে গোটা দেশে একদফায় ভোট হবে কীভাবে? কিন্তু নির্বাচন কমিশন জানিয়ে দিল, ওই বিজ্ঞপ্তি ভুয়ো। এভাবে সোশাল

মিডিয়ায় বা বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ভোট ঘোষণা করা হয় না। ভোট ঘোষণা করা হয় সাংবাদিক বৈঠকে। লোকসভা নির্বাচনের ক্ষেত্রেও সঠিক সময়ে সেটা করা হবে। এই ভুয়ো বিজ্ঞপ্তি দেখে চিন্তার কোনও কারণ নেই। ১৩ মার্চ বা তার আশপাশের যে কোনও দিনই লোকসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করতে পারে নির্বাচন কমিশন। সেই মতো রাজ্যে রাজ্যে ইতিমধ্যেই ঘোরা শুরু করেছে নির্বাচন কমিশনের টিম। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি রাজ্য ঘোরা হয়েছে। আগামী ৪ মার্চ ভোট প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে এ রাজ্যে আসছে নির্বাচন কমিশনের ফুলবেঞ্চ। ইতিমধ্যেই সরকারি আমলাদের বদলির ক্ষেত্রে আরও কড়া হওয়ার কথা জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের বিজ্ঞপ্তিতে। সমস্ত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রতি কমিশনের নির্দেশ, যেন কোনওভাবেই কোনও আমলাকে এক জেলা থেকে বদলি করে এমন অন্য কোনও জেলায় পাঠানো যাবে না, যা একই সংসদীয় কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে।

‘আমি ভোটের আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়েছিলাম’,অধীর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ সামনেই লোকসভা নির্বাচন। ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণার আগেই রাজ্যে আসছে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী! এনিয়ে বিজেপির ‘সুর শোনা গেল প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর চৌধুরীর গলায়। বললেন, ভোট শুরুর অনেক আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হোক, আমিই প্রস্তাব দিয়েছিলাম কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনকে। বাংলার মানুষ পুলিশকে বিশ্বাস করে না। জানে, পুলিশ তৃণমূলের কথা অনুযায়ী উঠবে সববে। জোটের আবহে বহরমপুরের সাংসদের তৃণমূলকে খোঁচা দেওয়া এহেন মন্তব্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, ভোট ঘোষণার আগেই এরাজ্যে পৌঁছচ্ছে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। এর মধ্যে প্রথম দফায় ১০০ কোম্পানি বাহিনী আসছে আগামী ১ মার্চ। বাকি ৫০ কোম্পানি পৌঁছবে মার্চ মাসের ৭ তারিখ। আগামী ৩ মার্চ নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসছেন। তার আগেই ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী রাজ্যে চলে আসা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। এর মধ্যেই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করলেন অধীর। সাংবাদিকদের তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচনের দুদিন আগে কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠিয়ে কোনও লাভ হয় না। মানুষের মধ্যে সাহস তৈরি করা সম্ভব হয় না। অধীরের খোঁচা, রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ। এখানকার মানুষ পুলিশকে বিশ্বাস করে না। জানে পুলিশ তৃণমূলের কথা উঠবে বসবে। তাই কেন্দ্রীয় বাহিনী দরকার।

বলে রাখা প্রয়োজন, বঙ্গ বিজেপি বার বার নির্বাচনে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে বিপুল কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবি জানিয়ে এসেছে।

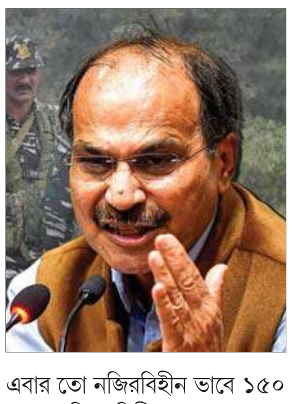

এবার তো নজিরবিহীন ভাবে ১৫০ কোম্পানি বাহিনী আসছে রাজ্যে। তাও ভোট ঘোষণারও আগে। এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করে বসলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি। যা দেখে রাজনৈতিক মহল বলছে, বঙ্গ বিজেপি এবং বাংলার কংগ্রেস নেতা একই সুরে কথা বলছেন। যা নিয়েও আগেও সরব হয়েছে তৃণমূল। তাঁদের দাবি, অধীরের এহেন ‘বিজেপি প্রীতি’ ও তৃণমূলকে বার বার ‘আক্রমণই বাংলায় ইন্ডিয়া জোটের পথে অন্যতম কাঁটা! ফলে এদিন মন্তব্যের পর প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে, রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের সঙ্গে জোট করতে মরিয়া কংগ্রেসের হাই কমান্ড, সেখানে হাত শিবিরের প্রদেশ সভাপতি এই ‘আক্রমণ কতটা গ্রহণ যোগ্য? বিরোধিরা অবশ্য এই নিয়ে সরসারি কিছু বলে নি। বা বলছে না। তবে বিশেষ সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, অধীর চৌধুরীর এই মনোভাবই তার দলকে অনেকটা পিছিয়ে দিচ্ছে বলে তারা মনে করছে।আগামী দিনে কংগ্রেস এই রাজ্যে মাথা তুলে থাকতে পারবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই প্রশ্ন তুলছে। কংগ্রেসের ঘর ভাঙ্গার কাহিনী বা অন্য অনেক কিছুই রয়েছে যা অধিরবাবুরা ভুলতে পারেন নি। তাই তৃণমূলের সঙ্গে জোট করার কথার হওয়ার প্রথমেই তারা না বলে ছিলেন। এখন হাইকমান্ড যদি জোট করার কথা বলে তারা কি করতে পারেন। তাও অধীর বাবু নিজেদের জায়গায় ঠিক থাকার জন্য সরকার নির্বাচনে আদাসামরিক বাহিনীর কথা তুলেছিলেন। তবে এই রাজ্যের সিপিএমও মুখ বাড়িয়ে রয়েছে কংগ্রেসের সঙ্গে জোট বেঁধে নির্বাচনে লড়াই করতে। ইন্ডিয়া জোটে অবশ্য তারা পা বাড়িয়েই রয়েছে। তবে রাজ্যের সিপিএম তৃণমূলের সঙ্গে লড়াই-ই করবে বলে মনে করা হচ্ছে। দেখা যাক ভবিষ্যৎ কি বলে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ৮৭ সংখ্যা, সোমবার, ১৩ ফাল্গুন, ১৪৩০

যুদ্ধ ও মানবতাবাদ

হামাস এবং ইজরায়েলের সঙ্গে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছে তার সাময়িক বিরতির প্রয়োজন রয়েছে বলে মনে করতে শুরু করে দিয়েছেই বিশ্বের সব রাষ্ট্রগুলিা। এদিকে ভারত রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে রাজি। তবে রাশিয়া এবং ইউক্রেনকে যুদ্ধ বন্ধ করার মানসিকতা স্থির করতে হবে। আচকে পড়া বিদেশি নাগরিকদের মিশরে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে। তার জন্য রাফা সীমান্ত খোলা হয়েছিল। সেখান দিয়ে বহু ভিন দেশের নাগরিকেরা গাজা ত্যাগ করে মিশরে প্রবেশ করলেও এখনও পর্যন্ত বহু লোক আটকে পড়ে রয়েছে। তারা এখনও পর্যন্ত মিশরে প্রবেশ করতে পারেনি। চার সপ্তাহ ধরে অপেক্ষা করেছে অন্য দেশের নাগরিকেরা। এদিকে সাধারণ প্যালেস্টাইনদের মৃত্যু মিছিল চলছে। মৃতের সংখ্যা প্রায় নয় হাজার অতিক্রম করে গিয়েছে। এদিকে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন বলেছেন যে মানবতার দিকে তাকিয়ে সাময়িক যুদ্ধ বিরতি খুবই প্রয়োজন। যারা হামাসের হাতে বন্দি হয়ে পড়ে রয়েছে এখন তাদেরকে উদ্ধার করতে হবে। পরে হোয়াইট হাউস থেকে বলা হয়েছে যে গাজার যুদ্ধ বন্দি বিশেষ করে আমেরিকা -ইজরায়েল পণবন্দিদের মুক্তির কথা ভেবেই এই কথা বলা হয়েছিল। তবে গাজা ভূখণ্ডে এখনও ইজরায়েল দখলে চলে গিয়েছে। হামাস গোষ্ঠী। মাটির নিচে প্রায় ৫০০ কিলোমিটার বিস্তৃত অজস্র সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে। এই সব সুড়ঙ্গগুলিকে ধ্বংস করে দিতে শুরু করেছে ইজরায়েল বাহিনী। কিন্তু হামাস সুড়ঙ্গ তৈরি করেছে ইসরায়েল সেনাদের সঙ্গে লড়াই করার জন্য। হামাস বাহিনীর সঙ্গে মিলিতল হয়ে প্যালেস্টাইন ইসলামিক জিহাদ বাহিনী চোরা আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছে। তাদের সঙ্গে মোকাবিলা করছে ইজরায়েল বাহিনী। আকাশ পথ ধরে আক্রমণ করতে শুরু করেছে ইজরায়েল। হামাসের গুপ্ত ট্যানেলগুলোর মুখ বন্ধ করে দিতে ইজরায়েল পঞ্জ বোমা ব্যবহার করতে শুরু করেছে। নামানো হয়েছে শক্তিশালী ড্রোন। সামরিক শিক্ষায় শিক্ষিত কুকুর সেনারা এই সব সুড়ঙ্গে প্রবেশ করে হামাসদের ওপরে আক্রমণ করতে শুরু করেছে। রোবট সেনা প্রবেশ করছে সুড়ঙ্গের ভিতরে। কুকুরগুলি উদ্ধার কার্যে খুবই পারদর্শী। সংবাদ সূত্র থেকে জানতে পারা গিয়েছে বহু বন্দি ইজরায়েলিদের উদ্ধার করেছে শিক্ষিত কুকুর বাহিনী। এদিকে রাশিয়া ইজরায়েল এবং হামাস নিয়ে কোনও কথা বলতে চাইছে না। তারা চুপ করে রয়েছে। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট হামাস এবং ইজরায়েল যুদ্ধ চান না বলেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই ইউক্রেন যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। চিনও ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে চাইছে না। তারা এখন ঘর সামলাতে ব্যস্ত। চিনের প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং ইজরায়েল হামাস যুদ্ধ নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি চুপ করে রয়েছেন। তবে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন চিন সফরকালে ইজরায়েল হামাস নিয়ে কী ধরনের আলোচনা হয়েছিল তা প্রকাশ্যে আসেনি। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন এ ব্যাপারে কোনও সাংবাদিক বৈঠক করেননি। তিনিও ইজরায়েল যুদ্ধ প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছেন। এদিকে ভারত সন্ত্রাসবাদী ব্যাপারে ইজরায়েলের পক্ষে এবং প্যালেস্টাইনের সাধারণ নাগরিকদের জন্য মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে। তাতে ইজরায়েল কোনও ভারতের ওপরে ক্ষোভ প্রকাশ করেনি। যদিও গাজায় ইজরায়েল খাদ্য, জ্বালানি এবং বিদ্যুৎ বন্ধ করে দিয়েছে। তার মধ্যে দিয়েই ভারত মানবিক সাহায্য পাঠিয়েছে। পশ্চিম এশিয়ারে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এদিকে ভারতের পাশের দেশ আফগানিস্তানে তালিবান জঙ্গিরা সরকার পরিচালনা করছে। তারা এখন বলতে শুরু করে দিয়েছে যে আগামি দিনে তালিবান জঙ্গিরা অস্ত্র ত্যাগ করে আফগান সরকার পরিচালনা করবে। তালিবানদের সরকার গড়তে সহযোগিতা করেছিল পাকিস্তান। সেনা এবং যুদ্ধ বিমান দিয়ে পাকিস্তান আফগান গণতান্ত্রিক সরকারের পতন ঘটিয়ে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা করে। সে ব্যাপারে আমেরিকার সায় ছিল। দোহাকে আমেরিকার সঙ্গে তালিবানদের চুক্তি হয়। এবারে ইজরায়েল সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে গাজা ভূখণ্ড হামাস সরকার রাখা হবে না। সেখানে নতুন সরকার গঠন করতে হবে। সেই সরকার তৈরি করবেব ইজরায়েল।

কাশ্মীরে নির্বাচন হবে

কাশ্মীর উপত্যকায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই তবেই কাশ্মীরে সরকার প্রতিষ্ঠা করার কথা ভাববে কেন্দ্র। এদিকে বিরোধী দলের নেতারা কাশ্মীরের ভোট নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ব্যতিব্যস্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। বিজেপি সরকার থেকে পরিস্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে যে কাশ্মীরের পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে ভোট করা হবে না। কাশ্মীরের পণ্ডিতদের বসবাস নিরাপদ করতে হবে। সব কাশ্মীরীদের শান্তিতে বসবাস করার দিকটার কতা ভাবতে শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এদিকে চিন যেভাবে তাদের স্বার্থকে রক্ষা করতে নির্লজ্জের মতো পাকিস্তানকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে ভারত তথা বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্র অবাক হয়ে গিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে আমেরিকার আফগানিস্তানে ছিল। সেখানকার কোনও জমি অধিগ্রহণ করেনি আমেরিকা। বরং উল্টে আমেরিকা থেকে খাদ্য গিয়েছে। অর্থ গিয়েছে। আর চিন শুধু অন্য রাষ্ট্রে প্রবেশ করে সেখানকার জমি দখল করতে শুরু করেছে। চিন্নের কাজই হচ্ছে অন্য রাষ্ট্রে প্রবশ করে সেখনাকার জমি দখল করে বসে থাকা। আমেরিকার সেনার আফগানকে সুরক্ষিত রাখতে শুরু করে দিয়েছিল। আমেরিকাকর সেনাকার আর যখন আফগানে খাতার ইচ্ছা প্রকাশ করছে না তখন আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করে নিয়েছে। গণি সরকার বা কারজাই সরকার কোনও ভালো কাজ করতে পারেনি। তবে তারা নারী শিক্ষার ওপরে জোর দিয়েছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন যে ৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। সব ধর্মের সেরা ধর্ম হচ্ছে সেবা। মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে হবে। মানবজাতিকে রক্ষা করতে হবে। দেশকে রক্ষা করার ব্রত গ্রহণ করতে হবে। দেশকে রক্ষা করতে পারলে তবেই নিজেকে রক্ষা করা সম্ভব। শুধু শুধু বেদ পড়ে কিছু হবে না। মনটাকে বেদের মতো করতে হবে। তবেই বেদ পড়ে কিছু গ্রহণ করতে পারবি। শুধু ধর্ম করলে চলবে না।

সাধক বামাক্ষ্যাপা

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, জীবনটা যদি শুদ্ধ না হল তাহলে পুজোপাঠ করে কী লাভ। মায়ের শক্তিকে ধারন করতে হবে। জাগরিত করতে হবে মন শক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনকে শুদ্ধি করতে হবে। পাপ থেকে মনটাকে দূর করতে হবে। জাগাতে হবে মনের মধ্যে থাকা সৎ শক্তিকে। জাগরিত করতে হবে মানবশক্তি। শুধু নিজেকেই শক্তিধারক বা বাহক করলে চলবে না। সবাইকে শক্তিশালী করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। সবাইকে সুদ্ধাচারে থাকতে হবে। না হলে দেশটা একেবারে পঙ্কিল হয়ে যাবে। শুভ্রতার প্রতীক হতে হবে। জ্ঞান অর্জন করতে হবে। শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। সৎ শিক্ষা গ্রহণ করলে তার একটি মূল্য আছে। জীবন কোনও সময়ে কঠিন হয়ে উঠবে না যদি সেবা ধর্ম পালন করা যায়। সেবাই হচ্ছে পরম ধর্ম। তার মতো আর কোনও ধর্ম নেই। তারাপীঠের মা কালী সকলের জীবনকে রক্ষা করে থাকেন। তিনি কারোর জীবন নষ্ট করতে দেন না।

‘মেঘনাদ বধ’ কাব্যের কঠিন সমালোচনার পরেও বিশ্বকবির আত্মসমর্পণ মাইকেল মধুসূদনের কাছে

রবীন্দ্র কুমার শীল
(পূর্ব প্রকাশের পর)

মাইকেল ফ্রান্সের ভার্সাই শহরে উপস্থিত। সালটা হচ্ছে ১৮৬৫। সেই সালে তিনি ২৬ জানুয়ারিতে তাঁর প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাককে লিখছেন একটি চিঠি। সেই চিঠিতে বাংলা ভাষা সম্পর্কে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। তিনি সেখানে একটি স্থানে লিখেছেন, “ বিশ্বাস কর বন্ধু ! আমাদের বাংলা ভাষা সত্যিই সুন্দর ভাষা, এক একটু রুচিসম্মত করার জন্য প্রতিভাবান মানুষের প্রয়োজন। বলতে গেলে আমাদের ভেতর অনেকেই মাতৃভাষায় অনভিজ্ঞ, তারা শুধুমাত্র এ ভাষাকে ঘৃনা করতে জানে। এটা আমাদের শৈশবের ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার ফলে ঘটেছে। তারা যে ভুল করেছে, তা তারা বোঝেনি। আমাদের ভাষা একটা মহান ভাষা, এমনকী মহৎ ভাষার ভেতরে যে সকল উপাদান থাকা দরকার, তা এর ভেতর রয়েছে। ..আমি খুশি হতাম , যদি আমি আমাদের ভাষার চর্চায় নিজেকে পূর্ণভাবে উৎসর্গ করতে পারতাম।” যে মাইকেল ইংরেজি ভাষার প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন তিনি যখন প্রায় নিজেকে প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন একজন পাশ্চাত্য ধর্মী কবি হিসাব নিজেকে সকলের কাছে পরিচিতি হবেন তখনই তাঁক মত একেবারে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। বিদেশের মাটিতে বসে তিনি অনুভব করতে পেরেছিলেন বাংলা পূর্ণ মণি জলে। বিদ্যাসাগরের প্রভাব মাইকেলের ওপরে পেশ প্রগাঢ় ভাবে পড়েছিল তা এক কথা বলা যেতে পারে। তিনি বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে যেমন সমর্থন করেছেন পাশাপাশি তিনি নারী শিক্ষার ওপরে বেশি করে জোর দিয়ে বিদ্যাসাগরকে আরও উৎসাহিত করেছেন। ১৮৩৭ সাল থেকে ১৮৪৩ সাল পর্যন্ত মাইকেল হিন্দু কলেজে পড়াশুনা করেছেন। এই কলেজে পড়াশুনা করার সময়ে তাঁর প্রতিভার পরিচয় সকলে লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৪২ সালে হিন্দু কলেজে নারী শিক্ষা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ প্রতিযোগিতার আলোচনা করা হয়েছিল। নারী শিক্ষা নিয়ে মাইকেলের চিন্তা ভাবনা কতখানি গভীর ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিল ছাত্রাবস্থায় লেখা এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে পরিস্ফুটিত হয়েছে। এই প্রবন্ধটি স্বর্ণপদক লাভ করেছিল। তিনি একটি স্থানে লিখেছেন, “নারীদের মধ্যে শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন, যা একটি জাতিকে সভ্য ও পরিশুদ্ধির দিকে নিয়ে যাবে, কারণ নারীরাই ভবিষ্যৎ দার্শনিক ও কবিদের অনুভবের বীজ রোপন করবেন। একজন পুরুষের সুখ একজনআলোকিত নারীসঙ্গীর মাধ্যমেই পূর্ণতা পায়। এমন নিবিড় সান্নিধ্য একজন নীরস ব্যক্তিকেও কবিত্বময় করে তোলে।” বিদ্যাসাগর নারী শিক্ষা ব্যাপারে অগ্রসর হওয়ার আগেই মাইকেলের মধ্যে বিদ্যাসাগরের মতো ভাবনা চিন্তা তৈরি হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজিতে মাইকেল লিখেছিলেন সেই প্রবন্ধটি-“On the importance of education Hindu Females, with reference to the improvement which may be expected to produce on the education of children, in their early years, and the happiness it would generally one is but a branch.” । বিপ্লবী অরবিন্দ ঋষি অরবিন্দে পরিণত হয়েছেন। যতদিন অরবিন্দ বিপ্লবী আন্দোলনে যুক্ত ছিলেন ততদিন কিন্তু তিনি কোনও সাাহিত্য চর্চার করার সুযোগ পাননি। তিনি তখন বিভোর ছিলেন ভারতের ইংরেজ শাসনের অবসান করতে। ১৯০৮ সালে শুরু হয়েছিল অরবিন্দের বিরুদ্ধে মামলা তা শেষ হয় ১৯০৯ সালে। তারপরে তিনি আর বাংলায় থাকেন। বাংলা ত্যাগ করে তিনি পণ্ডিচেরী চলে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি বাংলা তথা ইউরোপীয ও ভারতীয় সাহিত্য এবং ধর্ম নিয়ে করতে শুরু করেন। সেই সময়ে তিনি মাইকেলকে নিয়ে একটি কবিতা রচনা করেছিলেন। অরবিন্দ ভালো কবিতা লিখতে পারতেন। তিনি বহু ইংরেজি এবং বাংলা কবিতা রচনা করেছেন। তার মধ্যেই মাইকেলকে নিয়ে একটি কতিা রচনা করেন। সেই কবিতার যদি ইংরেজিতে লেখা তবুও এখানে তার শেষ কয়েকটি লাইন উল্লেখ করতে হচ্ছে -“No human hands such notes ambrosial moved; These accents are not of the imperfect earth; Rather the god was voiceful in their birth, The god himself of the enchanting flute, The god himself took up they pen and wrote.” কথিত রয়েছে যে মহাকবি কালিদাসকে দেবী সবস্বতী দেখা দিয়েছিলেন এবং তাঁকে মহাকবি হওয়ার আর্শীবাদ প্রদান করেন। আরও জানতে পারা গিয়েছে যে কালিদাস যখন কাব্য লিখতে শুরু করতেন তখন তাঁর ওপরে দেবী সবস্বতী স্বয়ং ভর করতেন। সেটাই অরবিন্দ অনুভব করতে পেরেছিলেন যে মহাকবি মাইকেলের ওপরে দেবী সরস্বতী নিশ্চয় ভর করতেন, না হলে এই রকম কবিতা নাটক সাহিত্য রচনা করা একেবারে অসম্ভব ছিল। মাইকেল

দেবী সরস্বতীর আর্শীবাদ নিয়ে জন্ম গ্রহণ করেছেন। সারা জীবন তিনি সারস্বত চর্চা করে গিয়েছেন। ট্র্যাজেডিময় জীবনের মধ্যে থেকেও তিনি যেসব কাবা নাটক রচনা করে গিয়েছিলেন তা তখন বাংলা সাহিত্যের একটি নতুন দিগন্ত রেখা তৈরি করে দিতে শুরু করেছিল। প্রাচীন সাহিত্য রীতিকে একেবারে ভেঙে চুরমার করে দিলেন। নতুন কাব্য রীতির প্রকাশ ঘটালেন। নাটক সংলাপে এবং পদ্ধতিতে পাশ্চাত্য প্রভাবকে বেশি করে প্রতিফলিত করলেন। বলা যেতে পারে বাংলা সাহিত্যে তিনি একটি বিশাল আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছিলেন যা নিয়ে আজও গবেষণা হয়ে চলেছে। ১৮৬১ সালে মাইকেল যখন ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য রচনা করলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ সেই বছরই জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বয়স যখন ১৬ বছর তখন তিনি ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য নিয়ে বিরূপ সমালোচনা করেছিলেন। ১২৮৪ সালে ‘ভারতী’ পত্রিকাতে প্রথম বর্ষের শ্রাবণ সংখ্যা থেকে শুরু করে ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত পাঁচটি সংখ্যায় সেগুলি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রতিটি সংখ্যায় মেঘনাদবধ কাব্যের এক একটি চরিত্র নিয়ে তিনি সমালোচনা করেছিলেন। যেমন শ্রাবণ সংখ্যায় রাবণ চরিত্র, ভাদ্র সংখ্যায় লক্ষ্মী চরিত্র, আশ্বিন সংখ্যায় ইন্দ্রজিৎ ও প্রমীলা চরিত্র, কার্তিক সংখ্যায় ইন্দ্র চরিত্র, পৌষ সংখ্যায় রাম চরিত্র এবং ফাল্গুন সংখ্যায় লক্ষ্মণ চরিত্র। তীব্র সমালোচনা করেছিলেন মেঘনাদবধ কাব্য নিয়ে। মার ১৬ বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন, “ মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়তো কবিত্ব আছে, কিন্তু কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায় কোনও অটল অচলকে আশ্রয় করিয়া সেই কবিত্বগুলি দাঁড়াইয়া আছে! যে-একটি মহান চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রজ্যের মধস্থলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়া উঠে, যাহার শুভ্র তুষারললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইত থাকে, যাহার অন্তর্গূড় আগ্নেয় আন্দোলনের সমস্ত মহাকাব্যে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাব্যে কোথায়? কতকগুলি ঘটনাকে সুসজ্জিত করিয়া ছন্দোবদ্ধে উপন্যাসে লেখাকে মহাকাব্য ক বলিবে?.. ” এরপরও রবীন্দ্রনাথ মাইকেলকে ছেড়ে দেননি। তীব্র ভাষায় তিনি মাইকেলের কলমের নিন্দা করেছেন। তিনি লিখেছেন,“ -মহৎ চরিত্র যদি-বা নূতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন তবে কবি কোন মহৎকল্পনার বশবর্তী হইয়া অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন?.. তিনি কোন প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষা ভীরু ও লক্ষ্ণণকে চোরের অপেক্ষা হীন করিতে পারিলেন। দেবতাদিগকে কাপুরুষের অধম ও রাক্ষসদিগকেই দেবতা হইতে উচ্চ করিলেন। এমনতর প্রকৃতিবহির্ভূত আচরণ অবলম্বন করিয়া কোনও কাব্য কি অধিকদিন বাঁচিতে পারে?..।” বিদ্যোৎসাহিনী সভা কর্তৃক যেখানে মাইকেলকে মহাকবি বলে আখ্যায়িত করছেন কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় সেখান রবীন্দ্রনাথ মাইকেলকে মহাকবি বলে গ্রহণ করতে নারাজ হচ্ছেন। তিনি মাইকেলকে প্রত্যাখান করতে শুরু করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, “ আমি মেঘনাদবধের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ লইয়া সমালোচনা করিলাম না- আমি তাহার মূল লইয়া তাহার প্রাণের আধার লইয়া সমালোটনা করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকাব্যই নয়। ষোল বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ যে ধরনের ক্ষুরধার সমালোচনা ঝড় বইয়ে দিয়েছিলেন ‘ভারতী’ পত্রিকাতে মাইকেলের মেঘনাদ বধ কাব্য নিয়ে সেই কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে অপরিণত বয়েসের লেখা এই বিরূপ সমালোচনা কারণ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়াছিলেন। তিনি তখন অপরাধ স্বীকার করে নিয়েছেন। তিনি লিখছেন, “ কাঁচা আমের রসটা অম্লরস- কাঁচা সমালোচনাও গালিলাগাজ। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ্ন হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অন্বেষণ করিতেছিলাম। এই দাম্ভিক সমালোচনাটা দিয়া আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরম্ভ করিলাম।” (জীবনস্মৃতি)। পরে রবীন্দ্রনাথ মেঘনাদবধ কাব্যের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তিনি লিখছেন, “ ..ইস্কুলের নব্বই জনের মধ্যে নয়জন যদি পাস করে তবে সেই নয়জনের মধ্যেই বাংলা সাহিত্যের সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। তখনকার অধিকাংশ বাঙালি পাঠককে উপহাস-পরিহাস করুক আর যাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠকাব্য।” তিনি আরও মাইকেলের হয়ে লিখলেন, “ মাইকেল তাঁর নবসৃষ্টির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠা দেননি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বলিলেন, প্রতিভা আপনসৃষ্ট নব নব রূপের পথে সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়।” স্বামী বিবেকানন্দ মাইকেল সম্পর্কে লিছেঠেন ১৯০১ সালে বেলুড় মঠে। শিষ্য শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে যে কথোপকথন হয়েছিল সেখানে এই কাব্য সম্পর্কে তাঁর মনোভাব উজ্জ্বলভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে। বিবেকাননন্দ লিখছেন, “ এই ‘মেঘনাদবধ কাব্য’- যা তোদের বাংলার ভাষার মুকুটমণি- তাকে অপদস্ত করতে কিনা ছুঁচোবধকাব্য লেখা হল। তা যচ পারিস লেখ না, তত কি? সেই মেগনাদবধ এখনও হিমাচলের মতো অচলভাবে দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার খুঁত ধরতেই যাঁরা ব্যস্ত ছিলেন. সে- সব ...(সমাসোটক) -এদের মতও লেখাগুলো কোথায় ভেসে গিয়েছে। মাইকেল নূতন ছন্দে, ওজস্বিনী ভাষায় যে কাব্য সিখে গেছেন, তা সাধারণে কি বুঝবে?.. সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, ..এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি অকা জয়দেহ গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল-নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙালী নহেন। জয়দে গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন। যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য্যা -গর্ব্বিত ইউরোপীয় আমাগিদরে জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি? - বাঙালীর ময্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্ম্মোপদেশকের মধ শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।”

মোদির বক্তব্য যে তিনি প্রধামন্ত্রী না থাকলেও বিজেপি’র দর্শন বজায় থাকবে

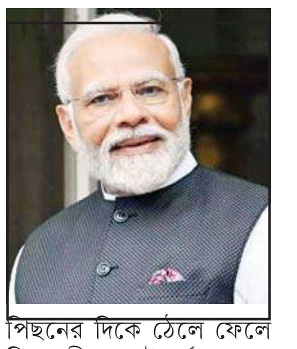

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, আগাম দিনে তিনি প্রধামন্ত্রী পদে থাকবেন কি থাকবেন না সেটা বড় কথা নয়। বিজেপি যে দর্শন বিশ্বাস করে তা দিয়ে মহান ভারত নির্মাণ করা চলতে থাকবে। বিজেপির রাজনৈতিক দর্শন-এর ব্যাখ্যাকে পরিস্কার করে দিলেনপ্রধাননন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বিজেপি দলের রাজনৈতিক দর্শনকে সকলের সমানে মেলে ধরলেন তিনি। তিনি পরিস্কার করে বলে দিলেন যে বিজেপি দলের প্রথম লক্ষ্যই হচ্ছে মহান ভারত গড়ে তোলা। তার জন্য আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে হবে। আত্মনির্ভর ভারত গড়ে তুলতে না পাড়লে মহান ভারত গড়ে তোলা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়বে। ‘এক দেশ এক পরিবার’ যা কিছুদিন আগে মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি তাঁর বকত্যেব বলেছিলেন সেই পরিকল্পনাকে গড়ে তোলার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিযেছে িবেজপি দলের নেতারা। তাঁরা পরিস্কার করে বলেছেন যে ভারতের উন্নতির অন্তরায় হচ্ছে বর্ণ বৈষম্য। এই বর্ণ বৈষম্যকে দূর করতে হবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং সূদ্র রাখা আর চলবে না। বারবার স্বামী বিবেকানন্দ ভারতের বর্ণ বৈষম্যের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। ভারতের বহু ধর্ম রয়েছে তাতে ভারতের উন্নতি বাধা হচ্ছে না। বর্ণ বৈষম্য ভারতকে ক্রমশ পিছনের দিকে ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। কীভাবে এই বর্ণ বৈষম্যকে দূর করা যেতে পারে তার দিকে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি এবং আরএসএস। উচ্চ বর্ণ আর নিম্ন বর্ণ বলে কোনও শব্দকে ব্যবহার করা একেবারে অনুচিত। দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে ভারতের রাজনীতিতে বিশেষ করে জাতীয় রাজনীতিতে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিদের প্রাধান্য বেশি ছিল। নিম্ন বর্ণের মানুষদের বা নেতাদের যোগ্যতাা থাকা সত্ত্বেও তাঁদেরকে মাথা তুলে দাঁড়াতে কেউই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি। আজও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে ভারতের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্র চলছে। সেই পরিবারতন্ত্রকে বারবার মোদি আঙ্গুল তুলে দেখানোর চেষ্টা করছেন। ভারত একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সেখানে কেন পরিবাবতন্ত্র থাকবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বা রাষ্ট্রপতি বা মুখ্যমেন্ত্রীর আসন তো রাজ সিংহাসন নয়। সেখানে তো প্রধানমন্ত্রী ছেলে প্রধানমন্ত্রী, রাষ্ট্রপতির সন্তান রাষ্ট্রপতি এবং মুখ্যমন্ত্রীর সন্তান মুখ্যমন্ত্রী হতে পারে না। বিশ্বের গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় সে পদ্ধতি নেই। ভারতের প্রধামন্ত্রী পদে একজন চা বিক্রেতার ছেলে প্রধানমন্ত্রী হবেন তা কেউই সহ্য করতে পারেনি। যখন মোদি প্রধানমন্ত্রী প্রার্থী হয়েছিলেন প্রথম তখন টিভিতে দেখানোা হয়েছিল যে মোদি চা বিক্রি করছে স্টেশনে স্টেশনে চায়ের কেটলি হাতে নিয়ে। দেশের জনগণকে সেই সময়ে বোঝানো হয়েছিল যে ভারতের প্রধামন্ত্রী পদে একজন চা বিক্রেতার ছেলেকে নির্বাচিত করে বসানো হচ্ছে। ভারতের প্রতিটি গণতান্ত্রিক নাগরিকদের অধিকার রয়েছে ভোট দেওয়ার এবং প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী এবং রাষ্ট্রপতিদের প্রার্থী হওয়ার। প্রধানমন্ত্রী মোদি সেই চিত্রটাকে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছেন। একেবারে নিচের তলা থেকে লোককে নিয়ে এসে রাষ্ট্রপতি করেছেন এবং প্রয়োজন হলে আগামি লোকসভার নির্বাচনে বেশি করে অবহেলিত এবং আর্থিক দিক দিয়ে দুর্বল জাতির ব্যক্তিদের লোকসভার প্রার্থী করা হবে যাতে তারা সংসদের মধ্যে থেকে তারা তাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের ৭৭ বছর পরে স্বাধীন ভারতের প্রচলিত শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে একটি বিশাল ধরনের পরিবর্তন নিয়ে আসার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে বিজপি দল। সঙ্গে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ। বিজেপি একটি মাত্র দল যারা স্বগর্বে বলে থাকে ‘ভারত মাতা কি জয়’। আর কি কোনও রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখ দিয়ে ভবারত মাতার জয় বলে স্লোগান শুনতে পাওযা যায়। বহু রাজনৈতিক দলের নেতারা ব্যস্ত নিজেদের পরিবারের সদস্যদের ক্ষমতায় বসানোর। বিজেপি দলও একমাত্র পরিবারতন্ত্রের. বিরদ্ধে কথা বলছে। ভারতকে আর্থিক দিক দিয়ে শক্তিশালী করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে বিজেপি দল। তবে বিজপি দল যে সব সময়ে সরকারে থাকতে তা বলা যায় না। আজকে বিজেপি দল সরকারে রয়েছে। কালকে বিজেপি দল বিরোধী আসনে বসতে পারে। তাতে বিজেপি দলের নেতাদের কোনও আক্ষেপ নেই। বিজেপি দল বহু বছর বিরোধী দলের আসনে বসেছিল। তারপরে বিজেপি দল এখন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। আবার লোকসভার ভোটে যদি বিজেপি হেরে যায় তাহলে বিরেধী আসনে গিয়ে বসবে। তবে বিজেপি দল যেসব কর্মসূচি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরে লড়াই করে চলেছিল তা অব্যাহত থাকবে। বিজপি দলের নিজস্ব গাইড লাইন রয়েছে। সেই পথ ধরে এগিয়ে চলবে। কোনও রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত নিয়ে বিজেপি দল চলেনি আর কোনও দিন চলবে না। বিজেপি দল এখন ২০৪৭ সালের ভারত নির্মাণ পরিকল্পনা তৈরি করেছে। মোদি প্রধানমন্ত্রী পদে না থাহলেও বিজেপি দল সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে পিছু পা হবে না।

হেরিটেজ ঃ সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়-২০০

সংস্কৃত কলেজে তৈরি হয়ে পড়াশুনা শুরু হয়ে গিয়েছিল ১ জানুয়ারি ১৯২৪ সালে। কিন্তু কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয় ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৮২৪ সালে। ১৯২৪ সালে শতবর্ষ, ১৯৭৫ সালে ১৫০ বছর এবং ১৯৯৯ সালে ১৭৫ বছর পূর্তি দিবস উদযাপন করেছিল। ২০১৫ সালে সংস্কৃত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এই সংস্কৃত কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন ই.বি. কোওয়েল। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগল এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, সিক্ষক এবং অধ্যক্ষ হয়েছিলেন। প্রসন্ন কুমার সর্বাধিকারি, হমেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, নীলমণি মুখোপাধ্যায়, হরপ্রদাস শাস্ত্রী, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, গৌরীনাথ শাস্ত্রী এই সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন। এছাড়াও মদনমোহন তর্কালঙ্কার, শিবনাথ শাস্ত্রী, অবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিমলকৃষ্ণ

মতিলাল, ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সহ আরও অনেকে এই কলেজের বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন। কলাকাত মেডিকেল কলেজের ক্লাসও এখানে শুরু হয়েছিল। প্রথম শবব্যবচ্ছেদের ছাত্র মধুসূদন গুপ্ত এই কলেজের বৈদ্য বিভাগের ছাত্র ছিলেন। এই বছর সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় ২০০ বছরে পদার্পণ করলো। দ্বিশতবর্ষের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপাল ও উিচ্চ শিক্ষামন্ত্রী।

সুর ও সঙ্গীতের দিকপাল জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ স্মরণে

কৌশিক দাস

সবেতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু ফুটবলের কারণে শেষমেশ সঙ্গীতের কাছেই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তবলা, পাখোয়াজ, ঢোল, খোল থেকে হারমোনিয়ম, পিয়ানো, বেহালা, অর্গ্যান, গিটার, ক্ল্যারিওনেট বাজানোয় সাবলীল সেই মানুষটি এ দেশের সঙ্গীতজগতের অন্যতম নক্ষত্র। সঙ্গীত সৃষ্টির পাশাপাশি সঙ্গীতের শিক্ষক হিসেবেও

তিনি বরেণ্য। তিনি ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের অন্যতম সাধক, অসংখ্য গীত ও সুর -এর স্রষ্টা পণ্ডিত জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ (জন্মঃ- ৯ মে, ১৯১৩ - মৃত্যুঃ- ১৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৭) (সংসদ বাঙালি চরিতাভিধান অনুযায়ী)। তানসেন সমারোহে সে বার কলকাতায় সঙ্গীত পরিবেশন করতে এসেছেন বড়ে গোলাম আলি খান। উদ্যোক্তাদের কাছে তিনি এক জনের সঙ্গে আলাপ করার অনুরোধ জানালেন। তাঁর নাম জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ। বহু গুণিজনের কাছে তিনি জ্ঞানবাবুর কথা শুনেছেন। উদ্যোক্তারা গোলাম সাহেবকে নিয়ে গেলেন জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের ডিক্সন লেনের বাড়িতে। দু’জনেরই একে অন্যকে ভাল লেগে গেল। সম্পর্কের সেই শুরু। তার পর বরাবর বড়ে গোলাম আলি নিজেই আসতেন জ্ঞানবাবুর বাড়িতে। একাধিক বার অনেক দিন ধরে থেকেছেন। বসত সারা দিনের আসর। চলত দেওয়া-নেওয়ার পালা, সঙ্গীতের আদানপ্রদান। শুধু ব।ে গোলাম আলি খান নন, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের বাড়িতে এমন দিকপাল সঙ্গীতজ্ঞের আসা-যাওয়া কিন্তু লেগেই থাকত। আমির খান, আলি আকবর, রবিশঙ্কর, বিলায়েত, হীরাবাঈ বরদেকার, রোশন কুমারী, শামতাপ্রসাদ, আল্লারাখা, বিসমিল্লা খান- তালিকা বেশ দীর্ঘ। সঙ্গীতই জীবনের ধ্রুবতারা ছিল জ্ঞান প্রকাশের।

এমএ পরীক্ষা দেওয়ার আগে হঠাৎ এক দিন হকি খেলে বাড়ি ফেরার পথে ডান চোখে কেমন যেন ঝাপসা দেখলেন জ্ঞানপ্রকাশ। ডাক্তার দেখে জানালেন, রেটিনায় রক্তক্ষরণ। কিন্তু কেন? জানা গেল, কয়েক মাস আগে ফুটবল খেলার সময় হেড দিতে গিয়ে বিপক্ষের এক খেলোয়াড় জ্ঞানপ্রকাশের চোখে পা দিয়ে সজোরে আঘাত করেন। নানা পরীক্ষায় দেখা যায়, তার থেকেই চোখে রক্তক্ষরণ। শেষে ওই চোখের দৃষ্টিও চলে যায় তাঁর। কিছু দিনের মধ্যে বাঁ চোখ আক্রান্ত হয়। ফলে ২১ বছরের জ্ঞানপ্রকাশের আর এমএ পরীক্ষা দেওয়া হল না। বন্ধ হয়ে গেল খেলাধুলোও। পাশাপাশি ঘুরে গেল জীবনের মোড়ও। সঙ্গীতকেই জীবনের মোক্ষ করে নতুন ভাবে পথ চলা শুরু হল জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের।

জন্ম, ছেলেবেলা এবং পড়াশোনা এই শহরেই ।কলকাতার ৩৮ নম্বর ক্রিক রো-র বাড়িতে জন্মেছিলেন জ্ঞানপ্রকাশ। বাবা কিরণচন্দ্র ঘোষ, মা নলিনীদেবী। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে জ্ঞানপ্রকাশই ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তাঁর তিন দাদা জ্যোতিপ্রকাশ, ইন্দুপ্রকাশ এবং চারুপ্রকাশ আর দিদি শান্তিলতা। জ্ঞানপ্রকাশের ছেলেবেলার সমস্ত স্মৃতিই এই বাড়িটিকে ঘিরে। গানবাজনা, খেলাধুলো, অভিনয়, বাজি পোড়ানো সবেতেই ছিল ভীষণ উৎসাহ।

(ক্রমশ)

মন্মথপুরে অনুষ্ঠিত হলো ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রণব রথযাত্রা

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীম স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজের ১২৯তম শুভ আবির্ভাব তিথি ও মাঘীপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগণার কাকদ্বীপের রবীন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সাড়ম্বরে পালিত হল প্রণব রথযাত্রা মহোৎসব। ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের গ্রামীণ সেবাকেন্দ্র মন্মথপুর প্রণব মন্দিরের উদ্যোগে এই বিশেষ রথযাত্রা এবছর নবম বর্ষে পদার্পণ করে। রথযাত্রা ছিল বেশ দৃষ্টিনন্দন। বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ৮টি দেব-দেবীর জীবন্ত প্রতিরূপ, ২১টি হরিনামের দল, ২১ জন মহিলা ঢাকি, ৫০টি ব্রতচারী স্কুলের ছাত্রছাত্রী ও ৩১জন আদিবাসী মায়েদের নৃত্য, ব্যান্ড সহ অগণিত ভক্তদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রণব রথের মহারথী হিসাবে রাখা হয় আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী প্রণবানন্দজী মহারাজ ও সারথী স্বয়ং ভগবান শিবের মুর্তি। স্বামী প্রণবানন্দ মহারাজের ১২৯তম আবির্ভাব তিথি উপলক্ষে ১২৯টি ধূনাচি, ১২৯টি শঙ্খ ধ্বনি ও ১২৯টি মঙ্গল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে সঙ্ঘ সন্ন্যাসী ও গুণীজনের নেতৃত্বে মন্মথপুর হিন্দু মিলন মন্দির থেকে রবিবার সন্ধ্যায় প্রণব রথের যাত্রা শুরু হয়। তারপর ধীরে ধীরে বাঁশতলা কালনাগিনী নদীঘাট, মা মনসা মন্দির, মন্মথপুর প্রণবানন্দ বিদ্যামন্দির, বিজননগর শিতলা-বিশালাক্ষ্মী মন্দির হয়ে নানা ট্যাবলো দিয়ে সুসজ্জিত রথ গ্রামের মধ্যে দিয়ে সুদীর্ঘ পাঁচ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে। শান্তি ও কল্যাণের সংকল্পে এই রথ পরিক্রমায় স্থানীয় প্রশাসন সহ পথের দুইধারে শতশত উৎসাহিত মানুষের সমাগম ঘটে।

কাঁদছে সন্দেশখালি, কীর্তন করছে তৃণমূল

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ শনিবারের পর রবিবারেও নতুন করে তপ্ত হয়েছে সন্দেশখালির বেড়মজুর। প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে এসেছেন সাধারণ মানুষ। বিচারের দাবিতে উঠেছে রব। অন্যদিকে এদিনই আবার সন্দেশখালি যাওয়ার পথে দিল্লির ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের পথ আটকায় পুলিশ। তুমুল ধস্তাধস্তিও হয়। গ্রেফতারও করা হয় ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং টিমের সদস্যদের। এদিকে বেড়মজুরেই আবার অন্য মেজাজে দেখা গেল সেচমন্ত্রী পার্থ ভৌমিককে। কীতর্নের দলের সঙ্গে খোল কাঁধে হাসিমুখে নাচতে দেখা গেল তাঁকে। পার্থ বলছেন, ''মানুষের ক্ষোভ ক্রমশ প্রশমিত হচ্ছে। অন্যান্য অনেক বিষয়ে অভিযোগ আছে। কিন্তু, মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচারের যে অভিযোগ হাইলাইট করে দেখানো হচ্ছিল সেটা যে সর্বৈব মিথ্যা তা প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। জমি যদি কারও গিয়ে থাকে তাহলে তাঁরা ফেরত পাবেন।'' এদিকে আবার মন্ত্রীর কথা বলতেই ঝাঁটা হাতে গর্জে উঠলেন এক মহিলা। বললেন, ''এত অভিযোগ আছে যে বলে পুরোতে পারব না। এই ঝাঁটা দিয়েই সব আবর্জনা ঝেঁটিয়ে বিদায় করব। আমাদের বেলায় আইন, আর ওদের বেলায় কোনও আইন থাকে না। ও মা-বোনদের নিয়ে ইচ্ছামতো খেলা করে। আনন্দ

উপভোগ করে। কোনও মন্ত্রী আমাদের দরকার নেই। মন্ত্রী তো বলেছে কোনও ঝামেলা নেই। উনি কী ঘুমাচ্ছিলেন?'' প্রসঙ্গত, একদিন আগে সন্দেশখালিতে যেতে দেখা গিয়েছিল পার্থকে। সঙ্গে ছিলেন দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। বিকালে মহিলাদের অভিযোগ শুনতেও বসেন। সেখানেই মন্ত্রীদের পেয়ে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন গ্রামবাসীরা। শাহজাহানের বিরুদ্ধেও নিয়েও গর্জে ওঠেন। তখনই এক মহিলার এই প্রশ্নের রীতিমতো বিব্রত হয়ে 'বেফাঁস' মন্তব্য করে বসেন রাজ্যের সেচ মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক। এক মহিলার উদ্দেশে বলেন, শেখ শাহজাহানের নাম তাঁকে কেউ শিখিয়ে দিয়েছে। এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এবার সেই পার্থকেই হাসিমুখে নাচতে দেখা যাওয়ায় তা নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। অন্যদিকে বাড়তে থাকা আন্দোলন নিয়ে সুজিত বলছেন, ''যারা এসব করছে তারা তাদের স্বার্থ দেখছে। পলিটিক্সটা জিইয়ে রাখতে চাইছে। ওরা বুঝতে পারছে বেশিদিন এই আন্দোলন আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই প্রধানমন্ত্রী যতদিন না আসছেন ততদিন আন্দোলনটা জিইয়ে রাখতে চাইছে। কিছু মানুষকে কিছু লোক করাচ্ছে। কারা করছে আমরা বুঝতে পারছি। আমি বেড়মজুরে দাঁড়িয়ে সবটা দেখলাম।'' এ দিন কার্যত লাঠি-ঝাঁটা হাতে ফের রাস্তায় নামেন গ্রামের মহিলারা। আজ পুলিশ তাঁদের সামনে আসতেই কার্যত ক্ষোভ উগরে দেন। শেখ শাহজাহান, সিরাজ ডাক্তার, অজিত মাইতির গ্রেফতারির দাবি জানাতে থাকেন। পাশাপাশি সরব হন পুলিশি ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে। পুলিশ আধিকারিকরা তাঁদের শান্ত হতে বারবার অনুরোধ করেন। তাঁরা বলেন, ''আপনারা প্লিজ আমাদের কথা শুনুন। আইন নিজের হাতে তুলে নেবেন না।'' তবে সেই কথা কার্যত কানেই তোলেননি মহিলারা। প্রত্যেকের একটাই দাবি, অভিযুক্তদের শাস্তি দিতেই হবে। আজ সংবাদ মাধ্যমের সামনে এক মহিলা বলেন, ''শেখ শাহজাহান, সিরাজ ডাক্তার, অজিত মাইতির গ্রেফতারি চাই।'' অপরদিকে, আরও একজন রণচণ্ডী রূপ ধারণ করেন। বলেন, ''আমাদের চাই না ১০০০ টাকা। আমাদের স্বামীরা খেটে খাওয়াতে পারে। কেন পুলিশ আমাদের বাড়ির ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে?''

'শাহজাহানকে গ্রেফতারের ইচ্ছে নেই পুলিশের'

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সন্দেশখালীর ঘটনায় শেখ শাহাজানকে গ্রেফতার করার কোন ইচ্ছে নেই পুলিশের। আর করবেই বা কিভাবে যেখানে পুলিশ মন্ত্রী নিজে বিধানসভায় শেখ শাহাজানের হয়ে সাফাই করছেন সেখানে পুলিশ কিভাবে গ্রেফতার করবে। দিল্লি থেকে শিলিগুড়িতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে পৌঁছে এমনটাই মন্তব্য করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। এদিন তিনি আরো বলেন সন্দেশখালিতে শুধুমাত্র মহিলাদের ওপর অত্যাচার হয়েছে কিন্তু এই ধরনের সন্দেশখালি জেলায় জেলায় ছোট ছোট পকেটে তৈরি হয়েছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদেরকে ইজারা দিয়ে দিয়েছে করে খাওয়ার জন্য।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ায় ধৃত ৫

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়ার অভিযোগে ভালোবাসা মোড় থেকে পাঁচজনকে গ্রেফতার করল নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। রবিবার দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট নাগাদ ধৃতদের পাঠানো হল জলপাইগুড়ি আদালতে। জানাগেছে গতকাল রাতে ভালোবাসা মোড়ে ধৃতরা ডাকাতের উদ্দেশ্যে জড়ো হয় কিন্তু নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশের কাছে খবর থাকায় ঘটনাস্থলে পৌঁছে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পাশাপাশি বাজেয়াপ্ত করা হয় একটি মারুতি গাড়ি। পুলিশ সূত্রে জানাগেছে ধৃতরা হল, সাকিবুল রহমান, মহম্মদ জমিরুদ্দিন, মহম্মদ সফিকুল, নফিকুল ইসলাম, মহম্মদ হজরত আলী এরা সকলেই রাজগঞ্জের বাসিন্দা।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু সাইকেল আরোহীর

মালদা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ মাটি বোঝাই ডাম্পারের ধাক্কায় এক সাইকেল আরোহীর মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা। একটি জেসিবি ও দুটি ডাম্পারে ভাঙচুর চালানো উত্তেজিত জনতা। ঘটনাস্থলে পুলিশ আসলে পুলিশকে ঘিরেও বিক্ষোভ দেখায় উত্তেজিত জনতা। শনিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে গাজোল থানার পান্ডুয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চিনিদা কলোনি এলাকায়। আর এই ঘটনা ঘেরেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। এদিকে জানা গেছে মৃত ব্যক্তির নাম বিজন সরকার। বয়স ৭৫।

মাথায় হেলমেট, হাতে স্ক্রু, ঠিক এই ভাবেই পরপর চুরি!

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রথমে চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার খালপাড়া আউট পোস্ট এলাকায় একটি শোরুমে ঢুকে। টাকা চুরি করেছিল অভিযুক্ত। এরপর দ্বিতীয়

চুরির ঘটনাটি ঘটে শিলিগুড়ি থানা এলাকার বাবুপাড়া মেন রোডে একটি চা পাতার অফিসে। সেই অফিস থেকেও টাকা এবং রুপোর কয়েন চুরি করেছিল অভিযুক্ত। সবচেয়ে মজার বিষয় সিসিটিভিতে যাতে মুখ দেখা না যায় সেই কারণে মাথায় হেলমেট পড়েছিল অভিযুক্ত। তাও আবার একটি পার্কিংয়ে দাঁড় করিয়ে থাকা এনফিল্ডের হেলমেট। অর্থাৎ সেটাও চুরি করা। আর চুরির কাজে সুবিধের জন্য প্রয়োজন ছিল একটি স্ক্রু ড্রাইভারের, সেটাও চুরি করা হয়েছিল এক মিস্ত্রির কাছ থেকে। হ্যাঁ, ঠিক এই ভাবেই একের পর এক অপারেশন চালানোর চেষ্টা চালাচ্ছিল অভিযুক্ত, কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না, শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইঙ এর হাতে ধরা পড়ে গেল অভিযুক্ত রঞ্জিত সিং। ফিল্মি কায়দায় অভিযুক্তকে পকড়াও করল শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইং এর পুলিশ অফিসাররা। দুটি ঘটনারই অভিযোগ দায়ের হয়েছিল শিলিগুড়ি থানাতে, এরপরেই অভিযুক্তকে চিহ্নিত করতে মরিয়া প্রয়াস চালিয়েছিল শিলিগুড়ি থানার পুলিশ। বিভিন্ন সূত্রকে কাজে লাগিয়ে অভিযুক্তকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়, কিন্তু খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না অভিযুক্ত রঞ্জিত সিং ওরফে কালুকে। শনিবার রাতে শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের এর কাছে খবর আসে ভক্তিনগর থানার আশরাফনগর এলাকায় দেখা গিয়েছে রঞ্জিতকে। পুলিশের পেট্রোলিন ভ্যান বা চার চাকার গাড়ি নিয়ে গিয়ে অভিযুক্তকে ধরা সম্ভব নয়, আর সেই কারণেই দুটি মোটর বাইক নিয়ে শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চের অফিসাররা রওনা দেয়। আশরাফ নগরের একটি মাঠের মধ্যে দেখা যায় অভিযুক্ত রঞ্জিতকে, কিন্তু পুলিশের একটি মোটর বাইকের আলো দেখেই পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে সে। একটি দেওয়াল টপকে আরেকটি দেয়াল টপকানোর চেষ্টা করছিল রঞ্জিত, কিন্তু পুলিশের আরেকটি মোটরবাইক যে ওই দেওয়ালের সামনে রঞ্জিতের অপেক্ষায় তা সে বুঝে উঠতে পারেনি অভিযুক্ত রঞ্জিত। ব্যাস পুলিশের হাতে রঞ্জিত। দু-দুটি চুরির ঘটনায় অপরাধীকে চিহ্নিত করতে কাল ঘাম ছুটেছিল পুলিশের, কিন্তু শক্তপোক্ত নেটওয়ার্কে অবশেষে কেস সাকসেস, গ্রেপ্তার অভিযুক্ত, উদ্ধার চুরি যাওয়া কিছু টাকাও। বাকি অর্থ উদ্ধারের চেষ্টায় শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম ব্রাঞ্চ। ধৃত রঞ্জিত সিং ওরফে কালুকে রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠায় পুলিশ।

চুপি-চুপি সেরেছিলেন দ্বিতীয় বিয়ে, স্ত্রী জেনে যেতেই গলার নলি কেটে দিল স্বামী

দুরন্ত বার্তা, সাগর (দক্ষিণ ২৪ পরগনা), ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ এক সন্তানের পরও স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ে। যা মেনে নিতে পারেননি প্রথম পক্ষের স্ত্রী। সেই নিয়ে হামেশাই স্বামীর সঙ্গে বিবাদ লেগে থাকত। দিনের পর দিনের অশান্তি শেষে এমন ভয়াবহতায় পৌঁছে যাবে তা হয়ত কেউ বুঝেই উঠতে পারেনি। ঘুমের মধ্যেই স্ত্রীর গলার নলি কেটে খুনের অভিযোগ উঠল স্বামীর বিরুদ্ধে। রবিবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সাগরের পাখিরালা এলাকায়। মৃত মহিলার নাম অনিমা মণ্ডল নাইয়া (২৫)। খুনের পর সাইকেলে চড়েই গা ঢাকা অভিযুক্ত স্বামী শুকদেব নাইয়ার। জানা গিয়েছে, বছর পাঁচেক আগে রায়দিঘির পূর্ব শিকারপুরের বাসিন্দা শুকদেবের সঙ্গে বিয়ে হয় সাগরের পাখিরালার বাসিন্দা অনিমার। দম্পতির বছর চারেকের সন্তানও আছে। মৃতের পরিবারের দাবি, এর মধ্যেই কাউকে না জানিয়ে চুপিচুপি দু'বছর আগে শুকদেব দ্বিতীয় বিয়ে করেন। বিষয়টি জানাজানির পর অনিমা ও শুকদেবের মধ্যে বিবাদ পৌঁছয় চরমে। অভিযোগ, অনিমার উপর শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার চলতে থাকে। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে সাগরে বাপের বাড়িতে এসে ওঠেন অনিমা। অপরদিকে, ছেলেকে কাছে রাখার বাহানায় সাগরে এক আত্মীয়র বাড়িতে এসে ওঠেন শুকদেবও। মৃতের পরিবারের দাবি, সেখান থেকেই অনিমার উপর নজর রাখা শুরু। এরপর আজ সকালে অনিমা বাপের বাড়িতে একাই ছিলেন। অভিযোগ, সেই সুযোগেই কাজে লাগায় অভিযুক্ত। ঘরে ঢুকে ঘুমন্ত অনিমাকে কাটারি দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপাতে থাকে শুকদেব। এরপর গলার নলি কেটে খুন করা হয় বলে অভিযোগ। পরে বিষয়টি জানতে পারেন এলাকাবাসী। খবর পেয়ে সাগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অভিযুক্তের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, খুনের পরিকল্পনা আগে থেকেই ছিল শুকদেবের মাথায়। তাই ধারালো কাটারি কিনে রেখেছিল সে।

NIQ, Govt. of West Bengal
Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. "Temporary installation of sound system on & from 28.02.24 in connection with VVIP visit in the district of Jhargram." SHORT NOTICE INVITING SPOT BID QUOTATION No: WBPWD/EE/BIT/NIQ68 of 2023-24. Last date of submission of Quotation: 27.02.2024 up to 4:30PM.Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. (https://www.pwdwb.in)
Sd/- EE, Bidhannagar IT Division, PWD

ভক্তিনগর থানা এলাকায় আগ্নেয়াস্ত্রসহ গ্রেফতার এক

দুরন্ত বার্তা, ভক্তিনগর, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ভক্তিনগর থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে শনিবার রাতে ভক্তিনগর থানার পুলিশের কাছে গোপন সূত্রে খবর আসে, সালুগাড়া ফরেস্ট এলাকার খোলাচাঁদ ফাফরিতে এক যুবক সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করছে। গোপন সূত্রে এই খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালায় ভক্তিনগর থানার পুলিশ। পৌঁছেই সন্দেহজনক ঐ যুবককে আটক করে পুলিশ।

এরপর ঐ যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করতেই তার কথায় অসঙ্গতি মেলে, শুরু হয় তার দেহ তল্লাশি। দেহ তল্লাশি চলাকালীন আটক যুবকের হেফাজত থেকে উদ্ধার হয় একটি আগ্নেয়াস্ত্র এবং একটি তাজা কার্তুজ। এরপর ওই যুবককে গ্রেফতার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত নাম বাপি মাহাতো, বাড়ি খোলাচাঁদ ফাপরি এলাকাতে বলেই জানা গিয়েছে। অভিযুক্ত ঐ আগ্নেয়াস্ত্র কার কাছ থেকে কিনেছিল এবং কি কারণে আগ্নেয়াস্ত্রসহ রাত্রিবেলায় অরণ্য এলাকায় অপেক্ষারত ছিল তার তদন্ত শুরু করেছে ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ধৃত বাপি মাহাতোকে রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায় পুলিশ।

শিবরাত্রি উপলক্ষে আগাম প্রস্তুতি ও বাৎসরিক অনুষ্ঠান জলপাইগুড়ির ফাটাপুকুরে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার ফাটাপুকুর এলাকায় প্রজাপিতা ব্রহ্মা কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয় ফাটাপুকুর বি.কে পাঠশালায় বাৎসরিক অনুষ্ঠান হল জাকজমকপূর্ণভাবে। এদিন ব্রহ্মকুমারীর পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানে সূচনা করেন জলপাইগুড়ি ব্রহ্মা কুমারী সেন্টারের সেন্টার ইনচার্জ বি.কে নিতু দিদি সহ সেন্টারের সাথে যুক্ত অন্যান্য ভাই ও বোনেরা। এদিনের এই অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা সর্বানি ধারা, স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুভাষ রায়সহ কলকাতা থেকে আগত ব্রহ্মা কুমারী সেন্টারের ভাই-বোনেরা। মূলত বিশ্বশান্তি কামনার লক্ষ্যে রবিবার সারাদিনব্যাপী ঈশ্বরীয় আলোচনা সহ নানান অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এই অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠান শেষে আগত ব্রহ্মকুমারী সেন্টারের ভাই বোন সহ অন্যান্য অতিথিদের জন্য সংস্থার তরফে খিচুড়ি ভোগের আয়োজন করা হয়।

হোটেলের বন্ধ ঘর থেকে ব্যবসায়ীর নগ্ন দেহ উদ্ধার

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ একটা লজের রুম বরাবরই বুক থাকত পেশায় ব্যবসায়ী এক প্রৌঢ়ের জন্য। দিন দু'য়েক আগে লজে এসেছিলেন থাকার জন্য। তবে রবিবার অনেকক্ষণ হয়ে যাওয়ার পরও কোনও সড়া-শব্দ না মেলায় কার্যত চিন্তা বাড়তে থাকে লজের কর্মীদের। এরপর অদ্ভুত একটা গন্ধ পেতেই সেই সন্দেহ আরও তীব্র হয়। ঘরের ভিতর ঢুকতেই চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড় লজের কর্মীদের। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর দু'য়েক থেকে মুর্শিদাবাদের বানজেটিয়ার এই লজটি ভাড়া নিয়েছিলেন বছর ৫২-র মোকাদ্দেস আলি। যার থেকে লজ মালিকের দাবি, ৩ হাজার টাকার বিনিময়ে লজের রুম ভাড়া নিয়েছিলেন। তবে এই লজে স্থায়ী সময় থাকতেন না মোকাদ্দেস আলি। সম্প্রতি পাঁচ দিন আগে এই লজে এসেছিলেন তিনি। গাড়ির টায়ারের ব্যবসা করতেন। দিন দু'য়েক থেকে লজের দরজা বন্ধ ছিল ভিতর থেকে। তারপরই সন্দেহ হয়। রবিবার সকালে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এর পরেই পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দরজা ভেঙে মৃতদেহ উদ্ধার করে। বিছানায় মশারি টাঙানো ছিল। তার মধ্যেই মুকাদ্দাসের নগ্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পরিবারের দাবি, ব্যবসার কারণে ওই ব্যক্তি কিছু ঋণ করেছিলেন। তবে তার শারীরিক অসুস্থতাও ছিল। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

PWD (GOVT. OF WB) TENDER NOTICE
Executive Engineer, PWD, Howrah Division invites online item rate Tender for the works:
Repairing and renovation of the office of DCP Howrah near Salkia during the year 2023-24.
Estimated Amount Put to Tender Rs. 3,48,297/-
N.I.e.T. No. : WBPWD/EE/HD/NIeT_123/2023_2024, Tender ID: 2024_WBPWD_674435 _ 1.
Bid Submission start date (online) 26.02.2024 up to 10:00 A.M
Bid Submission end date (online) 04.03.2024 up to 13.00 P.M
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIT and Tender documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer
Howrah Division, PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Director General (Water Supply), KMC invites e-tender for the following work (Submission of bid through online):
NIT No. : KMC/WS/C/SEC-J/54/03/23-24
Name of the work: **Replacement of filter water service main line for development filter water at 32/H/11, Ismail Street to 3, Girish Chandra Bose Road in Ward No.-54.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,22,700.13.** Earnest money: **₹ 8,500.00.** Time of completion: **20 days.** Last date and time of online submission of tender: **06.03.2024 at 1 p.m.** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason.
The Executive Engineer (WS/BDT), KMC invites e-tender for the following works (Submission of bid through online):
(1) NIT No. : WS/SINK/XII/109/23-24/11
Name of the work: **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size 200 mm x 150 mm dia. at 1 No. Netai Nagar near Singha Bari in Ward No.-109, BR-XII.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,98,474.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **15 days.**
(2) NIT No. : WS/SINK/XI/104/23-24/01
Name of the work: **Installation of 1 no. power driven deep tubewell of size (200 x 150) mm dia. at Sweet Land Bank Plot in Ward No.-104, BR-XI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,98,233.00.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Time of completion: **15 days.** Tender closing & opening date and time: **07.03.2024 up to 5 p.m. & 11.03.2024 at 2 p.m. respectively (For Sl. No. 1 & 2).** For full and further details, please visit the website **https://www.wbtenders.gov.in.** Please keep watching on the above website for all further addendum/corrigendum, pre-bid clarifications, if any, which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(For Sl. No. 1 & 2).**
The Executive Engineer (Roads), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/287/2023-2024 (2nd Call)
Name of the work: **Restoration of road surface disturbed by S & D and W/S Deptt. at 2/1 Jannagar Road, 93/1A A.J.C. Bose Road etc. under, BR-VI.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 1,81,193.50.** Earnest money: **₹ 3,650.00.** Period of completion: **90 days.**
(2) NIT No. : KMC/ROADS/NORTH/299/2023-2024 (1st Call)
Name of the work: **Laying of seal coat at C.I.T Road from HUDCO More to Phool Bagan Crossing in Ward No.-32, BR-III.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 2,61,838.52.** Earnest money: **₹ 5,250.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **09.03.2024 - 12 noon (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **28.02.2024 (12 noon) (For Sl. No. 1 & 2).** The website: **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**
The Dy. Chief Engineer (E)/S&D, KMC invites item rate two bid system e-tender for the following work:
NIT No. : KMC/S_D/KGPS-16/23-24
Name of the work: **Repairing and overhauling of 120 LPS capacity pump unit no. 4 at Keorapukur MPS under Kudghat Unit/S&D Department.** Estimated amount: **Open to be quoted by the participating party.** Earnest money: **₹ 4,500.00.** Period of completion: **30 days.** Last date & time of submission of bid: **05.03.2024 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available on & from **27.02.2024 at 5 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
The Executive Engineer, Water Supply (N), KMC invites tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/N/23-24/11/105
Name of the work: **Development of filter water supply by new laying of 100 mm dia main along Nalin Sarkar Street from Jnc. of N. Sarkar Street and Aurobinda Sarani to 28 N. Sarkar Street and 157 Aurobinda Sarani in Ward No.-11.** Estimated cost: **₹ 1,58,997.00.** Earnest money: **₹ 3,200.00.** Time completion: **10 days.** Last date and time of submission of bid: **16.03.2024 up to 9 a.m.** The tender will be opened on: **18.03.2024 at 9 a.m.** The bid forms and other details will be available on and from **05.03.2024 after 2 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in**
The Executive Engineer, Water Supply (MGPS & WPS), KMC invites e-tender online in two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/MGPS/21/2023-24
Name of the work: **Arrangement for necessary checking and day to day activities for operation of 0.625 MGH H.T. pump units at Mullick Ghat Pumping Station.** Estimated amount: **₹ 2,99,582.16.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **365 days.** Last date and time of submission of bid (online): **22.03.2024 up to 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **https://etender.wb.nic.in**
(1490/23-24)

বিয়ে হচ্ছে না উত্তর ২৪ পরগনার এই গ্রামের ছেলেদের ক্ষোভ বাড়তেই সরকারের বরাদ্দ ২ কোটি

দুরন্ত বার্তা, বাগদা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাস্তার হাল বেহাল। যেতে আসতে খুবই কষ্ট। তাই মেয়েদের বাড়ি থেকে বিয়েতে মত দিচ্ছে না। পাছে শ্বশুরবাড়িতে আসার পর চরম অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। সেই আশঙ্কা করেই উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা ব্লকের কনিয়াড়া ১ নাম্বার গ্রাম পঞ্চায়েতের ধুলনি গ্রামের ছেলেদের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাইছেন না কন্যাপক্ষ। এই ধরনেরই অভিযোগ স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাসকে করেছিলেন এলাকাবাসী। অবশেষে রাস্তা তৈরি করতে উদ্যোগ নিলেন তিনি। খুশি গ্রামের সকলেই। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে 'দিদির দূত' কর্মসূচিতে গিয়েছিলেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস । ধুলনি গ্রামের সাধারণ মানুষ বিধায়ককে সামনে পেয়ে রাস্তা খারাপের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। রাস্তা খারাপের জন্য এলাকায় ছেলেদের বিয়ে হচ্ছে না,

কেউ মেয়ে দিতে চাইছে না এলাকার ছেলেদের। তেমনি অভিযোগ করেছিলেন শেখর বালা নামে এক যুবক। রাস্তার বেহাল দশা নিয়ে সরব হয়েছিলেন এলাকার বিভিন্ন বাসিন্দারাও। এরপরই কার্যত নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। ইতিমধ্যেই এই রাস্তার জন্য প্রায় দুই কোটি টাকা বরাদ্দ হয়েছে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে তেমনি জানিয়েছেন বিধায়ক নিজেই। সাড়ে ছয় কিলোমিটার রাস্তা আগামী দেড় মাসের মধ্যে সম্পন্ন হবে বলেও আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। এরপর শনিবার এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদা গ্রামে ফিতে কেটে নারকেল ফাটিয়ে এই রাস্তা কাজের সূচনা করেন বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। যদিও এই বিষয়ে সেই সময়ের বিক্ষুব্ধ যুবক শেখর বালা জানিয়েছেন, ''আমি সঠিক ঘটনাই বিধায়কের সামনে তুলে ধরেছিলাম। বলেছিলাম রাস্তা খারাপের জন্য বিয়ে হচ্ছে না। কেউ মেয়ে দিতে চাইছেন না। বিধায়ক উদ্যোগ নিয়েছেন। তাই ওনাকে ধন্যবাদ জানাই।'' অপরদিকে, বাগদার বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস জানিয়েছেন, ''এলাকার সাধারণ মানুষের সমস্যার কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে এই রাস্তা নির্মাণের কাজ শুরু হচ্ছে। আশা করি এলাকার যে সমস্যা ছিল এবার তা মিটে যাবে।''

পাবলিক নোটিশ
শ্রী বিনয় ফিনভেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড
১, দেবীরপাড়া, হাওড়া - ৭১১১১৪
সিআইএনঃ ইউ৬৫৯৯৩ডব্লুসি১৯৯১পিটিসি০৫১১৯৬
সার্কুলার নং ডিএনবিআর (পিডি) সিসি.নং ০৬৫০৩.১০.০০১২০১৫-১৬এর সাথে সম্মতিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক দ্বারা জারি করা ০৯ জুলাই, ২০১৫ সময়ে সময়ে সংশোধিত, নোটিশ এতদ্বারা দেওয়া হল যে এই ধরনের প্রয়োজনীয় আনুষ্ঠানিকতাগুলি মেনে চলা এবং এই ধরনের শর্তগুলি পূরণ করা, যদি থাকে, প্রয়োজন হয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া বা অন্য কোনও উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের দ্বারা, মহেশতলা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪১-এ বসবাসকারী শ্রী রাজদীপ ঘোষ (ডিআইএন-০৭৭০৭০৮৬), পেশা-পরিষেবা নিয়ে পরিচালক পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন এবং তাঁর জায়গায় মি. রাম রুংতা (ডিআইএন-০৬৪৬৩৮৩৬), অঞ্জন ভিলা, ১২, শীতলতলা, উত্তরপাড়া, জেলা- হুগলি-৭১২২৪৫-এ বসবাসকারী, কোম্পানির নতুন পরিচালক হিসাবে নিযুক্ত হয়েছেন কার্যকর ২৫ জানুয়ারী, ২০২৪ এবং শেষ পর্যন্ত কোম্পানির ব্যবস্থাপনা মিঃ রাম রুংতা এবং জনাব রাজেশ কুমার ঝা-এর কাছে ন্যস্ত করা হয়েছে।
পরিবর্তনের মূল উদ্দেশ্য হল কোম্পানির বর্তমান নন-ব্যাংকিং আর্থিক কার্যক্রমকে একীভূত করা, শক্তিশালী করা এবং বিস্তৃত করা।
ব্যবস্থাপনার এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে যার স্বার্থ প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, তিনি কোম্পানিকে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় এবং ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক, ডিওএস, ১৫, এন.এস. রোড, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০০১-এ ৩০ দিনের মধ্যে অবহিত করতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে আগ্রহের প্রকৃতি এবং আপত্তির কারণ উল্লেখ করে।
তারিখঃ ২৪.০২.২০২৪ **বোর্ডের আদেশানুসারে/-**

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

চার নারীকে খুব কমই সোনার গয়নায় দেখা গেছে, জানলে চমকে যাবেন

ভারতীয় ধনকুবের, রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের চেয়ারম্যান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুকেশ আম্বানির স্ত্রী নীতা আম্বানি কন্যা ইশা আম্বানি বড় ছেলে আকাশ আম্বানি ও ছোট ছেলে অনন্ত আম্বানি। মুকেশের বড় পুত্রবধূ শ্লোকা মেহতা আর ছোট পুত্রবধূ রাধিকা মার্চেন্ট। মজার ব্যাপার হলো, আম্বানিপুত্রদের তুলনায় কিন্তু তাঁদের স্ত্রীরাই বেশি জনপ্রিয়।

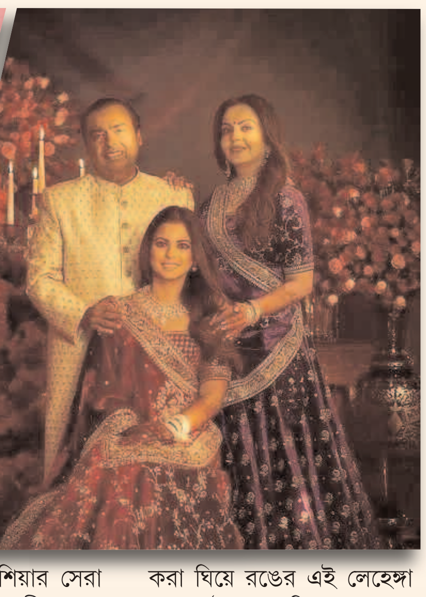

নীতা আম্বানিও জনপ্রিয়তায় সমানে সমানে পাল্লা দেবেন মুকেশ আম্বানির সঙ্গে। আম্বানি বাড়ির এই চার নারীর কেউই প্রথম সারির কোনো বলিউড তারকা থেকে কম যান না। কেননা, তাঁরা যাই করেন, যাই পরেন, যেখানেই যান, যাই বলেন, তাইই হয় সংবাদের শিরোনাম। এই নারীরা সবাই গয়না পরতে ভালোবাসেন।

আম্বানি বাড়ির নারীরা পারিবারিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যেই ভারী গয়না, অলংকার পরতে ভালোবাসেন। অথচ তাঁরা কেউই সোনার গয়না পরেন না। এই চার নারীকে খুব কমই সোনার গয়নায় দেখা গেছে।

প্রশ্ন আসতে পারে, কেন আম্বানি বাড়ির নারীরা সোনার গয়না পরেন না

১ লাখ ৬১ হাজার কোটি টাকার মালিক, এশিয়ার সেরা ধনী ও বিশ্বের নবম ধনী মুকেশ আম্বানি। আম্বানি পরিবারের একমাত্র কন্যা ইশা আম্বানির বিয়ের লেহেঙ্গাটিকে বলা হচ্ছে ভারতের সবচেয়ে দামি লেহাঙ্গা। এটির দাম ২০১৮ সালেই ছিল ৯০ কোটি টাকা।

মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী পিরামল পরিবারের একমাত্র ছেলে আনন্দ পিরামলের সঙ্গে ইশা আম্বানির বিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল পাঁচ বিয়ের একটি। সেই বিয়েতে খরচ হয়েছিল প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা। ভারতের নামকরা ডিজাইনার আবু জানি এবং সন্দীপ খোসলার নকশা করা ঘিয়ে রঙের এই লেহেঙ্গা সম্পর্কে খুব বেশি তথ্য জানা যায় না। তবে লেহেঙ্গাটি বানানো হয়েছিল ইশার মা নীতা অম্বানিকে শ্রদ্ধা জানাতে।

জারদৌসি পাড়ের কারুকাজের লেহেঙ্গায় ছিল দুটি ওড়না। একটি গাঢ় লাল রঙের, অন্যটি ঘিয়ে রঙের। গাঢ় লাল ওড়নাটি নীতা আম্বানির বিয়ের শাড়ি থেকে তৈরি। সেখানে উঠে এসেছে নীতা আম্বানি ও মুকেশ আম্বানির প্রেমকাহিনি। এই লেহেঙ্গাতে হীরা, প্লাটিনামসহ নানা মূল্যবান রত্নপাথর ব্যবহার করা হলেও সোনা কিন্তু ব্যবহার করা হয়নি। ২০১০ সালে বিশ্বের অন্যতম ব্যয়বহুল বাড়ি 'অ্যান্টিলিয়া'র নির্মাণ করেন মুকেশ। ২৭ তলার সেই বাড়িতে ২০১৩ থেকে বাস করছেন মুকেশ ও তাঁর পরিবার। অ্যান্টিলিয়া গড়ে উঠেছে ৪ লাখ বর্গফুট জমির ওপর।

এই বাড়িতে আছে ৩টি হেলিপ্যাড, ১৬৮টি গ্যারেজ, একটি বলরুম, দ্রুতগতিসম্পন্ন ৯টি লিফট, ৫০ আসনের থিয়েটার, সুইমিংপুল, স্পা, স্বাস্থ্যকেন্দ্র, মন্দির, স্নো রুম ইত্যাদি।

এই বাড়ির বাথরুমে বাথটাব, বেসিনের কলগুলো অবশ্য সোনায় মোড়ানো। নীতা আম্বানির লাক্সারি বাথরুমটি স্বয়ংক্রিয় বা অটোমেটিক বাথরুম। এই বাথরুমের টাইলসে আছে থ্রিডি ইফেক্টের সুবিধা! অর্থাৎ চাইলে এসব টাইলসে যেকোনো দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা যায়। এটি বিশ্বের অন্যতম বিলাসবহুল বাথরুম।

তাই বুঝতেই পারছেন, সোনার গয়না আম্বানি বাড়ির নারীদের জন্য কিঞ্চিৎ 'অবমাননাকর'। কেননা তাঁরা যে ব্যাগ, জুতা ব্যবহার করেন, সেসব সোনা দিয়ে তৈরি। গয়না হিসেবে তাঁরা ব্যবহার করেন প্লাটিনাম, হীরা, পান্না, নীলকান্তমণি, চুনি, টোপাজ, ক্যাটস আইয়ের মতো পাথর।

ডিজাইন করা শাড়িতেই নেটপাড়া কাঁপাচ্ছেন বলিপাড়ার দুই নায়িকা

বলিউড অভিনেত্রীদের প্রিয় ফ্যাশন ডিজাইনারদের তালিকার শীর্ষে বরাবরই রাজত্ব করেন সব্যসাচী মুখোপাধ্যায়। বিয়ে হোক বা কোনও হাইপ্রোফাইল অনুষ্ঠান, সবকিছুর জন্যই সব্যসাচীর পোশাক পছন্দ করেন নায়িকারা। এবার তাঁর ডিজাইন করা শাড়িতেই নেটপাড়া কাঁপাচ্ছেন বলিপাড়ার দুই নায়িকা। সব্যসাচীর সিক্যুইন শাড়িতে দীপিকা পাড়ুকোন যেখানে -র মঞ্চ মাতালেন, সেখানে আলিয়া ভাটও শোরগোল ফেলে দিয়েছেন লন্ডনে তাঁর প্রযোজিত ডকু সিরিজ 'পোচার'-এর স্ক্রিনিংয়ে। দুই নায়িকা বেছে নিয়েছেন দুই বিপরীত রঙের শাড়ি। আলিয়া যেখানে সব্যসাচীর ডিজাইন করা কালো ভেলভেটের শাড়ি পরেছেন, অন্যদিকে দীপিকার সিক্যুইন শাড়ির রং বেইজ। তবে দুই নায়িকাই কিন্তু মানানসই রং মিলান্তি ব্লাউজ বেছে নিয়েছেন শাড়ির সঙ্গে। এক্ষেত্রে কন্ট্রাস্ট কালারের পথে হাঁটেননি দীপিকা কিংবা আলিয়ার কেউই। আপনি যদি হবু কনে হন কিংবা কাছের কোনও মানুষের বিয়ে সামনে থাকে, তাহলে দীপিকা বা আলিয়ার মতো সাজপোশাক বেছে নিতে পারেন। সাজে আভিজাত্যের ছোঁয়ার পাশাপাশি বোল্ড ফ্যাশনও হবে।

আলিয়ার মতো মুক্তোর স্টেটমেন্ট নেকপিস পরতে পারেন। মেকআপ মিনিম্যাল হলেও লাল লিপস্টিকে ঠোঁট হয়ে উঠুক সাহসী। আবার সাজগোজ একটু হালকা চাইলে দীপিকার মতো শুধুমাত্র কানের দুল বেছে নিতে পারেন। লিপ কালারের ক্ষেত্রেও 'বলিউড মাস্তানি' কিন্তু ন্যুড শেডই বেছে নিয়েছেন। রিসেপশন পার্টির জন্য এহেন সাজগোজ একেবারে জম্পেশ। সব্যসাচী শাড়িতে আপনার চোখে 'মোহময়ী' কে, আলিয়া না দীপিকা?

দিল্লির লাজপত নগরে একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লির লাজপত নগরের একটি বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। শনিবার মধ্যরাতে দিল্লির লাজপত নগর এলাকায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দমকল কর্মীরা এক মহিলাসহ ৩ জনের জীবন বাঁচিয়েছেন। চতুর্থ তলার ওই আবাসনের প্রথম তলায় আগুন লাগে। দমকলকর্মীরা অনেক চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকল বিভাগ সূত্রে জানানো হয়েছে, দিল্লির লাজপত নগর এলাকার ই-ব্লকে আগুন লাগার খবর পাওয়া যায় রাত ২টো নাগাদ। এরপর ঘটনাস্থলে দমকলের ৫টি ইঞ্জিন পাঠানো হয়। দমকল কর্মীরা শনিবার মধ্যরাত থেকেই আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে দেয়। রবিবার দুপুর ৩টের দিকে আগুন পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে দমকল কর্মীরা। এক প্রতিবন্ধী মহিলাসহ আগুনে আটকে পড়া দুই প্রবীণ বাসিন্দা ও এক যুবকেও উদ্ধার করেছেন দমকল কর্মীরা। আগুন লাগার কারণ এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি।

সোনামুড়ায় সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগে কাজ বন্ধ করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি

বক্সনগর (ত্রিপুরা), ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সড়ক নির্মাণে আবারও ব্যাপক দুর্নীতি প্রকাশ্যে এসেছেন এলাকাবাসী। এই দুর্নীতির চিত্র প্রকাশ্যে আসতেই ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এলাকার জনগণ। সরকার সড়ক নির্মাণের জন্য কোটি কোটি টাকা বরাদ্দ করছে, অন্যদিকে কাজের নাম করে বিভিন্ন কোম্পানি এবং ঠিকাদাররা সড়কের কাজে ব্যাপক দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছে, অথচ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কোনও হেলদোল নেই সেদিকে। ঘটনা সিপাহিজলা জেলার সোনামুড়ায়।

জানা গিয়েছে, সোনামুড়া মহকুমার কালাপানিয়া পুরাতন ফরেস্ট অফিস থেকে উরমাই কীর্তনিয়া চৌমুহনি পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের জন্য সরকার চিত্তরঞ্জন সাহা অ্যান্ড ব্রাদার্স কোম্পানিকে ৪ কোটি ৯ লক্ষ ১৭ হাজার ২৯১ টাকা বরাদ্দ করে। সেই সড়কে কাজের ঠিকাদারি পান বলরাম দাস। সড়কের কাজ শুরু করেছেন, কিন্তু কাজে এমন দুর্নীতি করছেন যা এলাকাবাসীরা দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে গেছেন।

সড়কটি এমনভাবেই করা হয়েছে যে পিচ এলাকার মানুষ খুব সহজেই হাতে তুলে ফেলছেন। সড়কে দেওয়া হয়নি কোনও ধরনের তৈলাক্ত পদার্থ, এলাকার মানুষকে বোকা বানিয়ে কোনওভাবে সড়কের কাজ করে যাচ্ছিলেন ঠিকাদার। কাজের পাশাপাশি সড়কের পাশে পাকা ড্রেন নির্মাণেরও কথা ছিল বলে জানা গেছে। কিন্তু সেটাও করার দরকার বলে মনে করেননি। এলাকাবাসীর অভিযোগ, যেভাবে সড়কের কাজ করা হচ্ছে তাতে রাস্তাটি ছয় মাসও টিঁকে থাকবে না। তাই এলাকাবাসীর দাবি, সরকারি নির্দেশ অনুসারে তাদের এই সড়কটি যেভাবে করার কথা ছিল সেভাবে যেন পুনরায় করা হয়। যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের সড়কটি ভালোভাবে না করা হবে, ততদিন এই সড়ক নির্মাণের কাজ বন্ধ রাখার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাঁরা।

২৩টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রমোদি শিলান্যাস করবেন

মালিগাঁও, ২৪ ফেব্রুয়ারি ঃ ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ তারিখে উত্তর পূর্ব সীমান্তরেলওয়ের ২৩টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্বিকাশের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্রমোদি শিলান্যাস করবেন। ভারতীয়রেলওয়ের স্টেশনগুলির উন্নয়নের জন্য 'অমৃতভারত স্টেশন' স্কিমের অধীনে এই স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশ করা হবে। ২৩টি স্টেশনের মধ্যে ত্রিপুরার আগরতলা স্টেশন, মিজোরামের সাইরাংস্টেশন এবং সিকিমের রংপোস্টেশনের শিলান্যাস করবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী।

ত্রিপুরার আগরতলা রেলওয়ে স্টেশনটি অমৃতভারত স্টেশন স্কিমের অধীনে আনুমানিক ৪৮কোটি টাকা ব্যয়ে উল্লেখযোগ্য এক নতুন রূপ লাভ করবে। একই ভাবে মিজোরামের সাইরাংস্টেশন এবং সিকিমের রংপোস্টেশনের পুনর্বিকাশ করা হবে যথাক্রমে আনুমানিক ৪০কোটি ও৩৩৫কোটি টাকা ব্যয়ে। এই স্টেশনগুলির পুনর্বিকাশ সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির স্থানীয় স্থাপত্যের এবং আধুনিক যাত্রীসুবিধা গুলির একী করণের সাথে করা হবে। এই স্টেশনগুলির উন্নয়নের ফলে নতুন কর্মসংস্থানের পাশা পাশি ব্যবসায়িক সুযোগ-সুবিধার সৃষ্টি হবে এবং সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের যাত্রীদের ভ্রমণ সহজ করে তুলবে। উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের অধিক্ষেত্রের অধীনে এই০৩টি স্টেশনের পাশাপাশি অসমের১১টি স্টেশন যথাক্রমে হয়বরগাঁও, গহপুর, হারমতি, মাজবাট, পাঠশালা, টংলা, ওদালগুড়ি, বিশ্বনাথ চারিআলি, মুর্কংসেলেক, উত্তরলখিমপুর ও সিলাপাথার, বিহারের০৩টি যথাক্রমে আরারিয়াকোর্ট, লাভা, সালমারি এবং পশ্চিমবঙ্গের০৬টি স্টেশন যথাক্রমে বালুরঘাট, ভালুকারোড, হরিশ্চন্দ্রপুর, কুমেদপুরজং., মালদাকোর্ট এবং শিলিগুড়ি জংশনও শিলান্যাসের জন্য মনোনীত করা হয়েছে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উত্তর পূর্বসীমান্তরেলওয়ের অধীনে০৬টি রোডআন্ডারব্রিজ এবং০২টি রোডওভারব্রিজের ও শিলান্যাস করবেন। এই স্টেশনগুলির উন্নয়নের ফলে স্টেশনগুলিতে উন্নত প্রবেশ পথ, দিব্যাঙ্গজনদের জন্য সুযোগ-সুবিধা, সার্কুলেটিং এরিয়া, ওয়েটিংহল, টয়লেট, প্রয়োজন অনুযায়ী লিফ্‌টএসকেলেটর, বিনামূল্যে ওয়াই-ফাই, উপযুক্ত ভাবে সজ্জিত সাইনেজ, নির্দিষ্ট পথচারীদের পথ, 'ওয়ানস্টেশন ওয়ানপ্রোডাক্ট'-এর মতো স্কিমের মাধ্যমে স্থানীয় সামগ্রীর জন্য কিওস্ক, উন্নত প্যাসেঞ্জার ইনফর্মেশন সিস্টে, এগজিকিউটিভলাউঞ্জ, ব্যবসায়িক মিটিঙের জন্য মনোনীত স্থান, ল্যান্ডস্কেপিং এবং অন্যান্য প্রত্যেকটি স্টেশন প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন ধরনের সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।

ফের বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ উত্তর প্রদেশের কৌশাম্বীতে মৃত্যু৭ জনের, তদন্তে পুলিশ

কৌশাম্বী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও বাজি কারখানায় বিস্ফোরণ ও আগুন। এ বার উত্তরপ্রদেশের কৌশাম্বীতে। আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের, এছাড়াও ৫-৬ জন আহত হয়েছেন। মৃত্যু হয়েছে ওই বাজি কারখানার মালিক শাহিদের (৩৫)। আহতদের স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগুন নিয়ন্ত্রণে। মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কৌশাম্বীর ভারওয়ারি শহরে, কোখরাজ থানা এলাকায় অবস্থিত বাজি কারখানায় রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিস্ফোরণ হয়। যখন বিস্ফোরণ হয় তখন কমপক্ষে ১৮ জন কাজ করছিলেন। নিহতদের মধ্যে ৪ জন হল- শিব নারায়ণ, শিবকান্ত, অশোক কুমার ও জয়চন্দ্র। দমকলের ১০টি ইঞ্জিন পৌঁছে আগুন আয়ত্তে আনে। পুলিশ সুপার (এসপি) ব্রিজেশ শ্রীবাস্তব বলেছেন, ভারওয়ারিতে একটি বাজি কারখানায় আগুন লেগেছে। তথ্য অনুযায়ী, ৭ জন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়েছেন। তাঁদের চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। কারখানাটি থেকে আবাসিক এলাকা থেকে অনেক দূরে। এই কারখানার উৎপাদন ও বিক্রির লাইসেন্স ছিল। ৫-৬ জন আহত হয়েছেন।

যাঁরা বিজেপিতে যোগদান করছে তাঁরা ক্ষমতার লোভীঃ অজয় রাই

হাথরাস, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ ভাঙন ধরেছে মায়াবতীর বহুজন সমাজ পার্টিতে। রবিবার বিএসপি থেকে পদত্যাগ করেছেন রিতেশ পান্ডে, তিনি উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগর লোকসভা আসনের সাংসদ ছিলেন। রিতেশের এই দলত্যাগকে কটাক্ষ করলেন উত্তর প্রদেশ কংগ্রেসের প্রদেশ সভাপতি অজয় রাই। তাঁর মতে, যাঁরা বিজেপিতে যোগদান করছে তাঁরা লোভী। রবিবার বিএসপি থেকে ইস্তফা দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রিতেশ। এদিন দিল্লিতে উত্তর প্রদেশের উপ-মুখ্যমন্ত্রী ব্রজেশ পাঠক ও অন্যান্য বিজেপি নেতাদের উপস্থিতিতে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন রিতেশ পান্ডে। এ প্রসঙ্গে রবিবার হাথরাসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অজয় রাই বলেছেন, যাঁরা বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন তাঁরা ক্ষমতার লোভী এবং যাঁরা কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা সংগ্রাম ও লড়াই করতে প্রস্তুত।

আনুমানিক ৪১,০০০ কোটি টাকার ২,০০০টি রেল অবকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনে প্রধানমন্ত্রী

গোরখপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি ২৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ১২.৩০ টায় ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ৪১,০০০ কোটি টাকারও বেশি মূল্যের প্রায় ২,০০০ রেলওয়ে অবকাঠামো প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন, উদ্বোধন করবেন এবং জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এর আগে প্রধানমন্ত্রী ধারাবাহিকভাবে রেলস্টেশনে বিশ্বমানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়ার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এই প্রচেষ্টার অধীনে একটি বড় পদক্ষেপ হিসাবে, প্রধানমন্ত্রী অমৃত ভারত স্টেশন প্রকল্পের অধীনে ৫৫৩টি রেলওয়ে স্টেশনের পুনর্নির্মাণের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করবেন।

২৭টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত এই স্টেশনগুলি ১৯,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই স্টেশনগুলি একটি সিটি সেন্টার হিসেবে কাজ করবে, যা শহরের দুই প্রান্তকে একত্রিত করবে। এসব স্টেশনে আধুনিক যাত্রী সুবিধা পাওয়া যাবে। এর মধ্যে রয়েছে ছাদের প্লাজা, সুন্দর ল্যান্ডস্কেপিং, আন্তঃ মডেল সংযোগ, উন্নত আধুনিক সম্মুখভাগ, শিশুদের খেলার এলাকা, কিয়স্ক, ফুড কোর্ট ইত্যাদি। এছাড়াও, তাদের একটি পরিবেশে এবং প্রতিবন্ধীবান্ধব পদ্ধতিতে পুনর্নির্মাণ করা হবে। এই স্টেশন ভবনগুলির নকশা স্থানীয় সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং স্থাপত্য দ্বারা অনুপ্রাণিত করা হবে। এছাড়াও, প্রধানমন্ত্রী উত্তর প্রদেশের গোমতী নগর স্টেশনের উদ্বোধন করবেন, যা মোট ৩৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে এ স্টেশনে আগমন ও প্রস্থানের সুবিধা আলাদা করা হয়েছে। এটি শহরের উভয় অংশকে সংযুক্ত করেছে। এই কেন্দ্রীয় শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত স্টেশনে আধুনিক যাত্রী সুবিধা রয়েছে যেমন এয়ার কনকোর্স, যানজট মুক্ত সঞ্চালন, ফুড কোর্ট এবং উপরের এবং নীচের বেসমেন্টে যথেষ্ট পার্কিং স্পেস।

এ ছাড়া প্রধানমন্ত্রী ১৫০০ সড়ক ওভারব্রিজ ও আন্ডারপাসের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও জাতির উদ্দেশে উৎসর্গ করবেন। এই রোড ওভারব্রিজ এবং আন্ডারপাসগুলি ২৪ টি রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে অবস্থিত।

এই প্রকল্পগুলি প্রায় ২১,৫২০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হয়েছে। এই প্রকল্পগুলি যানজট কমাবে, নিরাপত্তা ও সংযোগ বাড়াবে এবং রেল ভ্রমণের সক্ষমতা ও দক্ষতা উন্নত করবে।

দেশের স্বাস্থ্য সুবিধায় বিশেষ জোর, ৫টি নতুন এইমস জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী

রাজকোট, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ স্বাস্থ্য পরিকাঠামোকে আগাগোড়াই অগ্রাধিকার দেয় কেন্দ্রীয় সরকার। সেই লক্ষ্যে এবার ৫টি নতুন এইমস দেশকে উৎসর্গ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার গুজরাটের রাজকোট থেকে ৫টি নতুন এইমস-এর উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এই ৫টি এইমস হল - গুজরাটের রাজকোট এইমস, পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী এইমস, তেলেঙ্গানার মঙ্গলগিরি এইমস, পঞ্জাবের ভাটিন্ডা এইমস ও উত্তর প্রদেশের রায়বরেলি এইমস। ৫টি এইমস-এ মোট শয্যার সংখ্যা থাকবে ৪,০৩০ এবং মেডিকেল আসনের সংখ্যা ৫০০। এই ৫টি এইমস উদ্বোধন করার পাশাপাশি ৪৮,১০০ কোটি টাকার ও বেশি মূল্যের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। রাজকোটের এই অনুষ্ঠান থেকে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, একটা সময় ছিল যখন দেশের সব বড় অনুষ্ঠান দিল্লিতেই হতো। আমি ভারত সরকারকে দিল্লি থেকে দেশের প্রতিটি কোণে নিয়ে গিয়েছি। আজকের অনুষ্ঠানও তারই সাক্ষী। আজ এই একটি কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের অনেক শহরে উন্নয়নমূলক কাজ, উদ্বোধন, ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন এক নতুন ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, উন্নত ভারতে স্বাস্থ্য সুবিধার মান কেমন হবে তার এক ঝলক এখন আমরা রাজকোটে দেখতে পাচ্ছি। স্বাধীনতার ৫০ বছর ধরে, দেশে একটি মাত্র এইমস ছিল, এবং তাও দিল্লিতে। স্বাধীনতার সাত দশকে, মাত্র ৭টি এইমস অনুমোদিত হয়েছিল, কিন্তু সেগুলিও সম্পূর্ণ হয়নি। আজ রাজকোট থেকে - এইমস রাজকোট, এইমস রায়বেরেলি, এইমস মঙ্গলগিরি, এইমস ভাটিন্ডা এবং এইমস কল্যাণী উদ্বোধন করা হয়েছে... ভারত এখন দ্রুত গতিতে বিকাশ করছে।

Name Change
I, Sanjay Mitra (old name) S/O Chittaranjan Mitra, Presently residing at 34, Ghosh Para Road, P.O.- Desbandhunagar, Dist- North 24 Pgs, Pin-700059, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Sanjoy Mitra (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Sanjoy Mitra (new name) and Sanjay Mitra (old name) both are same identical person.

Name Change
I NILUFA BIBI, W/O RAKESH LASKAR, R/O D/62/3, AUROBINDA PARK, BANSDRONI, KOLKATA - 700070, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NILUFA LASKAR, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2024, THAT NILUFA BIBI AND NILUFA LASKAR ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I PRADIP MONDAL, S/O BHAGABAT MANDAL, R/O AMBIKAPUR, MAMUDPUR, DIST BONGAON-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS PRADIP MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2024, THAT PRADIP MONDAL AND PRADIP MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I BHAGABAT MONDAL, S/O DULAL MANDAL, R/O AMBIKAPUR, MAMUDPUR, DIST BONGAON-743251, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BHAGABAT MANDAL, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2024, THAT BHAGABAT MONDAL AND BHAGABAT MANDAL ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I DHIRENDRA NATH CHAKRABORTY , S/O HARIPADA CHAKRABORTY, R/O 693, PURBA SINTHEE ROAD, MADHUGARH, BARRACKPORE - 700030, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS DHIREN CHAKRABORTY, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 25/02/2024, THAT DHIRENDRA NATH CHAKRABORTY AND DHIREN CHAKRABORTY ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I,ANSARI ALI,WIFE OF SARAFAT ALI, DAUGHTER OF SULAMAN MIA, RESIDING AT 30,ALIMUDDIN STREET,PO-PARK STREET,PS - TALTALA,KOLKATA -700016,WEST BENGAL.HAVE CHANGED MY NAME (SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS) TO ANSARI BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024.THAT ANSARI ALI AND ANSARI BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change
I, Josephine Renu Anthony (old name) C/O Nazareth Anthony, Presently residing at 20, Ibrahim Road, P.S.- Ekbalpore, kolkata-700023, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Josepin Anthony (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Josepin Anthony (new name) and Josephine Renu Anthony (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Falguni Choudhury (old name) W/O Dipankar Choudhury, Presently residing at Bidhannagar North, Near Kishore Shangha, P.O.- Bidhangarh, Diamond Harbour, P.S.- Rabindranagar, Pin-700066, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Phalguni Choudhury (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Phalguni Choudhury (new name) and Falguni choudhury (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি, Lucy Mary Anthony (পুরাতন নাম) পিতা Nazareth Anthony , ঠিকানা- 20, Ibrahim Road, P.S.- Ekbalpore, kolkata-700023, West Bengal, India, আলিপুর (দক্ষিণ 24 পরগনা) 1st class magistrate Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Lucy Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No 31850 Dated 14.09.2021. Lucy Ahmed (নতুন নাম) এবং Lucy Mary Anthony (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Syed Hossain Ahmed (old name) S/O Mohsin Akhter, Residing at 17, Taratala Road, Kolkata- 700024, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Syed Hasnain Ahmed (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Syed Hasnain Ahmed (new name) and Syed Hossain Ahmed (old name) both are same identical person.

নাম পরিবর্তন
আমি সুনীল কুমার পাত্র (old name) পিতা নির্মল কুমার পাত্র ঠিকানা গ্রাম- হন্তাল,অনন্তবাটি, থানা জগৎবল্লভপুর, হাওড়া - 711404 পশ্চিমবঙ্গ, নোটারি পাবলিক কলকাতা হাইকোর্টের Affidavit দ্বারা সুনীল পাত্র (new name) নামে পরিচিত হলাম। Affidavit No. 15/2024 dated 22/02/2024। সুনীল কুমার পাত্র (old name) এবং সুনীল পাত্র (new name) একই ব্যক্তি।

Name Change
I, Ranja Samadder (old name) W/O Amalendu Samadder, Residing at 81/2, Sister Nibedita Road, P.S.-Thakurpukur, Kolkata- 700063, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Ranja Samaddar (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Ranja Samaddar (new name) and Ranja Samadder (old name) both are same identical person.

Name Change
I, Zirgham Ahmed (given name) S/O Eqbal Ahmed, residing at 90/H/5, Dr. Sudhir Bose Road, P.O.- Khidderpore, P.S.- Ekbalpore, Kolkata- 700023, West Bengal, India, have changed my given name to given name and surname as (shall henceforth be known as) Zirgham (given name) Ahmed (surname) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Zirgham (given name) Ahmed (surname) and Zirgham Ahmed (given name) both are same identical person.

Name Change
I NAFIJA BIBI, D/O NAWSAD SEKH, R/O VILL+PO HIRAPUR CHOWHATTA, PS LABPUR, DISTRICT BIRBHUM, PIN-731201, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NAJIFA BIBI, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024, THAT NAFIJA BIBI AND NAJIFA BIBI ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change
I, Uttam Paul (old name) S/O Late Ananta Paul, Presently residing at Nawpara Barujibi Colony, Kanaipur, Uttarpara, Hooghly, Pin- 712250, West Bengal, India, have changed my name to (shall henceforth be known as) Uttam Kumar Paul (new name) vide an affidavit sworn before Notary public at Kolkata on 23/02/2024. Uttam Kumar Paul (new name) and Uttam Paul (old name) both are same identical person.

Name Change
I MONJILA BIBI,WIFE OF WAZIHUL ISLAM MISTRY, RESIDING AT Z-3/106/B/1 DR A.K. ROAD, PO-BADARTALA,PS-NADIAL,KOLKATA-700044, WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MANJILA BIBI VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 23/02/2024.THAT MONJILA BIBI AND MANJILA BIBI BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

সন্দেশখালি নিয়ে হাওড়ায় মুখ খুললেন কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ ডায়মন্ড হারবার মডেল স্কিম সারদা পেনশনকে সামনে রেখে রবিবার সন্ধ্যায় হাওড়ার বালি কেন্দ্রের ওয়ার্ড নং ২৬ এবং ২৭-এ এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। লিলুয়া ভারতীয় হাই স্কুলের ওই অনুষ্ঠানে এদিন প্রায় সাতশো জনেরও বেশি প্রবীণ নাগরিককে প্রদান করা হচ্ছে। অনুষ্ঠানের সূচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ, হাওড়া সদর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি কৈলাশ মিশ্র প্রমুখ।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কুণাল ঘোষ বলেন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডায়মন্ড হারবার মডেলে হাওড়াতেও কৈলাশ মিশ্রের উদ্যোগে বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের পেনসন স্কিম করা হচ্ছে। এটা খুবই অভিনব। তিনি আরও বলেন, সন্দেশখালিতে বাইরে থেকে সাজানো বিক্ষোভ সংগঠিত করা হচ্ছে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। সিঙ্গুর নন্দীগ্রামে মানুষের বিক্ষোভ ছিল সরকারের নীতির বিরুদ্ধে জমি অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে। সন্দেশখালিতে বিক্ষোভ হয়েছে ব্যক্তি কয়েক জনের বিরুদ্ধে।

এক লক্ষ টাকার জাল নোটসহ সামসেরগঞ্জ থানার ধৃত এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ এক লক্ষ টাকার জাল নোটসহ সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার এক যুবক। শনিবার রাতে সামসেরগঞ্জ থানার ধুলিয়ান পৌর এলাকার দিঘরী থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ওই যুবকের নাম মোরসালিম শেখ। তার বাড়ি ফারাক্কা থানার অর্জুনপুর এলাকা। রবিবার বেলা বারোটা নাগাদ ধৃত যুবককে বিশেষ আদালতে পাঠায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। ধৃত যুবকের কাছে বাজেয়াপ্ত হওয়া জালনোট গুলো সবই পাঁচশো টাকার নোট বলেই জানিয়েছে পুলিশ। জালনোট কারবারের সঙ্গে আর কে কে জড়িত রয়েছে তার তদন্ত করে দেখছে সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশ।

জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা ডাম্পারের

দুরন্ত বার্তা, সুতি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জের উমরপুর ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়কে দাঁড়িয়ে থাকা লরিকে পিছন থেকে ধাক্কা ডাম্পারের। ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হলো চালক ও খালাসির। মৃতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। জানা গিয়েছে, রবিবার ভোর রাতের দিকে রঘুনাথগঞ্জ উমরপুর জাতীয় সড়কের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল একটি লরি। কিন্তু হঠাতই পেছন থেকে একটি ডাম্পার সেই লরিটিকে ধাক্কা মারলে উল্টে যায় লরিটি। ঘটনাস্থলেই চাপা পড়ে মৃত্যু হয় চালক ও খালাসীর। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় রঘুনাথগঞ্জ থানার পুলিশ। দুর্ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। যদিও পরে পুলিশের তৎপরতায় স্বাভাবিক হয় পরিস্থিতি।

বাসন্তীতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু শিশুর, আটক ঘাতক অটো

বাসন্তী, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ দক্ষিণ ২৪ পরগনার বাসন্তীতে অটোর ধাক্কায় মৃত্যু হল এক শিশুর। মৃতের নাম রাইহান মোল্লা । রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে বাসন্তীর ভাঙনখালি এলাকায়। রাস্তা পার হওয়ার সময় একটি দ্রুতগতির অটো ধাক্কা মারে রাইহানকে। ঘটনায় গুরুতর জখম হলে তাকে স্থানীয়রা দ্রুত বাসন্তী ব্লক গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ালে বাসন্তী থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পরিস্থিতি সামাল দেয়। অভিযুক্ত অটোটিকে আটক করেছে পুলিশ। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এদিন দুপুর বারোটা নাগাদ বাসন্তীর কলতলা থেকে সোনাখালি যাচ্ছিল অটোটি। সেই সময় ভাঙনখালি ইটপাঁজা মোড়ের কাছে শিশুটি রাস্তা পার হচ্ছিল। প্রচণ্ড গতি থাকায় অটো নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

সল্টলেকে মধু চক্রের হদিস

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সল্টলেকে মধু চক্রের হদিস। গেস্ট হাউজের আড়ালে চলতো মধু চক্র। সেখানে হানা দিয়ে গ্রেফতার সাত। ম্যানেজার সহ চার জন গেস্ট হাউস কর্মী, তিনজন কাস্টমার গ্রেফতার। উদ্ধার তিনজন তরুণী । গ্রেফতার করলো বিধান নগর পূর্ব থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, বেশ কিছু দিন ধরে অভিযোগ আসছিলো যে সল্টলেকের বি জে ব্লকের ৩০১ নাম্বার বাড়িতে গেস্ট হাউস করে সেখানে বহু মেয়ে ও ছেলেদের দিন রাত আনাগোনা চলছে। সেই মত পুলিশ শনিবার রাতে ঐ গেস্ট হাউসে আচমকা হানা দেয়। সেখানে গিয়ে পুলিশ দেখে তিনজন কাস্টমার ও সঙ্গে তিনজন মেয়ে রয়েছে। এর পরই তাদের জিজ্ঞাসাবাদে সদুত্তর না পেয়ে ঐ গেস্ট হাউসের ম্যানেজার ও তিনজন কর্মী কে গ্রেফতার করে। সঙ্গে ঐ তিনজন কাস্টমার কেও গ্রেফতার করে। উদ্ধার করা হয় ঐ তিন তরুণীকে। আজ ধৃতদের বিধান নগর কোর্টে তোলা হবে।

বাঘের পাশাপাশি বাঘরোল বাঁচানোর উদ্যোগ শের-এর

গোসাবা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সাল ২০১২, বাঘরোল বা মেছো বিড়ালকে রাজ্য প্রাণীর তকমা দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে। কিন্তু তকমা মিললেও শান্ত স্বভাবের এই প্রাণীকে রক্ষার জন্য সেভাবে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। উল্টে বিগত কয়েক বছরে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে এই প্রাণীটিকে হত্যার বহু ঘটনা সামনে এসেছে। সোশ্যাল মিডিয়াতেও ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে সেই সব নৃশংস ছবি। এবার এই বিলুপ্ত প্রায় বন্য প্রাণীটিকে রক্ষা করার জন্য উদ্যোগ নিয়েছে বেসরকারি সংস্থা শের। তাঁদের সাথে আরও দুই সহযোগী সংস্থা স্যাঞ্চুয়ারি নেচার ফাউন্ডেশান ও এইচ পি পারেখ ফাউন্ডেশানও একাজে উদ্যোগী হয়েছে। রবিবার সুন্দরবনের পাখিরালয়ের বাঘবনে এ বিষয়ে এলাকার সংবাদ মাধ্যমের কর্মীদেরকে একত্রিত করে একটি বিশেষ আলোচনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শেরের সম্পাদক জয়দীপ কুন্ডু, বাঘরোল নিয়ে ফ্লোরিডা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সাম্যদেব বসু ও কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক সম্রাট চক্রবর্তী।

বাঘ ও মানুষের মধ্যে সংঘাত বন্ধ করে সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এলাকার মানুষদের জন্য বিকল্প কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করতে জয়দীপদের সংস্থা দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে। জঙ্গল কেন্দ্রিক মানুষদের পাশে দাঁড়িয়ে এখনও একইভাবে কাজ করছেন তাঁরা। কিন্তু বাঘ সংরক্ষণ শুধু নয়, এবার তাঁরা বাঘরোল বা মেছো বিড়াল সংরক্ষণের বিষয়েও বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছেন। ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে এ বিষয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। শুধু গ্রাম নয়, শহর বা আধা শহর এলাকার মানুষ, স্কুল সহ বিভিন্ন জায়গায়ও এ বিষয়ে সচেতন বার্তা দেওয়া হচ্ছে। যে এলাকায় এই ধরনের প্রানিদের অবস্থান রয়েছে বা যেখানে এদের সাথে মানুষের সংঘাত ঘটছে সেখানেও বন দফতরের পাশাপাশি এই সংগঠনের কর্মীরাও মানুষকে সচেতন করার কাজ করছেন। জয়দীপ বলেন, '' বাঘ, হাতি, গন্ডারের সংরক্ষণ সর্বত্রই হচ্ছে। কিন্তু বাঘরোল বা মেছো বিড়াল কিম্বা খটাশ যাই বলি না কেন এদের সংরক্ষণ সেভাবে হচ্ছে না। মানুষের মধ্যে এ বিষয়ে সচেতনতা তৈরি না হওয়ায় অনেকেই এদেরকে হত্যা করছে। আর বাস্তুতন্ত্রে তার মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। সেই কারণে এই বন্য জন্তুদেরও সংরক্ষণ করতে হবে। সংবাদ মাধ্যমকেও এ বিষয়ে এগিয়ে আসতে হবে মানুষকে সচেতন করার কাজে।

সাম্য বলেন, '' দিনের পর দিন জলাজমি ভরাট চলছে। কংক্রিটের শহরের পরিধি বেড়ে চলছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের বাসস্থান হারাচ্ছে বাঘরোল বা মেছো বিড়ালরা। সেই কারনেই তারা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে। তখনই মানুষের সাথে সংঘর্ষ হচ্ছে। অনেকেই এদেরকে বাঘ ভেবে মেরে ফেলছেন। গ্রামের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন অজানা জন্তু বলে। এ বিষয়ে সকলকেই সচেতন হতে হবে। সম্রাট বলেন, '' এই রাজ্য প্রাণীর বাসস্থান যদি আমরা চিহ্নিত করতে পারি এবং তাঁদেরকে নিরাপদ আশ্রয় দিতে পারি তাহলে মানুষের সাথে এদের সংঘাত এড়ানো সম্ভব হবে। এদের অস্তিত্বও রক্ষা পাবে।

ছবি-**উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়**

উর্মিলা ফাউন্ডেশনের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা ঘিরে খুদে থেকে বড়দের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ শিশুরা আগামীর উজ্জ্বল ভবিষ্যত। সুনাগরিক হিসেবে তাদের সুপ্ত প্রতিভায় সমাজ তথা দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। রবিবার সকাল থেকেই সেই ভিন্ন রং তুলি আর্ট পেপারে পেনসিল নিয়ে খুদে থেকে বড়রা মেতে উঠল নববারাকপুর উর্মিলা ফাউন্ডেশন আয়োজিত বসে আঁকো প্রতিযোগিতায়। রবিবার সকালে নববারাকপুর পুরসভার ১৯ নং ওয়ার্ডে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন উর্মিলা ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে সংস্থার নিজস্ব বাসভবনে হল বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। কচিকাচাদের উন্মাদনা উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। পেনসিল পেপারে রং তুলি জলরং নিয়ে বিভিন্ন বয়সের ছেলে মেয়েরা ভিন্ন ভাবনায় ছবি আকলেন। শিশু কিশোর দের ছবি আকা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুরসভার পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, উপপুরপ্রধান স্বপ্না বিশ্বাস, স্থানীয় পুর প্রতিনিধি মনোজ সরকার, আরতি দাস মল্লিক, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ তথা পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র সহ সংস্থার মহিলারা।অতিথিদের অভিনব রাজকীয় বরণ এক আলাদা মাত্রা এনে দিয়েছিল। সংস্থার কর্নধার শিক্ষিকা শিখা সরকার জানান ছোট শিশু কিশোর দের সুপ্ত প্রতিভা বিকশিত করতে এই বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। সফল প্রতিযোগীদের পুরস্কার প্রদান করা হবে আগামী ২৪ মার্চ বসন্ত উৎসবে। সংগঠন সারা বছর বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মসূচি পালন করে থাকে। বিশেষ করে পিছিয়ে পড়া শিশুদের মানোন্নয়নে তাদের শিক্ষার অগ্রগতিতে সংগঠন এগিয়ে চলেছে ।

৯ টি জেলার হবু প্রেসিডেন্টদের প্রশিক্ষন রোটারীর

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ আগামি জুলাই মাস থেকে একবছরের জন্য প্রেসিডেন্ট হিসাবে নতুন দায়িত্ব নিতে চলেছেন রোটারীর নির্বাচিত সদস্যরা। এই একবছর তারা তাদের এলাকায় সাধারণ মানুষদের চাহিদার কথা মাথায় রেখে কি কি কাজ করতে পারবেন, কেমনভাবে করতে পারবেন এবং রোটারির নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে তাদের ভূমিকা ঠিক কি রকম থাকবে তা নিয়ে দু দিনের প্রশিক্ষন কর্মশালার আয়োজন করা হল বর্ধমানের একটি বেসরকারি হোটেলে। এদিন রোটারীর জেলাপাল নীলেশ আগরবাল জানিয়েছেন, রোটারীর নিয়মানুযায়ী প্রতি বছর যেমন ডিস্ট্রিক্ট গভর্ণর অর্থাৎ জেলাপাল পরিবর্তন হয় ঠিক তেমনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্টেরও পরিবর্তন হয়। নতুন হবু প্রেসিডেন্টরা তাদের দায়িত্ব আগামি একবছরে কিভাবে সামলাবেন সে বিষয়ে একটা প্রশিক্ষন দেওয়া শুরু হয়েছে দুই দিন ব্যাপি। শনি ও রবিবার আয়োজিত এই প্রশিক্ষন শিবিরে রোটারী ডিস্ট্রিক্ট ৩২৪০ অর্থাৎ উত্তর পূর্ব ভারতের ৭ টি রাজ্য, সিকিম এবং পশ্চিম বঙ্গের একটা অংশ মিলিয়ে ৯ টি রাজ্যের ১০৪ টি ক্লাবের আগামি প্রেসিডেন্টরা উপস্থিত রয়েছেন। এরা চলতি বছরের ১ জুলাই থেকে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নিজ নিজ ডিস্ট্রিক্ট এ দায়িত্ব সামলাবেন আগামি বছর ৩০ জুন পর্যন্ত। এখন থেকে প্রশিক্ষন নিয়ে আগামি তিন মাস ধরে হবু প্রেসিডেন্টরা আগামি একবছরের জন্য নিজেদের কর্মকান্ডের ভবিষ্যত রুপরেখা বানাবেন। নির্বাচিত জেলাপাল সুখবিন্দর সিং জানিয়েছেন, মূলত মা ও শিশু, জল এবং স্যানিটেশন, স্বাস্থ্য সুরক্ষা, পরিবেশ সহ মোট ৭ টি বিষয়ের উপর রোটারী কাজ করে। এই কাজ করতে প্রশাসন ও স্থানীয়রাও তাদের বিশেষভাবে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। বর্ধমানের জন্যেও বেশ কিছু কাজ করা হবে যার ব্লু প্রিন্ট তৈরী করে স্থানীয় বিধায়কের সাথে আলোচনা করা হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি। এই প্রশিক্ষন পর্বের ব্যবস্থাপক রোটারিয়ান গোপাল চন্দ্র দাস জানিয়েছেন, সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষ প্রশিক্ষকদের দ্বারা এই দুদিনের প্রশিক্ষণ নিয়ে আগামি দিনের নতুন প্রেসিডেন্টরা তাদের কর্মকান্ডের ব্যাপ্তি ও উৎকর্ষতা বাড়াতে সফল হবেন বলেই তিনি আশাবাদী।

বলাইচক রাজা রামমোহন বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ বর্তমানে সারা পৃথিবী জুড়ে পালিত হচ্ছে ফিশিং ক্যাট ফেব্রুয়ারি। একই ভাবে হাওড়া এবং হুগলী জেলার সীমান্তবর্তী বিদ্যালয় বলাইচক রাজা রামমোহন বিদ্যাপীঠে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের নিয়ে আয়োজিত হয়ে গেল একটি মনোজ্ঞ বসে আঁকা প্রতিযোগিতা, তথ্য চিত্র প্রদর্শনী ও আলোচনা শিবির যার আয়োজন করে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও নেতাজী সাধারণ পাঠাগার।

এই প্রতিযোগিতায় মোট ১৫১ জন ছাত্রছাত্রী এই অনুষ্ঠানে যোগদান করে। আলোচনা শিবিরে উপস্থিত ছিলেন শ্রীযুক্ত মানিক পাল, হুগলী ডিস্ট্রিক্ট কো-অর্ডিনেটর, পশ্চিমবঙ্গ জীব বৈচিত্র্য পর্ষদ। নেতাজী সাধারণ পাঠাগারের সাধারণ সম্পাদক শ্রী অমিয় কুমার মাজী স্বাগত ভাষণ দেন।

স্লাইড শো ও মাছ বাঘা তথ্যচিত্রের মাধ্যমে ছাত্র ছাত্রীদের সামনে বাঘরোল ও জলাভূমির সমস্যা ও সংঘাত সমাধানের বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন ফিউচার ফর নেচার ফাউন্ডেশনের সম্পাদক শ্রী শুভ্রদীপ ঘোষ। ছাত্র ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় ছবি ও তথ্য সমৃদ্ধ লিফলেট। অনুষ্ঠানের শেষে অংশগ্রহণকারী ছাত্রছাত্রদেরকে পুরস্কৃত করা হয়। ছাত্রীরা অনুষ্ঠানের শেষে শপথ গ্রহণ করে তাদের এলাকায় থাকা বাঘরোলকে তারা বাঁচিয়ে রাখতে বদ্ধ পরিকর হবে।

কল্যাণী এইমস উদ্বোধনে খুশি প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল, নিশীথের ধন্যবাদ প্রধানমন্ত্রীকে

কলকাতা ও নদীয়া, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ এইমস পেল পশ্চিমবঙ্গের কল্যাণী, রবিবার এইমস কল্যাণীর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কল্যাণী এইমস উদ্বোধনে খুশি প্রকাশ করেছেন রাজ্যপাল ডঃ সি ভি আনন্দ বোস, আবার কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামানিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে। রাজ্যপাল বোস বলেছেন, এটি একটি যুগান্তকারী ঘটনা, আমরা সবাই এর জন্য কাজ করব, কারণ এটি আমাদের প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্ন, এবং তিনি সত্যিই আমাদের দেশকে বদলে দিচ্ছেন। সেই প্রচেষ্টায় এটি একটি মাইলফলক। নদিয়ায় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিশীথ প্রামানিক বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী যা প্রতিশ্রুতি দেন তা পূরণ করেন। আজ তিনি কল্যাণীতে এবং সারা দেশের অন্যান্য স্থানে এইমস উদ্বোধন করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মানুষের জন্য এখানে এইমস উদ্বোধন করা হয়েছে। রাজ্যের উচিত জনগণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সমন্বয় করে কাজ করা।

টিউশন পড়তে না গিয়ে কংসাবতী ড্যামে মৃত্যু ২ পড়ুয়ার

খড়গপুর, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ টিউশন পড়তে যাওয়ার নাম করে, তিন বন্ধু মিলে বেড়াতে গিয়েছিল কংসাবতী ড্যামে। ড্যামের জলে তলিয়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে দুই বন্ধুর। স্থানীয় মানুষজনের তৎপরতায় প্রাণে বাঁচল তৃতীয়জন। মৃত দুজন নবম শ্রেণির পড়ুয়া। রবিবার দুপুরে টিউশন যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল এক ছাত্র। পরে সে অন্য দুজনকে ডেকে নিয়ে ড্যাম দেখতে যায়। তার পরেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা।

রবিবার সকাল দশটা নাগাদ টিউশন পড়েতে যাওয়ার নাম করে মায়ের কাছ থেকে স্কুটি চায় খড়গপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র আরিয়ান পাসোয়ান। সেই স্কুটি নিয়ে বেরিয়ে যায় খড়গপুর ইন্দা নিউ ট্রাফিক এলাকার বাসিন্দা আরিয়ান। বাড়ি থেকে বেরিয়েই সে ফোন করে তার দুই বন্ধু পীযূষ পাসোয়ান ও আর্য বেরাকে ডেকে নেয়। এরপর তিন বন্ধু মিলে স্কুটিতে সওয়ার হয়ে পৌঁছে যায় মেদিনীপুর শহরের অদূরে মেদিনীপুর-খড়গপুরের সংযোগস্থল কংসাবতী নদীর উপর তৈরি অ্যানিকাট ড্যামে। জলের তোড়ে দুজনেই তলিয়ে যায়। ওই দৃশ্য দেখে চিৎকার করতে থাকে আর্য। ছুটে আসেন স্থানীয়রা। প্রথমেই তাঁরা আর্যকে টেনে পাড়ে নিয়ে আসেন। পর তারাই উদ্যোগ নিয়ে পীযূষ ও আরিয়ানের দেহ উদ্ধার করে। ততক্ষেণে তাদের মৃত্যু হয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। দুই ছাত্রের মৃতদেহ উদ্ধার করে পাঠিয়ে দেন মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে।

জম্মু কাশ্মীরের লাদাখে ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্প, ক্ষয়ক্ষতি হয়নি

লাদাখ, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ জম্মু কাশ্মীরের লাদাখে ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি জানিয়েছে, রবিবার জম্মু কাশ্মীরের লাদাখে ৩.০ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। যদিও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ পোস্ট করে জানিয়েছে, লাদাখে রবিবার সকাল ১১টা ৪৮ মিনিটে ভূমিকম্প হয়। এনসিএস এক্স পোস্টে জানায় যে, রবিবার সকাল ১১.৪৮ নাগাদ ৫ কিমি গভীরতা সম্পন্ন ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যার অক্ষাংশ ছিল ৩৩.৩৪। এর আগে গত সোমবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীরের কিশতওয়ার অঞ্চলে ৩.৭ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। এই তথ্যও ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজি সূত্রে জানা গিয়েছিল।

বিশালগড়ে দুই নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করে দিল প্রশাসন ও চাইল্ড লাইন

বিশালগড় (ত্রিপুরা), ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সিপাহিজলা জেলার বিশালগড় মহাকুমার দুটি এলাকায় মহকুমা প্রশাসন ও চাইল্ড লাইনের কর্মী এবং বিশালগড় পুলিশের উদ্যোগে দুই নাবালিকার বিবাহ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত খবরের ভিত্তিতে বিশালগড় মহকুমা প্রশাসনের আধিকারিকরা ও চাইল্ড লাইনের কর্মীরা যৌথ অভিযান চালিয়ে লালসিংমুড়া শিখরিয়া এবং বিশালগড় ঘনিয়ামারা বীরেন্দ্রনগর এলাকায় দুটি নাবালিকা মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে দিয়েছেন। বিশালগড় মহকুমাশাসক রাকেশ চক্রবর্তীর কাছে গোপন খবর আসে, ওই দুটি এলাকায় দুই নাবালিকার বিয়ে দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে। এই খবরের ভিত্তিতে মহকুমা প্রশাসন ও চাইল্ড লাইন এলাকায় গিয়ে গোপন সংবাদের সত্যতা খুঁজে পায়। যদিও এদিন প্রশাসনের আধিকারিকরা উভয় এলাকার দুই নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে খুঁজে পাননি। কারণ প্রশাসনের আধিকারিকদের অভিযানের আঁচ পেয়ে নাবালিকা মেয়েদের বাড়ি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। তবে দুই নাবালিকা মেয়ের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়ে আসে প্রশাসনের অধিকারিক।

তাদের পরিবারের লোকজনদের বলা হয়েছে, আগামী সোমবার নাবালিকা মেয়েদেরকে নিয়ে যেন বিশালগড় মহকুমাশাসকের অফিসে উপস্থিত থাকেন। জানা গিয়েছে ওই দুই নাবালিকার বিয়ে ভেস্তে গিয়েছে।

১০০দিনের কাজের মজুর দের সহায়তা কেন্দ্রের শেষ দিনেও মানুষের ভিড়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৫ ফেব্রুয়ারীঃ কেন্দ্র সরকারের বঞ্চনার শিকার হওয়া ১০০দিনের কাজের মজুরদের প্রাপ্য টাকা রাজ্য সরকার নিজের উদ্যোগে মিটিয়ে দিতে উদ্যোগী হয়েছে এবং বঞ্চিতদের সহায়তা করার জন্য রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সাত দিন ব্যাপি প্রতিটি পঞ্চায়েতের সামনে ক্যাম্প করা হয়েছিল। রবিবার ছিল তার শেষ দিন। ক্যাম্পে আসা প্রতি মানুষকে ফর্ম ফিলাপ করানো, তাদের ব্যাংক একাউন্ট চেক করার কাজ করে দিলেন দলীয় কর্মীরা। প্রতিদিনই এই ক্যাম্প গুলোতে ১০০ দিনের কাজ করে টাকা না পাওয়া মানুষজন তাদের ফর্ম ফিলাপ করে গেছে। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, বিধায়ক অলক কুমার মাঝি, কার্যকরী সভাপতি ভূতনাথ মালিক সহ সমস্ত ব্লক নেতৃত্ব প্রতিটি অঞ্চলের এই ক্যাম্প গুলো পরিদর্শন করেন , সকলের সাথে কথা বলেন কাজ ঠিক মতো হচ্ছে কিনা খতিয়ে দেখেন। শেষ দিনে জেলা ও রাজ্য থেকে প্রতিনিধি দল আসেন জামালপুরের ক্যাম্প গুলো পরিদর্শন করতে। উপস্থিত ছিলেন জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি স্বরাজ ঘোষ। ব্লকের ক্যাম্প গুলো পরিদর্শন করে তারা খুশি হয়েছেন।

স্বরাজ ঘোষ বলেন, রাজ্যের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী এই অসহায় মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ালেন। কেন্দ্র সরকার জোর করে এই টাকা আটকে রেখে দিয়েছে। সেই অসহায় মানুষগুলোর মুখে হাসি ফোটালেন। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান বলেন ব্লকের প্রায় সমস্ত ১০০ দিনের কাজের মজুরই ফর্ম ফিলাপ করে ফেলেছেন।

খুব শীঘ্রই ওনাদের ব্যাংক একাউন্টে টাকা ঢুকে যাবে। এবং এই বিরাট একটা কাজ করার জন্য তিনি দলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানান।

এদিকে ভাড়ার শূন্য বলে দাবী করা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে কিভাবে এত টাকা কোন খাত থেকে রাজ্য সরকার দিচ্ছে, অন্য কোন বরাদ্দ খাতের টাকা দিচ্ছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে জেলা বিজেপি। পরবর্তীকালে এই নিয়ে অবশ্যই উচ্চ পর্যায়ে তদন্ত হতে পারে বলে জানিয়েছি বিজেপি নেতৃত্ব।

দুঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু

কলকাতা, ২৪ ফেব্রুয়ারিঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার দু'ঘণ্টার জন্য বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। কলকাতা পুলিশের তরফে নোটিশ দিয়ে এই কথা জানানো হয়েছে। মেরামতির কাজের জন্যই গুরুত্বপূর্ণ সেতুটির একটা অংশ বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সেতুর এক্সটেনশন কর্ড ও বিয়ারিংয়ের কিছু মেরামতির কাজের জন্য মঙ্গলবার দুপুর ১টা থেকে তিনটে পর্যন্ত বন্ধ থাকবে দ্বিতীয় হুগলি সেতু। কলকাতা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, আগামী মঙ্গলবার মেরামতির কাজ চালু থাকায় দ্বিতীয় হুগলি সেতুর ওপর যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকবে। সেদিন কলকাতা থেকে হাওড়াগামী গাড়িগুলিকে স্ট্র্যান্ড রোডের মাধ্যমে হাওড়া ব্রিজ ব্যবহার করার নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, গত কয়েকদিন ধরে দ্বিতীয় হুগলি সেতুতে মেরামতির কাজ চলছে। নির্দিষ্ট একটি দিকে গার্ড রেল করে মেরামতির কাজ চলছিল।

মহিষাদল গার্লস কলেজের উদ্যোগে বাংলা ও সংগীত বিভাগের আয়োজনে ভাষা দিবস পালন

দুরন্ত বার্তা, মহিষাদল, ২৫ ফেব্রুয়ারি ঃ অনুষ্ঠিত হলো মহিষাদল গার্লস কলেজের উদ্যোগে সহযোগিতায় এবং বাংলা ও সংগীত বিভাগের আয়োজনে ভাষা দিবস। বাংলা ভাষা বাঙালির গর্ব এবং আত্মপরিচয়। এই ভাষায় যেমন একটি স্বাধীন দেশের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা আছে, তেমন আছে ভাষার অধিকার নিয়ে সংগ্রামে শহীদ হওয়ার ইতিহাস।

এই বঙ্গভাষাকে রক্ষার জন্য ১৯৫২ সালের অমর একুশে ফেব্রুয়ারি রফিক, জব্বার, বরকত, সালাম প্রমুখ অগণিত বীর মহাত্যাগী যুবক শহীদ হয়েছিল, তাদের গায়ের রক্ত ঢেলে ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত করেছিল মহান শহীদদের প্রতি স্মৃতি তর্পনে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মহিষাদল গার্লস কলেজের অধ্যক্ষা অধ্যাপিকা ড. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়, কো-অর্ডিনেটর অধ্যাপক ড. দেবাশীষ মহাপাত্র, বাংলা বিভাগের বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক ড. পরিতোষ মাহাতো এবং সংগীত বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. দেবশ্রী রায়, অধ্যাপক ড. গৌতম সংবিগ্রাহী, অধ্যাপিকা শিপ্রা মন্ডল, অধ্যাপক ড. নীলোৎপল জানা,অধ্যাপক ড. নূর মোহাম্মদ, অধ্যাপিকা প্রয়ানা সুব্বা, অধ্যাপক দেবকুমার ঘোষ এবং বাংলা বিভাগের দুই তরুণ অধ্যাপক ড. সমৃদ্ধি শেখর মন্ডল এবং অধ্যাপক ড. শ্যামসুন্দর রায়। সাথে উপস্থিত ছিলেন সমস্ত বিভাগের বিদগ্ধ অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এবং শিক্ষাকর্মীবৃন্দ। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন এবং অধ্যাপক পরিতোষ মাহাতোর স্বাগত ভাষণের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। এরপর এই অনুষ্ঠানের সভাপতি তথা গার্লস কলেজ অধ্যক্ষা ড. মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অধ্যাপক দেবাশীষ মহাপাত্র তাঁদের বক্তব্য পেশ করেন।

বাংলা ও সংগীত বিভাগের ছাত্রীদের সমবেত কণ্ঠে পরিবেশিত হয় আমি বাংলায় গান গাই, আমার সোনার বাংলা, বাংলার মাটি বাংলার জল, আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, প্রভৃতি সংগীত। অধ্যাপিকা শিপ্রা মন্ডল একটি কবিতা পাঠ করেন। অধ্যাপিকা প্রয়ানা সুব্বা নেপালী ভাষায় এটি অসাধারণ সংগীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে যন্ত্রানু সঙ্গের মাধ্যমে অন্যমাত্রা দেন অধ্যাপক ড. সমৃদ্ধি শেখর মন্ডল।

অধ্যাপিকা দেবশ্রী রায় উত্তর প্রদেশের লোকগানের সঙ্গে বাংলার বাউল মিলিয়ে একটি সংগীত পরিবেশন করেন।অধ্যাপক দেবকুমার ঘোষ বাংলা ভাষার মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করে একটি সংগীত পরিবেশন করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সুন্দর এবং সুষ্ঠুভাবে সঞ্চালনা করেন ড. শ্যামসুন্দর রায়। এই অনুষ্ঠানের অধ্যাপক নিলোৎপল জানা একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন।

সবশেষে অধ্যাপক গৌতম সংবিগ্রাহী ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষনা করেন। বাংলা ভাষার প্রতি সম্মান জ্ঞাপন করে মহিষাদল গার্লস কলেজের এই নিবেদন বাংলা ভাষা প্রেমী মানুষদের কাছে নিঃসন্দেহে গর্বের বিষয়।

প্লে-অফ নিয়ে আশাবাদী, কুয়াদ্রাতের দুঃস্বপ্নেও রেফারিরা!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ সোমবার যুবভারতীতে চেন্নাইয়ন এফসির মুখোমুখি হচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। জামশেদপুরের কাছে হারের ফলে নক আউটে উঠার স্বপ্নে জোর ধাক্কা লেগেছে। এই পরিস্থিতিতে ঘরের মাঠে জয়ের ফেরাই লক্ষ্য লাল হলুদ বাহিনীর। এই ম্যাচে পুরো পয়েন্ট না পেলে নক আউটের লড়াই আরও কঠিন হয়ে যাবে কার্লোস কুয়াদ্রাতের দলের। ফলে চেন্নাইয়ন ম্যাচের আগে লাল হলুদ শিবিরে একটাই স্লোগান তিন পয়েন্ট চাই। ম্যাচের আগের দিন সাংবাদিক সম্মেলনে কার্লোস কুয়াদ্রাত বলেন, ''আমরা প্রতিটি পয়েন্টের জন্য লড়াই করব, আমাদের চেষ্টা থাকবে যতবেশি সম্ভব পয়েন্ট। কারণ প্রতিটি পয়েন্ট আমাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। ইস্টবেঙ্গল এমন একটা দল যারা হারের আগে হারবে না। আমাদের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে প্লে অফে যাওয়ার। আমাদের এখন লক্ষ্য সব ম্যাচ জেতা।'' রেফারিং নিয়ে এর আগেও একাধিকবার নিজের বিরক্তি এবং ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন লাল হলুদের স্প্যানিশ কোচ। রবিবার যেন সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেলেন কুয়াদ্রাত। রেফারিং ইস্যু সাংবাদিক সম্মেলনে উঠতেই একেবারে গর্জে উঠলেন। লাল হলুদ কোচ দাবি করেছেন কোনও মরশুমে কোনও

ফুটবলার বা কোনও কোচ ভালো পারফর্ম করতে না পারলে যেমন তাঁদের ছেঁটে ফেলা হয়, তেমনই রেফারি বিভাগের শীর্ষে থাকা ব্যক্তিকেও ছেঁটে ফেলা উচিত বলে মন্তব্য করেছেন ইস্টবেঙ্গলের কোচ। জামশেদপুর ম্যাচের রেফারিং প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কুয়াদ্রাত বলেন, ''আমি যখন ঘুমাই, তখন আমি দুঃস্বপ্ন দেখি। আর সেই দুঃস্বপ্নের মধ্যেই থাকেন রেফারি রাহুলকুমার গুপ্তা। যিনি ক্রিস্টাল জনকে ব্যাখ্যা করছেন যে কেন নন্দকুমারের ক্ষেত্রে ফাউল দেননি এবং খেলা চালিয়ে গিয়েছেন। একই ঘটনা ঘটেছিল মোহনবাগান ম্যাচে। আমরা ম্যাচের পর ম্যাচ খারাপ রেফারিংয়ের শিকার হচ্ছি।'' একইসঙ্গে তিনি বলেন, ''শেষ ম্যাচে রেফারির ভুলে দুই পয়েন্ট করে মোহনবাগান ও ওডিশা ম্যাচে হারিয়েছি, ১ পয়েন্ট জামশেদপুরের বিরুদ্ধে হারিয়েছি আমরা।'' লাল হলুদ শিবিরে যোগ দিয়েছেন সাউল ক্রেসপো। ফলে এই ম্যাচে কী তাঁকে খেলতে দেখা যাবে? এর উত্তরে কুয়াদ্রাত বলেন, ''কারা খেলতে পারবে সেটা চূড়ান্ত অনুশীলনের পরই বোঝা যাবে। তেব ক্রেসপো অনেকদিন ম্যাচের মধ্যে নেই। অনুশীলনে ওকে দেখার পরই সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে।'' জাতীয় দল থেকে ফেরার পরই ছন্দে পাওয়া যাচ্ছে না লুঙ্গা এবং মহেশকে? এই প্রসঙ্গে কুয়াদ্রাত বলেন, ''ওরা দলের সঙ্গে অনুশীলন করছেন, দ্রুত নিজেদের ছন্দে ফেরার চেষ্টা করছে। এটা ঠিক ওরা আগের ছন্দে নেই। আমার দায়িত্ব ওদের থেকে সেরাটা বার করে আনা।''

স্পিনত্রয়ীর কামাল, রাঁচিতেই সিরিজ জয়ের স্বপ্ন দেখছে ভারত

রাঁচি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ এ কারণেই টেস্ট ক্রিকেট। প্রতি ডেলিভারিতেই ম্যাচের রূপ বদলে যেতে পারে। কখনও এক দলকে অ্যাডভান্টেজ মনে হবে, পরক্ষণেই পরিস্থিতি বদলে যাবে। রাঁচি টেস্টের তৃতীয় দিন এমনটাই হল। এখনও অবধি কোনও দলকেই চালকের আসনে বলা যায় না। তবে সুবিধাজনক জায়গায় ভারত। এর নেপথ্যে প্রথম ইনিংসে ভারতের লোয়ার অর্ডার ব্যাটারদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তেমনই অশ্বিন-জাডেজা-কুলদীপ স্পিন ত্রয়ীর। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন পুরোপুরি ব্যাকফুটে ছিল ভারত। ইংল্যান্ডের ৩৫৩ রানের জবাবে ১৭৭ রানে ৭ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছিল ভারতীয় দল। যদিও ধ্রুব জুরেলের সঙ্গে অপরাজিত থেকে দিন শেষ করেন কুলদীপ যাদব। এই জুটি তৃতীয় দিনও ভরসা দেয়। কুলদীপ যাদব ১৩১ বলে ২৮ রান করেন। রানের চেয়েও জরুরি ছিল সঙ্গ দেওয়া। সেটাই করেছিলেন। এরপর আকাশ দীপও দারুণ জুটি গড়েন। অল্পের

জন্য সেঞ্চুরি মিস হয় ধ্রুব জুরেলের। ব্যক্তিগত ৯০ রানে শেষ উইকেট হিসেবে আউট ধ্রুব। তবে ইংল্যান্ডকে ৪৬ রানের বেশি লিড নিতে দেয়নি ভারতীয় দল। এটাই প্রাথমিক ভরসা দেয় ভারতীয় দলকে। পিচ থেকে কখনও টার্ন হচ্ছে, কখনও কোনও সুবিধাই পাচ্ছেন না স্পিনাররা। দ্বিতীয় ইনিংসে শুরু থেকেই দু-দিক থেকে স্পিন আক্রমণ। রবিচন্দ্রন অশ্বিন এবং রবীন্দ্র জাডেজা। ইনিংসের পঞ্চম ওভারে জোড়া উইকেট নিয়ে শুরু করেন অশ্বিন। দু ইনিংসেই শূন্য ওলি পোপ। জ্যাক ক্রলি এক দিক আগলে ভারতকে চাপে রাখছিলেন। তবে চা বিরতির পর পরিস্থিতি বদলায়। দ্রুত আরও ৪ উইকেট নেয় ভারত। দলীয় ১৩৩ রানেই ৮ উইকেট হারায় ইংল্যান্ড। এর মধ্যে কুলদীপ একাই চার উইকেট। জাডেজা-অশ্বিনদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অনবদ্য বোলিং কুলদীপের। তেমনই ফিল্ডিংয়ে দুর্দান্ত একটি ফরোয়ার্ড ডাইভিং ক্যাচ নেন সরফরাজ খান। ভারতকে কিছুটা চাপে রাখে ইংল্যান্ডের নবম উইকেট জুটি। রান বেশি না করলেও ক্রিজ আঁকড়ে পড়েছিলেন। অবশেষে অশ্বিন কট অ্যান্ড বোলে ফেরান বেন ফোকসকে। অশ্বিনের চার উইকেট সম্পূর্ণ। সব মিলিয়ে ইংল্যান্ডের লিড ছিল ১৯১। ক্রিজে আসেন জেমস অ্যান্ডারসন। উল্টোদিকে শোয়েব বশির। দু-বলের ব্যবধানেই জিমিকে ফেরান অশ্বিন। কেরিয়ারে ৩৫তম বার ৫ উইকেট অশ্বিনের। ১৪৫ রানেই অলআউট ইংল্যান্ড। ভারতের চাই ১৯২ রান। তৃতীয় দিন ৮ ওভার ব্যাটিং করতে হয় ভারতকে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে 'বাজবল' যশস্বী রোহিতের। ৮ ওভারে ৪০ রান তুলে নিয়েছে এই জুটি। ম্যাচের এখনও দু-দিন বাকি। ভারতের চাই আরও ১৫২ রান। ইংল্যান্ডের চাই ১০ উইকেট।

অবিশ্বাস্য ইনিংস জুরেলের

'স্মিথের চেয়েও ভাল ডিফেন্স', আলোচনায় কুলদীপের ডিফেন্স

রাঁচি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ রাঁচি টেস্টে চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল ভারত। বাজবল কাজ না করলেও ব্যাশ-বল ভুগিয়েছে। ২০ বছরের তরুণ অফস্পিনারের বিরুদ্ধে খাবি খেয়েছে ভারতের ব্যাটিং। প্রথম ইনিংসে ৩৫৩ রান করে ইংল্যান্ড। যশস্বী জয়সওয়ালের দুর্দান্ত শুরু। উল্টোদিক থেকে নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট পড়ে। দলীয় ১৭৭ রানে রবিচন্দ্রন অশ্বিন ফিরতেই ভারতীয় শিবিরে আতঙ্ক। একদিকে ধ্রুব জুরেল, অন্য দিকে কুলদীপ যাদব। প্রথম ইনিংসে কতটা পিছিয়ে থাকবে ভারত, এটাই প্রশ্ন হয়ে দাঁড়ায়। এরপরই কুলদীপ-জুরেলের কামাল। ম্যাচের দ্বিতীয় দিন নিঃসন্দেহে ব্যাকফুটে ছিল ভারতীয় দল। পিচে ফাটল রয়েছে। তবে ভারতীয় ব্যাটাররা এমন পিচে খেলতে অভ্যস্ত। সেখানেই অস্বস্তিতে ফেললেন শোয়েব বশির।

রেহান আহমেদের পরিবর্তে এই ম্যাচে তাঁকে একাদশে ফিরিয়েছে ইংল্যান্ড। দ্বিতীয় দিন ৪ উইকেট নিয়ে নায়ক হয়েছিলেন শোয়েব বশির। যদিও কুলদীপের ডিফেন্সের সামনে পেরে ওঠেননি। ধ্রুব জুরেল পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করেন। মারার বল পেলে মেরেছেন। আবার ডিফেন্সও করেছেন। বাড়তি আলোচনায় কুলদীপ। প্রথম শ্রেনির ক্রিকেটে সেঞ্চুরি রয়েছে কুলদীপের। তবে ইংল্যান্ডের বোলিং আক্রমণের বিরুদ্ধে তিনি কতটা সময় টিকতে পারবেন, এটাই যেন প্রশ্ন ছিল। সকলকে ভুল প্রমাণ করতে থাকেন। বেন স্টোকস ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বোলারদের আক্রমণে আনলেও কুলদীপকে টলাতে পারছিলেন না। রক সলিড ডিফেন্স, বল ছাড়ার স্টাইল। ধারাভাষ্যকাররা বলতে থাকেন, ''ও তো স্টিভ স্মিথের চেয়েও ভালো ডিফেন্স করছে।'' দ্বিতীয় দিন প্রায় দু ঘণ্টা ক্রিজে কাটান। তৃতীয় দিনও ইংল্যান্ড শিবিরের হতাশা বাড়াচ্ছিলেন। আউট হলেন আনলাকি। রাঁচির তৃতীয় দিন জিমি অ্যান্ডারসন ধৈর্যের পরীক্ষায় পাশ করেন। জিমি অ্যান্ডারসনের ডেলিভারি ব্যাট-প্যাড হয়ে উইকেটে লাগে। তবে দলকে ম্যাচে ফিরিয়ে এনেছেন কুলদীপ। ১৩১ বলে ১৩১ বলে ২৮ রান করেন। জুরেলের সঙ্গে তাঁর পার্টনারশিপের সৌজন্যে ফলো অন বাঁচিয়ে দেন। ইংল্যান্ডের প্রথম ইনিংস স্কোরের সঙ্গে ভারতের ব্যবধানও কমিয়ে দেন কুলদীপ। আর উল্টোদিকে ধ্রুব জুরেল। যেমন ডিফেন্স করেছেন, স্টেপ আউট করে বল গ্যালারিতে পাঠাতেও দ্বিধা করেননি। কুলদীপের পর আকাশ দীপের সঙ্গে অনবদ্য একটা জুটি গড়েন। ইংল্যান্ডের সঙ্গে রানের পার্থক্য ক্রমশ কমতে থাকে। মাত্র ১০ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস। তবে ইংল্যান্ড মাত্র ৪৬ রানের লিড নিতে পারল। দলের বিপদে ১৪৯ বলে ৯০ রানের ইনিংস। ৬টি বাউন্ডারি, ৪টি ওভার বাউন্ডারি। এই ইনিংস ভারতকে ম্যাচে ফিরিয়েছে। ৪৬ রানে পিছিয়ে থাকা খুব একটা বিপজ্জনক নয়। দ্বিতীয় ইনিংসে ঘুরে দাঁড়ানো সম্ভব। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণ করল ধ্রুব জুরেলের এই ইনিংস। শুধু তাই নয়, যেন শ্রীকার ভরতের ভাগ্যও। দীর্ঘ সময় টেস্টে সুযোগ পেয়েছেন ভরত। ঋষভ পন্থ না থাকায় তাঁকে কার্যত খেলাতে বাধ্য হয়েছে। সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ। কেরিয়ারের দ্বিতীয় টেস্টেই পরিণত একটা ইনিংসে ধ্রুব জুরেল যেন বুঝিয়ে দিলেন, তিনি এই জায়গায় যোগ্য। আর ৩১টি সেঞ্চুরি করা জো রুটের মতো কিংবদন্তি ক্রিকেটার যখন তরুণ ধ্রুব জুরেলকে সাবাশি দেন, এর থেকেই পরিষ্কার কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইনিংস খেলেছেন ধ্রুব।

আশঙ্কাই সত্যি হল, বড় চোট পেয়ে বিশ্বকাপের বাছাই পর্বের আগের স্টিমাচের চিন্তা বাড়ালেন সন্দেশ

নয়াদিল্লি, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ আশঙ্কাই সত্যি হল। বাকি মরশুমের জন্য আইএসএল থেকে ছিটকে গেলেরন সন্দেশ জিঙ্ঘান। বড় চোটের কবলে পড়েছেন ভারতীয় দলের তারকা ডিফেন্ডার। ফলে আগামী কয়েক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হবে পঞ্জাব তনয়কে। এমনকি তাঁর চোটে চিন্তা বাড়ল ইগর স্টিমাচেরও। এএফসি এশিয়ান কাপ ২০২৩-এ ভারতীয় দলের হয়ে খেলার সময় সন্দেশ জিঙ্ঘান তার ডান হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। চোটের পরে সন্দেশ বেশ কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে গিয়েছেন। প্রাথমিক পরীক্ষার পর জানা গিয়েছে আপাতত তার বিশ্রামের প্রয়োজন রয়েছে। আপাতত মাঠের বাইরে থাকতে হবে। কিন্তু রবিবার পাওয়া গেল বিরাট আপডেট। একটি

সর্বভারতীয় ইংরেজি সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, সন্দেশের এসিএল হয়েছে। ফলে চলতি মরশুমে আর একটি ম্যাচ খেলার সম্ভাবনা নেই সন্দেশের। এখানেই শেষ নয় সন্দেশ বড় চোট পাওয়ায় চিন্তা বাড়ল ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টেরও। কারণ জুন মাসে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বেও তাঁর খেলা ঘিরে প্রবল অনিশ্চয়তা। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার এসিএল ইনজুরির কবলে পড়লেন সন্দেশ। এএফসি এশিয়ান কাপের ব্যর্থতা এখন অতীত। বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বই এখন পাখির চোখ ভারতীয় দলের কাছে। কাতারের ব্যর্থতা ভুলে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বে নতুন উদ্যেমে ঝাঁপাতে চাইছেন কোচ স্টিমাচ। আগামী ২১ মার্চ আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে ভারত। এরপর ২৬ মার্চ একই প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে গুয়াহাটিতে হোম ম্যাচ খেলতে ব্লু ব্রিগেড। ১১ জুন কুয়েতের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে খেলা রয়েছে ভারতের। এরপর কাতারে অ্যাওয়ে ম্যাচ। এই ম্যাচ গুলিতে সন্দেশকে বাইরে রেখেই দল সাজাতে হবে স্টিমাচকে।

পুজারা রানে ফিরলেও সৌরাষ্ট্র ছিটকে গেল প্রতিযোগিতা থেকে

কোয়েম্বাটুর, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনাল থেকে বিদায় সৌরাষ্ট্রের। চেতেশ্বর পুজারা রান করলেও তাঁর দল ছিটকে গেল রঞ্জি থেকে। এ বারের রঞ্জিতে ৮০০ রানের মাইলফলক পার করেছেন পুজারা। তিনি রানে ফিরেছেন। কিন্তু এই রঞ্জিতে আর খেলতে দেখা যাবে না তাঁকে। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ইনিংস এবং ৩৩ রানে হেরে গিয়েছে সৌরাষ্ট্র। তামিলনাড়ুর বিরুদ্ধে ইনিংসে হারল সৌরাষ্ট্র। কোয়ার্টার ফাইনাল থেকেই বিদায় নিল পুজারার দল। এই মরসুমে পুজারা ১৩টি ইনিংসে করেন ৮২৯ রান করেন। রঞ্জিতে তৃতীয় বার ৮০০ রানের মাইলফলক পার করলেন তিনি। প্রথম বার করেছিলেন ২০০৮-০৯ মরসুমে। ভারতীয় দলকে বাদ পড়ার পর পুজারার এই রান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দলের হার বাঁচাতে পারলেন না তিনি। প্রথম ইনিংসে সৌরাষ্ট্র মাত্র ১৮৩ রান করে। পুজারা করেছিলেন ২ রান। জবাবে তামিলনাড়ু তোলে ৩৩৮ রান। ১৫৫ রানে লিড পেয়ে যায় তামিলনাড়ু। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে সৌরাষ্ট্র সেই রানও টপকাতে পারল না। ইনিংস এবং ৩৩ রানে হেরে গেল পুজারার দল।

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

ফোডেনের গোলে লিভারপুলের আরও কাছে ম্যানচেস্টার সিটি

বোর্নমাউথ, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ গোল করতে বাঁ পায়ের শটটা নিয়েছিলেন আর্লিং হলান্ড। কিন্তু বোর্নমাউথ গোলকিপার নেটো বাঁ দিকে ডাইভ দিয়ে রুখে দেন। তবু শেষ রক্ষা হয়নি। দৌড়ে একদম জায়গা মতো চলে এসেছিলেন ফিল ফোডেন। বাঁ পায়ের টোকায় গোল, চলতি মরসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ফোডেনের ১৬তম। ফোডেনের গোলে বোর্নমাউথের বিপক্ষে ১-০ গোলের জয়ে পয়েন্ট টেবিলে শীর্ষে থাকা লিভারপুলের সঙ্গে ব্যবধান কমাল সিটি। ২৬ ম্যাচে ৬০ পয়েন্ট পাওয়া লিভারপুলের সঙ্গে সিটির ব্যবধান ১ পয়েন্টের। ২৬ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ৫৯ পয়েন্ট। লিগে নিজেদের সর্বশেষ ৭ ম্যাচে জিততে না পারা বোর্নমাউথ ২৫ ম্যাচে ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৪তম। ভিটালিটি স্টেডিয়ামে আজ আর্জেন্টাইন স্ট্রাইকার হুলিয়ান আলভারেজকে বেঞ্চে রেখে একাদশ গড়েছিলেন সিটি কোচ পেপ গার্দিওলা। প্রিমিয়ার লিগে এবারের মরসুমে এর আগে বেঞ্চে বসার অভিজ্ঞতা হয়নি আলভারেজের। সামনে হলান্ডকে রেখে পেছনে ম্যাথিয়াস নুনেজ, ফোডেন, মাতেও কোভাচিচ, ও বের্নার্দো সিলভাকে দিয়ে আক্রমণভাগ সাজান গার্দিওলা। এখান থেকে একটি মাত্র গোল পাওয়ায় খানিকটা হতাশ হতেই পারেন গার্দিওলা। প্রথমার্ধে সিটির খেলার শুরুটাও হয় ধীর লয়ে। ২৪ মিনিটে ফোডেনের গোলের পর থেকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে সিটি। তবে দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে গোলও হজম করতে পারত। বোর্নমাউথ মিডফিল্ডার মার্কাস তাভার্নিয়ের বল পোস্টের বাইরে মারায় রক্ষা। দমিনিক সোলাঙ্কের হেডও একবার গোল লাইন থেকে বাঁচিয়েছেন সিটি গোলকিপার এদেরসন। যোগ করা সময়ে বোর্নমাউথের এনেস উনালও হেড সিটির পোস্টে রাখতে পারেননি। প্রথমার্ধে শুরুতে বোর্নমাউথের বিপক্ষে স্কোরশিটে নাম লেখাতে পারতেন হলান্ড। ফোডেনের দারুণ ক্রস থেকে তাঁর ডান পায়ের শট পোস্টের বাইরে ছিল। এরপর গোলটা আসলে ফোডেনেরই করার কথা ছিল। বোর্নমাউথের বিপক্ষে আগের চারবারের মুখোমুখিতে প্রতিবারই গোল পেয়েছেন। পঞ্চম দফায়ও তাই হলো ২৪ মিনিটে। বোর্নমাউথের বিপক্ষে এ নিয়ে প্রিমিয়ার লিগে ১৪বারের মুখোমুখিতে প্রতিবারই জিতল সিটি। প্রিমিয়ার লিগের ইতিহাসে এক দলের বিপক্ষে অন্য দলের এটাই ১০০ জয়ের সেরা রেকর্ড।

গোলের নেশায় পেয়েছে আর্সেনালকে

লন্ডন, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ এমিরেটস স্টেডিয়ামে নামার আগে ২০২৪ সালে আর্সেনালের হিসাবটা ছিল ৫ ম্যাচে ২১ গোল। ছয় নম্বর ম্যাচে প্রতিপক্ষ নিউক্যাসল ইউনাইটেড এবং যথারীতি দুর্দান্ত পারফরম্যান্স! ঘরের মাঠে নিউক্যাসলকে ৪-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে মিকেল আরতেতার দল। চলতি বছর লিগে এ পর্যন্ত ৬ ম্যাচ খেলে সবগুলোই জিতল আর্সেনাল। এই পথে 'গানার'দের গোলসংখ্যা ২৫, অর্থাৎ ম্যাচপ্রতি ৪টিরও বেশি গোল! হজম করেছে ৩টি। পয়েন্ট টেবিলে আর্সেনালের অবস্থানও বলে দেয় শিরোপা দৌড়ে বেশ ভালোভাবেই টিকে আছে তাঁরা। সহজ কথায় জমিয়ে দিয়েছে লিগ। সমান ২৬টি করে ম্যাচ খেলেছে শীর্ষ তিন দল। লিভারপুল ৬০ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে, ম্যানচেস্টার সিটি ৫৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে। তৃতীয় আর্সেনালের সঙ্গে সিটির পার্থক্য ১ পয়েন্টের। ম্যাচের প্রথমার্ধে ২ গোল পেয়েছে আর্সেনাল। ১৮ মিনিটে আত্মঘাতী গোল সভেন বোটমানের। এরপর ২৪ মিনিটে দারুণ ফিনিশিংয়ে গোল করেন কাই হাভার্টজ। বিরতির পর ৬৫ মিনিটে বুকায়ো সাকা ও ৬৯ মিনিটে জ্যাকুব কিউইর গোল এনে দেন আর্সেনালকে। নির্ধারিত সময় শেষ হওয়ার ৬ মিনিট আগে নিউক্যাসলের হয়ে সান্ত্বনাসূচক গোলটি জো উইলকের। দারুণ এই জয়ে মানসিকভাবে চাঙ্গাও হলো আর্সেনাল। গত বুধবার চ্যাম্পিয়নস লিগ শেষ ষোলো প্রথম লেগে পোর্তোর কাছে ১-০ গোলে হেরেছে আরতেতার দল। লিগ টেবিলে চতুর্থ অ্যাস্টন ভিলার সঙ্গে ৬ পয়েন্ট ব্যবধানে এগিয়ে তাঁরা। ২৬ ম্যাচে ৩৭ পয়েন্ট নিয়ে ৮ম নিউক্যাসল।

হ্যারি কেইন হাল ছাড়বেন না, থামবেনও না

মিউনিখ, ২৫ ফেব্রুয়ারিঃ বুন্দেসলিগার শিরোপা লড়াইয়ের লাগামটা এখন আর বর্তমান চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন মিউনিখের হাতে নেই। পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারত গতকাল রাতে লাইপজিগের কাছে পয়েন্ট হারালে। একপর্যায়ে মনে হচ্ছিল, ম্যাচটা হয়তো বায়ার্ন জিততে পারবে না। যোগ করা সময়ে দারুণ এক গোলে বায়ার্নকে শেষ পর্যন্ত উদ্ধার করেছেন হ্যারি কেইন। ইংলিশ স্ট্রাইকারের জোড়া গোলে বায়ার্ন ম্যাচ জিতেছে ২-১ ব্যবধানে। অন্তিম মুহূর্তে দলকে জিতিয়ে হাল না ছাড়ার কথা বলেছেন কেইন। সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা তিন ম্যাচ হেরে বেশ চাপে ছিল বুন্দেসলিগার সর্বশেষ ১১ বারের চ্যাম্পিয়ন বায়ার্ন। এর মধ্যে এক ম্যাচ কম খেলে তালিকার শীর্ষে থাকা বায়ার লেভারকুসেনের সঙ্গে বায়ার্নের পয়েন্ট ব্যবধান গিয়ে দাঁড়ায় ১১। এমনকি ব্যর্থতার দায়ে মরসুম শেষে কোচ টমাস টুখেলকেও ছাঁটাই করার সিদ্ধান্তের কথা জানায় তারা। সব মিলিয়ে লাইপজিগ ম্যাচটা বায়ার্নের জন্য

ছিল বেশ গুরুত্বপূর্ণ। এই ম্যাচে পয়েন্ট হারালে দলের ওপর চাপ আরও বাড়ত। তবে জয় পেলেও খুব একটা স্বস্তিতে থাকার সুযোগ নেই বায়ার্নের। ২৩ ম্যাচ শেষে পয়েন্টের ব্যবধানটা এখনো ৮। লেভারকুসেনের পয়েন্ট ৬১, বায়ার্নের ৫৩। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের জয়রথ ধরে রাখার পাশাপাশি লেভারকুসেনের আশ্চর্য পতনের প্রার্থনাও করতে হবে বায়ার্নকে। চলতি মরসুমে এখন পর্যন্ত কোনও ম্যাচ হারেনি জাবি আলোনসোর লেভারকুসেন। বুন্দেসলিগার ২৩ ম্যাচসহ সব মিলিয়ে এখন পর্যন্ত ৩৩ ম্যাচে অপরাজিত আছে তারা। এখনো বড় ব্যবধানে পিছিয়ে থাকলেও ম্যাচ শেষে হার না-মানার প্রত্যয়ের কথা বলেছেন কেইন। তিনি বলেছেন, ''আমরা যা করছি, তা আমাদের করে যেতে হবে। ম্যাচ জিততে পারাটা খুব ভালো এবং আমাদের এই ধারা মরসুমের শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতে হবে।'' বুন্দেসলিগায় ২৭ ও সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে ৩১ গোল করা কেইন এরপর যোগ করেন, ''আমরা হাল ছাড়ব না। আমরা থামব না।'' স্বস্তির জয়ের পর বায়ার্ন কোচ টুখেল বলেছেন, ''প্রথমার্ধে আমরা খুব ভালো খেলেছি এবং দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেছি। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা কঠিন ছিল, কারণ লাইপজিগ তখন খুব ভালো খেলছিল। তারা সমতা ফেরানোর পর আমরা খুব ভালো প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছি। শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে বেশ কঠিন একটা ম্যাচ ছিল। তবে শেষ পর্যন্ত জয়টা আমাদের প্রাপ্য ছিল।''

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com